Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/24
1446

গানের খাতা

3/24
1446

PRESENTED

LIBRARY 3/24
No 1446
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

দরবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/37
1/46

দরবেশ গ্রন্থাবলী—২

গানের খাতা

কিরণচাঁদ দরবেশ
(কাব্যরত্ন)

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

দ্বিতীয় সংস্করণ

SREE SREE SATYKRISHNA MUTH
OUDH GHARVI
BENARES
১৩৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক ঃ

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসগুপ্ত

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ

বারাণসী

বারো আনা

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

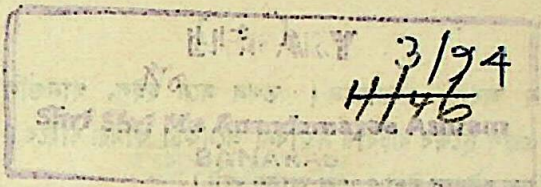

LIBRARY
No. 3/74 11/46
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ভূমিকা

এই গানগুলি কখনও প্রকাশিত হইবে, এমন বাসনা ইতিপূর্ব্বে আমার মনে উদিত হয় নাই ; এবং আমার এই কবিত্ব-রসহীন সঙ্গীতাবলী সুধী-সমাজে আদৃত হইবে, এ আশা করিয়াও আমি এই "গানের খাতা" ছাপাই নাই।

বহুপূর্ব্বে আমার রচিত সঙ্গীতাবলী পূর্ব্ববঙ্গের কোনো কোনো স্থলে গীত হইতে শুনিয়াছিলাম। অনেকেই তৎকালে আগ্রহসহকারে গানগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন। যখন গানগুলি রচিত ও আদৃত হইয়াছিল, তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প, বালক বলিলেও চলে। এখন এতদিন পরে সেই পূর্ব্ব কথা মনে করিয়া এবং কোনো কোনো প্রিয় বন্ধুর অনুরোধে এই "গানের খাতা" সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাইবার পথে শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে যখন আরত্রিক দর্শন করিয়া বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, তখন দেখিলাম এক স্থানে কয়েকটি বাঙ্গালী বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া হরিগুণ গান করিতেছেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রবণ করিলাম, উঁহারা আমারই রচিত একটি সঙ্গীত গান করিতেছেন। সঙ্গীতটি কিন্তু ঠিক মত হইতেছিল না ; স্থানে স্থানে পদ বিকৃত করিয়া তাঁহারা গানের সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, লোকপরম্পরায় বাবাজীরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ গান অবগত হইয়াছেন। তখন মনে হইল, গানগুলি প্রকাশিত হইলে এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিবার সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যাইবে। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার ইহাও এক কারণ বটে।

দ্বিতীয় সংস্করণে গানগুলির একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; বহু নূতন সঙ্গীতও সন্নিবেশিত হইয়াছে। কয়েকটি সঙ্গীত স্থানোপযোগী নহে বলিয়া, এই পুস্তক হইতে তুলিয়া দিয়া, আমার "বিজলী সঙ্গীত" নামক পুস্তকে যুক্ত হইল। ফলত এই সংস্করণকে একখানি নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপহার

অভিন্ন-হৃদয়

শ্রীযুক্ত মাতানচাঁদ গোস্বামী

প্রণয়াস্পদেষু

প্রাণের মাতান!

ভাই, সংসার-দাবদগ্ধ প্রাণে সময় সময় তোমার নিকেতনে ছুটিয়া গিয়া যে শান্তি ও আনন্দলাভ করিয়া থাকি, আর কোথায়ও তাহা পাইবার আশা নাই। কোন্ ক্ষুদ্র কাননে তুমি কী এক নবীন পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়া আপনার গন্ধে আপনি আমোদিত রহিয়াছ! তোমার ঐকান্তিকতা, তোমার প্রেম-প্রবণতা, তোমার মধুরতা এ সংসারে দুর্ল্লভ।

বাল্যকালে কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম, বড় ভয়ে ভয়ে এতদিন পরে উহা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমার এই গান কয়টি সাধারণের চক্ষে যেমনই হউক না কেন, তোমার নিকটে বিশেষ সমাদর পাইবে, তাহা আমি নিশ্চিত জানি। তাই তোমার মধুর স্নেহের ছায়ায় নির্ভয়ে জুড়াইবার ভরসায় এই "গানের খাতা" তোমাকেই উপহার দিলাম।

বারাণসী
শ্রীরামনবমী
২২ চৈত্র, ১৩২০

তোমার ভালবাসায় মুগ্ধ
কিরণচাঁদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সংস্করণ	...	...	১৩২০
দ্বিতীয় সংস্করণ	...	...	১৩৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. .....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

গানের খাতা

১

পিলু—যৎ

জাগ হে সকলে এবে নিদ্রাতুর নর-নারী ;
নয়ন মেলিয়া দেখ নিকষ-তমসহারী।
পূরবে অরুণ জ্যোতি, গাহিছে মহিমা-গীতি,
বিহগ কুজন ছলে যশ-গুণ গায় তাঁরি ;
ফুটিছে প্রভাতি ফুল, ছুটিছে মধুপ-কুল,
কণক উদয়াচলে উদিছে প্রেমের রবি।
হৃদয়-কপাট খুলি, দেখ রে নয়ন তুলি,
তরুণ অরুণ-কোণে প্রাণ বিমোহন ছবি ;
কিরণ শরণ লহ, সঁপ প্রাণ-মন-গেহ,
জুড়াবে তাপিত দেহ, পাইবে শান্তির বারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

ভাঁয়রো—ঠুংরী

রজনী পোহালো বিহঙ্গ গাহিল, প্রাণারাম বিভু গুণ-গান ;
নবীন প্রভাতে অরুণ সম্পাতে, হরষিত পূত মন-প্রাণ ।
মারুত-হিল্লোলে স্ফুট-ফুল দোলে, করিতেছে সুরভি বহন ;
লোহিত বরণে পূরব গগনে, সমুদিত তরুণ তপন ।
সরসী-সলিলে সরোজিনী দোলে, ঝঙ্কারে পঞ্চমে অলিগণ ;
শিশির শ্যামল নব দুর্ব্বাদল, প্রস্ফুটিত ফুল উপবন ।
মধুর প্রকৃতি মধুর রবি-ছবি, মধুর ত্রিতার বীণা গান ;
চিত্ত-বিনোদন সে রস-স্বরূপ, সরসে উথলে হৃদিতান ।
ঢালো ঢালো পদে পূত প্রেম-বারি, মন-প্রাণ কর নিবেদন ;
ব্রহ্ম-প্রেমনীরে সে রূপ-সায়রে, সমাহিত হওরে কিরণ ।

৩

ভৈরবী—একতালা

সে প্রেম রতনে রাখরে যতনে, হইবে পরম সুখী ;
হিয়ার ত্রিতারে বাঁধিয়া তাঁহারে, মুছে ফেল ঝরা আঁখি ।
তাঁহার আদেশে আকাশে তপন, তাঁহার শাসনে বহিছে পবন,
তাঁহার সুহাসে হাসিছে কুসুম, ললিত গাহিছে পাখী ।
তাঁহার মাধুরী খেলে ফুলে ফলে, তাঁহার সুষমা স্বরগে ভূতলে,
তাঁহার নিয়মে অলি ফুল-দলে, সরোজ মেলিছে আঁখি ।
চেয়ে দেখ পূবে তরুণ তপন, উজলি হাসিছে সোণার বরণ,
নিদ্রামগ্ন [illegible] হয়ে সচেতন, নমিছে তাঁহারে দেখি ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগর ধরায় ঘুমে নিমগন, কী বৃথা স্বপন দেখিছ কিরণ,
এইবার ত্বরা ত্যজ রে শয়ন, সুপ্রভাতে মেল আঁখি।

৪

বাহার—তেওট

তুমি ভূমা পরমেশ্বর।
ত্রিলোক-পালন পাতকী-তারণ অনাথ-শরণ
জগ-জন-মানস-মনন, তুমি ভূমা পরমেশ্বর।
তোমার শাসনে সূর্য্য জ্যোতি বিতরে, চন্দ্র গগনে বিভাতে ;
মলয়ানিল পবন চামর করে, বিহগ মগ্ন গীতে ;
জগ-জন-শরণ জগ-জন-বরণ কিরণ-প্রাণ ;
মধুময় ধ্যানময় চিন্ময়, তুমি ভূমা পরমেশ্বর।

৫

দেশ—তেওট

তুমি আনন্দময় ;
ভূমা পরমব্রহ্ম জয় প্রভো জয়।
পরম জ্যোতি পরমগতি পরমায়ণ ;
সনাতন কারণ নামাতীত চিন্ময়।
কিরণ-কিরণ বাসনা-নাশন অজরামর ;
ভগবান দয়াল সুন্দর মধুময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬

ইমন-কল্যাণ—ধামাল

শাশ্বত অভয় অশোক অদেহ, পূর্ণ অনাদি চরাচর-গেহ ;
চিন্ময় মধুময় পরমেশ, অতীত-তত্ত্ব-জ্ঞান-উপদেশ।
দিবাকর-কর অমর-জ্যোতি, চিন্ত অচিন্তে হৃদয় বিভাতি ;
করুণ কান্ত জগৎ-বিকাশ, অজরামর দেব অবিনাশ।
পরমেশ্বর জয় পরমেশ্বর, পরম-পুরুষ পরাৎপর ;
চিন্ত রে কিরণ দূরিবে মোহ, হইবে সুপাবিত হৃদয়-গেহ।

৭

খাম্বাজ জংলা—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী

তুমি পাপ-বিনাশন পুণ্যময়, তুমি পাতকী-তারণ জয় জয় ;
তুমি অজর অমর অভয় হে, তুমি অশোক অদেহ অজয় হে।
তুমি অনাদি অনন্ত পুরুষ হে, তুমি সনাতন মম মানস হে ;
তুমি ভূমা পরমেশ অশেষ হে, নাম-রূপ-গুণাতীত বিশেষ হে।
তুমি তরণ শরণ বরণ হে, ভব-জলধি-তারণ কারণ হে ;
দীননাথ করুণাময় প্রভু হে, দেব-মানব-বন্দন বিশ্বভু হে।
তুমি প্রেমময় বিভু সুন্দর হে, দীনহীন জনে কৃপা বিতর হে ;
কর হে করুণা কাতর কিরণ, যেন রাতুল চরণে রহে মন।

৮

ইমন কল্যাণ—তেওড়া

ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত জ্যোতি, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ তুমি।
জগতকারণ অনাথ শরণ, কর হে করুণা দীন আমি ;
নাথ, বিতরো করুণা দীন আমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সঙ্গে সতত রঙ্গে বিফলে বহিল জীবন ;
দারুণ কামিনী কাঞ্চন, রহিনু হয়ে নিমগন,
কর কিরণে করুণা দীন-স্বামী।

৯

ঝিঁঝিট-ভাঙা—একতালা

কর দয়া কর, হে দয়া আকর, দয়া কর দীন-হীনে ;
দুষ্ট দলন, শিষ্ট পালন, কেবা করে তুমি বিনে।
ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ভব॥
হরি হে, সংসার-আগারে, বদ্ধ কারাগারে, বারেবারে ডাকি তাই,
দিয়ে কৃপাকণা, এই দীনজনা, উদ্ধারো হে এই চাই ;—
শুনেছি আমি, শ্রবণে স্বামি, কেহ না তুমি ছাড়া,
ত্রাহিমে ভব, কৃপাতে তব, আমি হে পথ হারা ;
বাঁচাও কিরণ সাধন-বিহীনে।
ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ভব॥

১০

সাহানা—যৎ

পাপ অবিশ্বাস-বিষে তনু জর-জর ;
কেমনে বাঁচিব আমি বল প্রাণেশ্বর।
কেমনে তোমারে পাব, অনুগত দাস হব,
স্নেহের ছায়ায় কবে বাঁধিব হে ঘর ;
কিরণ শরণ মাগে হে করুণাকর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপ

রবি-কর তাপে পিপাসিত পথিক-চিত,
বরিষ প্রাণেশ প্রেমের ধারা হে।
তব করুণা-বারি, মোহ-তাপ-পাপহারী,
হৃদয় গগনে তুমি ফুটন্ত তারা হে ;
প্রাণের পিপাসা হর, হে আমার প্রাণেশ্বর,
ঢালো ঢালো শান্তিময় কিরণ-ধারা হে।

১২

ভৈরবী—আড়া

প্রভো, কর কিঙ্করে করুণা প্রদান ;
হে কর্ণধার, তারো এ ভব-পারাবার।
তব চরণ-তরী দাস মাগিছে কাতরে,
কর ভব-তরঙ্গে পার ওহে ত্রাণকারী ;
পাপ হর তাপ হর, মোহ-বিকার হর মন,
কিরণের বাসনা হর, রিপু-উত্তেজনা হর।

১৩

আশা-ভৈরবী—ঠুংরী

কোথা হে দীননাথ পাতকী-তারণ ;
পড়ি পাপ-ঘোরে, ডাকে সকাতরে, যত মহাপাপীগণ।
পাপ-পুরীষ মাঝে, পাপ-মোহিনী সাজে, পাপ-অকাজে ধায় মন ;
পাপ-কালিমা যত, প্রাণে পরিপূরিত, পাপ-আঁধারে নিমগন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর হে ধরাধর, হর হে পাপ হর, কর হে রিপু বারণ ;
নরক-পুতি-শ্বাসে, কিরণ মরে ত্রাসে, দেহ গো দেহ চরণ।

১৪

ললিত-বিভাস—একতালা

ওহে ধরাধর, ধর মোরে ধর, ভয়ে থর থর কাঁপিছে হৃদয় ;
পাপের যাতনা, মোহের ছলনা, সহে না সহে না, কোথা দয়াময় !
রিপু দুর্নিবার করে অত্যাচার, তাই এ পরাণে সদা হাহাকার,
এত করি মানা, কেহ তো শুনেনা, কি করি বল না হে ;
পাগল কিরণে দেহ পদাশ্রয়।

১৫

মুলতান—একতালা

আমার উপায় কি হবে ;
ভব-সাগর-তরঙ্গ-রঙ্গ-আহবে।
হেরি পারাবার কাঁপে প্রাণ-মন, কোথা দয়াময় অধমতারণ,
আমি কেঁদে মরি, দেহ পদতরী, ভীষণ অর্ণবে।
বেগবান স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, না জানি চলেছি কোন্ আঁধারেতে,
কোথা প্রাণ-আলা, দেহ দেহ ভেলা, এ কিরণ ডুবে।

১৬

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠুংরী

কত পাপী নাথ, আমি ;
সকলই তো জান তুমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি আর জানাব নাথ, হৃদয়ের জ্বালা,
পাপে তাপে প্রাণ ঝালাপালা হে ;
আমি নিরবধি, কত অপরাধী
আসক্তির দাস আমি অধম কামী।
রয়েছি তোমারে ভুলে, পড়িয়া পাপের ধূলে'
চোখে নিদারুণ ঘুম-ঘোর হে ;
তুমি দয়াঘন, দেহ জাগরণ,
ঘুম ঘোরে বল মোরে স্বপন-বাণী।
পড়ে' অকূল পাথারে, ডাকিতেছি সকাতরে,
ব্যাকুল হইয়া, দয়াময় হে ;
ওগো কাণ্ডারিয়া, এস তরী নিয়া,
এ ঘোর তরঙ্গে তারো কিরণে স্বামী !

১৭

মুলতান—একতালা

ডুবি সংসার-সাগরে ;
ওহে দয়াময়, তোল দয়া করে'।
বড় শ্রান্ত হয়ে সকাতরে ডাকি, মহাপাপী বলে' তুলিবেনা নাকি,
আর শক্তি নাই, স্রোতে ভেসে যাই, বিষম ফাঁফরে।
আমার, নাই সাধন বল, পথের সম্বল, বড় পাপী আমি জান তো,
মোহ-মায়ার গোলামী করি দিন-যামী, শুকালোনা আর এ ক্ষত ;
উঠিতে তো চাই, তবু ডুবে যাই, নাই নাই মোর কোনো ঠাঁই নাই,
অবসন্ন প্রাণে, ডাকে খেদ-গানে, কিরণ পামরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮

মুলতান—একতালা

দুখ জানাই কেমনে ;
আর সহে না যাতনা সহে না পরাণে।
যাদের চাহিয়া ভুলেছি তোমায়, তারা তো আমারে নাহি চাহে হায়,
কাছে গেলে দূরে ঠেলে ফেলে দেয়, অনাদরে অযতনে।
বুঝিয়াছি ভবে কেহ না আমার, তাই এ অন্তরে এত হাহাকার,
পুড়ে' গেল প্রাণ, হলো শতখান, জ্বলিতেছি কি দহনে।
কে আছ আমার এ তিন সংসারে, এসো রাখি তোমা হিয়ার মাঝারে,
আমি নিরবধি সকাতরে কাঁদি, আপন-জন বিহনে।
ত্রি-সংসারে আমি হয়েছি অচল, কেহ মুছালোনা মোর আঁখি-জল,
কেহ গছিলনা, কেহ দেখিলনা, কত ব্যথা এ কিরণে।

১৯

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

কাঙালের ধন কোথা রয়েছ তুমি ;
এসে দেখ কত দুখে কাটাই আমি।
সংসার-উপেক্ষা-বাণে, জ্বলিতেছি মনে-প্রাণে,
এত জ্বালা সহেনা তো, হৃদয়-স্বামি !
যখন যে দিকে চাই, শূন্যময়—নাহি ঠাঁই,
এত কি পরাণে সয়, অন্তর-যামি !
খণ্ড খণ্ড কর প্রাণ, নহে কর শান্তি দান,
বৃথা এ সুখের ভান সহেনা স্বামি !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা আছে কাড়িয়া লও, কিরণে চরণ দাও,
প্রাণের মাঝারে কও অভয় বাণী।

২০

ঝিঁঝিট—পোস্ত

অশান্ত হৃদয়ে মম শান্তি দেহ শান্তিময় ;
হলে দয়া মোহ-মায়া আর কি পরাণে রয়।
সংসার-আসক্তি ঘোরে, কেন ফেলে রাখ মোরে,
দাও মতি জ্ঞান-বাতি, এত জ্বালা নাহি সয়।
দয়া কর পাপী বলে', কিরণে লহ গো কোলে,
এ যাতনা তো সহেনা, শান্ত কর হে হৃদয়।

২১

পূরবী—আড়া

কি করিতে আসিয়াছ কেন রে তা ভুলে গেলে ;
দেখ রে চাহিয়া মন, বৃথা দিন গেল চলে'।
দেখ রে মেলিয়া আঁখি, কত কাজ রইলো বাকী,
তাঁরে ডাকা হলো না রে, ভুলিয়া মায়ার ছলে।
ডুবিয়া সে প্রেম-জলে, পশরে অতল-তলে,
এখনো সময় আছে, ভজ তাঁরে আঁখি-জলে।
ভুলিয়া সকল পাপ, অতীতের অনুতাপ,
রে কিরণ, সে রতন আঁক রে হৃদয়-দলে।

CC0. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২

বাহার—একতালা

ডাক মন প্রাণারামে ;
ভুবন-মোহনে ত্রিলোক-তারণে ত্রিজগত-ধনে।
দেখিতে নয়ন শুনিতে শ্রবণ ভাবিতে মনন তিনি ;
পাপ-হরণ তাপ-বারণ ভজ কিরণ-কিরণে।

২৩

কীর্ত্তন-ভাঙা—একতালা

কে গো তুমি ডাকিছ আমায় ;
দূরে দাঁড়ায়ে কেন গো হায় !
(কেন ওখানে দাঁড়ায়ে,—এসো কাছে এসো কেন দাঁড়ায়ে,
কেন ওখানে দাঁড়ায়ে—এসো কাছে এসো)
দূরে দাঁড়ায়ে কেন গো হায় !
বিষয়েতে হইয়া মগন,
আমি, কতই দেখি সংসারেতে মোহের স্বপন ;
জানি দু'দিনের পরিজন,—তবু ভুলে আছি ;
বল এমন ফাঁস কিসে কাটাই ;
(ফাঁস খোলেনা খোলেনা,—তোমার কৃপা বিনে ফাঁস খোলেনা,
ফাঁস খোলেনা খোলেনা—তোমার কৃপা বিনা)
তুমি কৃপা কর কৃপাময় !
দেখিয়া সে মোহ-প্রলোভন,
আমি, ছুটে ছুটে অবসন্ন হয়েছি এখন ;
তখন বুঝি নাই এ মায়ার ছলন,—কোথায় যাব এখন ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার ফুরালো না হায়-হায় ;
(আমি ডুবেছি ডুবেছি,—বিষম মায়া ছলে আমি ডুবেছি,
আমি ডুবেছি ডুবেছি,—সংসার সাগরে)
আমার ফুরালো না হায়-হায় !
জাগাইয়া পাষাণ হিয়ায়,
কেন, মোহন বেসে হেসে হেসে ডাকিছ আমায় ;
এত আপন তবু দেখা নাই—থাক দূরে দূরে ;
তোমায় দেখিতে যে প্রাণ চায় ;
(আমি শুনেছি শুনেছি,—তোমার রূপের কথা আমি শুনেছি,
আমি শুনেছি শুনেছি—তোমার রূপের কথা)
ওরূপ দেখিবারে প্রাণ চায়।
পরাণের সাধ মোহন রূপ দেখি,
এখন, তোমায় ছেড়ে কেমন করে' দূরে বা থাকি ;
তুমি দয়ালের শিরোমণি গো.—কিরণ জেনেছে তো ;
তোমার দয়ায় পাপী তরে' যায় ;
(আমি জেনেছি জেনেছি,—তোমার দয়ার কথা আমি জেনেছি,
আমি জেনেছি জেনেছি—তোমার দয়ার কথা)
তাই তো তোমার পানে প্রাণ ধায়।

২৪

রামকেলী—কাওয়ালী

মানব জনম সফল হইবে দয়াময় নাম গানে ;
ভক্তি-সিঞ্চিত পরাণ আমার, ডুবে যাও রূপ-ধ্যানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্ত আমার, নিযুক্ত রহ প্রিয় কার্য্য সাধনে ;
চরণ আমার, চলরে চলরে পবিত্র তীর্থ দর্শনে।
তন-মন-ধন-পরিজন, সঁপরে রাতুল চরণে ;
আত্মসমর্পন কর রে কিরণ, সে দিব্য বিভূতি স্মরণে।

২৫

লগ্নি—যৎ

ছাড় মূঢ় মন, বিষয় বিষম, দারা-সুত-ধন অসার রে ;
যত জড়াইবে, ততই ডুবিবে, অতলে কেবল আঁধার রে।
কেন ঘুম-ঘোরে, মোহের বিকারে, তাঁরে ভুলে' আছ পামর রে ;
শেষের সে কালে, একা যাবে চলে, ভাঙিবে তোমার গুমোর রে।
আত্ম কর্ম্মে ধন কর উপার্জ্জন, বৃথা পরিশ্রম-যতন রে ;
এই যত অর্থ, সব হবে ব্যর্থ, গর্ব্ব-গিরি হতে' পতন রে।
কে তুমি, কি তুমি, কেন কেন তুমি, এ সমস্যা কর পূরণ রে ;
কাম-অভিমান পাতিয়াছে ফান, করিয়াছে জ্ঞান হরণ রে।
পদ্ম পত্রে জল যেমন চঞ্চল, তেমনি অস্থায়ী জীবন রে ;
হও সাবধান, লভ তত্ত্ব-জ্ঞান, দেখনা শিয়রে শমন রে।
বিষয়-বাসনা ছাড়না ছাড়না, নামে রূপে প্রেমে মজনা রে ;
আসক্তি ছাড়িয়া, স্থির কর হিয়া, কিরণ তাঁহারে ভজনা রে।

২৬

সুরট-মল্লার—ঢিমা তেতালা

দিনান্তে সে অনন্তে মজনা ;
কর, ধেয়ান ধারণা,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি, যোগে-যাগে অনুরাগে সাধ সে সাধনা।
রবি-শশী-গ্রহ তারা, যাঁরে ভেবে দিশাহারা,
'অন্ত কোথা' 'অন্ত কোথা' কেহ পায়না ঠিকানা ;
শুধু সাধনে—ধ্যানে-মননে,—
তুমি, নিজগুণে সে রতনে পাবেনা পাবেনা।
ভুলোনা রে 'আপনারে' বাঁধা থাক তারে-তারে,
তাঁরে ধরে' থাক পড়ে, নৈলে কিছু হবেনা ;
বিনা করুণা,—সে ধন মিলেনা,—
ছাড় মায়ানন্দ মিছা দ্বন্দ্ব, নিত্যানন্দে ভুলোনা।
কেবল করুণা মাগি, যোগে-যাগে থাক জাগি,
আঁধার ঘরে আলো করে' সে বিহরে দেখনা ;
কর রে কিরণ—'আমি' বিসর্জ্জন,—
তুমি, তাঁর জোরে ধর তাঁরে, এই তব সাধনা।

২৭

ঝিঁঝিট—একতালা

ভজরে যজরে মজরে ওমন, দয়ালের রূপ ধেয়ানে ;
শীতল হইবে তনু-মন-প্রাণ নাম-সুধারস নিপানে।
ডুবে যাও প্রেম-পীযূষ-সায়রে, গভীর অতলে চিরদিন তরে,
রবেনা ভাবনা, রবেনা কামনা, ব্যাধি যাবে বিধি-বিধানে।
তাঁরে না পাইলে কিবা ফল বেঁচে, ভিখারীর প্রায় দ্বারে দ্বারে যেচে,
কিরণ, সে ফিরায় যারে, কে রাখিবে তারে, ষড়রিপু শর-সন্ধানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮

রামপ্রসাদী—একতালা

মন হও তাঁর অনুগত ;
অন্তরে বাহিরে যিনি নিরন্তর বিরাজিত।
তিনি অন্তরের ধন, অন্তরে রাখ গোপন,
হবে শমন চির দমন, পাবে সুখ অভাবিত।
প্রাণে-প্রাণে প্রেমোদ্যানে ফুটে সে ফুল অবিরত ;
হয়ে মালী লহ তুলি ঘ্রাণে হবে বিমোহিত।
শুনরে পাগল কিরণ, যতনেই মিলে রতন,
তাঁরে ধরে' থাক পড়ে' এড়াবে যমের গুঁতো।

২৯

ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা

মনরে, আয়ুষ্কাল পূর্ণ তোমার বল্‌রে হরিনাম ;
তাঁরে ডাক্‌লে শমন হবে দমন তিনি প্রাণারাম।
ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং হরি, বলরে বদন ভরি,
সুখে দুখে শোকে তাপে কর নাম গান ;
ঐ ছাখ, হৃদয় মাঝে ঐ বিরাজে গুপ্ত শান্তিধাম।
শয়নে কি জাগরণে, মজ মন নাম গানে,
ধন জন পরিজন স্বপন সমান ;
কিরণ, অজপ যাগে থাক জেগে জানিয়া সন্ধান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০

ইমন-কল্যাণ—আড়ঠেকা

কর নাম সার ;
হরিনাম-মালা গলে পর কণ্ঠহার।
নাম-সরে ডুবে থাক, আর কভু উঠনাকো,
নিরজনে চেয়ে দেখ, যাবে হাহাকার।
ভেসে যাও সে হিল্লোলে, ঘুমে থাক তাঁরই কোলে,
গগন ভেদিয়া কর নামের হুঙ্কার।
বলে পাগল কিরণ, কেন চোখে দুস্বপন,
সঁপে দাও তনু মন, ঘুচিবে বিকার।

৩১

কীর্ত্তন-ভাঙা—খেম্‌টা

আয় রে আয় হরি বলে', প্রেমে গলে নেচে আয় ;
ডাক্‌লে তাঁরে দয়া করে' রাখ্‌বে তোরে রাঙা পায়।
কাজ কিরে ছার বিষয় আশা, হরিপদে লওরে বাসা,
মনে কর শেষের দশা, অজানা যাবে কোথায় ;
পাগল কিরণ কি কর রে, প্রাণ সঁপে দাও রাঙা পায়।

৩২

কীর্ত্তন-ভাঙা—খয়রা

তুমি কোথা ছিলে মোরে ফেলে দয়াময় !
এতদিনে হলো মনে, আমি পাপী দুরাশয় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলে একেলা আমারে, ঘন গহন আঁধারে,
কোন্ দূরে লুকাইয়া ছিলে এবারে ;
নাথ, তোমার যে কত দয়া, দিলে ভাল পরিচয়।
পেয়ে ছ'জনার তাড়া, আমি হ'নু দিশেহারা,
বিষে বিষে প্রাণ শোষে, বিষয়ে পোড়া ;
আমি, কী জ্বালায় জ্বলে' মরি, দিনে দিনে তনু ক্ষয়।
পেয়ে একেলা সঙ্কটে, ওরা ধরেছে যে এঁটে,
ছাড়িতে চাই ছাড়া না পাই, নিল গো লুঠে' ;
খেয়ে, নাড়া-চাড়া হ'নু সারা, পোড়া প্রাণে কত সয়।
আর রেখোনা তিমিরে, এস হিয়ার কুটিরে,
আমি একা দাও দেখা চিত্ত-মন্দিরে ;
দেখ, কিরণ চাঁদে বেড়ায় কেঁদে, এত কি কাঁদাতে হয়।

৩৩

কাফি—একতালা

প্রাণ মাঝে তুমি হাসিছ খেলিছ, তথাপি দেখিতে পাইনা ;
নয়নে নয়নে রয়েছ গোপনে, তথাপি নয়ন জানেনা।
কামনার বশে ছুটি দেশে-দেশে, তথাপি কামনা মিটেনা ;
পাপ-তাপ-মোহে এ জীবন দহে, না-ফুরালো মম বাসনা।
তোমারে ছাড়িয়া চলেছি ছুটিয়া, কোথা যাই তাতো জানিনা ;
কতদিন আর রবে এ আঁধার, আরতো যাতনা সহেনা।
পরাণের তারে বাঁধিব তোমারে, ভুলিয়া অতীত বেদনা ;
আজি এ কিরণ হবে তব দাস, তা'হলে যাতনা রবেনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—পোস্ত

জেনেছি হে তুমি প্রাণের প্রাণ।
প্রাণ ছাড়া দেহ লয়ে, কী ফল-বা বৃথা বয়ে,
হে সর্ব্বস্ব, লহ মোর সরবস্ব দান ;
দাঁড়ায়ে কিরণ দ্বারে, করোনা হে প্রত্যাখ্যান।

৩৫

শঙ্করা—আড়াঠেকা

আমি সন্তান তব সন্তান তব,
হে পিতা রাজাধিরাজ হে ;
শ্রীচরণে কিরণ, দেহ-প্রাণ-মন
করে নিবেদন আজ হে।

৩৬

সুরট-মল্লার—একতালা

কত ভালবাস ওহে জগদীশ, দুখী-তাপী যত নর-নারীগণে ;
মনে হলে তব করুণা-বৈভব, প্রেম-ধারা মম ঝরে দু'নয়নে।
তব পদে কত অপরাধী মোরা, তথাপি বিতরো করুণার ধারা,
তব সম আর মহিমা কাহার, প্রকাশিছ কত-মতে অকারণে।
দেখিলে আমার সজল নয়ন, মুছে দাও তুমি করিয়া যতন,
প্রাণ মাঝে বল আশার বচন, কত শান্তি পাই শুনিয়া শ্রবণে।
কার এত দয়া তোমার সমান, তুমি দয়াময় করুণা-নিধান,
এই আশা মনে, অধম কিরণে, ঠাঁই দেহ নাথ রাতুল চরণে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৭

ইমন-জংলা—ঝাঁপ

বন্দে বিঘ্নরাজ বিঘ্নহারী বিণায়ক ;
বজ্রতুণ্ড বিঘ্নপতি বিঘ্নেশ বিঘ্ননায়ক।
গজদন্ত গজমুখ, গণপতি গণাধিপ,
গজানন গণনাথ, গণেশ গণনায়ক।
একদন্ত সদাদন, সেবক-সাধ-সাধন,
লম্বোদর হেরম্ব হে, কিরণ-সিদ্ধিদায়ক।

৩৮

মূলতান—মধ্যমান

মহাদেব মহেশ্বর শিব মৃত্যুঞ্জয় ;
শঙ্কর ঈশান শূলী জটাধর জয়।
কামধ্বংসী তমোনাশ, আশুতোষ কৃত্তিবাস,
চন্দ্রমৌলী যোগেশ্বর কিরণ-আশ্রয়।

৩৯

লুম-ঝিঁঝিট—একতালা

ভূতভাবন বিশ্বপাবন বঞ্চক-ত্রাস-কারী হে ;
অগ্নি-ভালক জীব-পালক অস্থি-মালক-ধারী হে।
শ্মশানে ভ্রমণ শ্মশান-ভোলা, হাড়-মাল-গল-দুদোল-দোলা,
সর্প-খেল দর্প-দল কলুষ-মল-হারী হে।
কিরণ পাগল চরণ লাগি, চিরদিন রহ পরাণে জাগি,
প্রমথ-পাল পরম-ভিখারী জটাধারী যোগচারী হে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪০

বিভাস—আড়াঠেকা

নমস্তে গিরীশ ঈশ আশুতোষ মহেশ্বর ;
শিব শম্ভু পশুপতি শঙ্কর ঈশ্বর হর।
নমো ভব ভীমরুদ্র, মৃঢ় ত্রিলোচন উগ্র,
দেব ব্যোমকেশ ভর্গ, মৃত্যুঞ্জয় স্মরহর।
শিব-শিব-শিব মন্ত্র, বেদ-গোপ্য সার-তন্ত্র,
জপ সদা জিহ্বা-যন্ত্র, শূলী শ্রীকণ্ঠ ;
মহাকাল বামদেব, শিতিকণ্ঠ মহাদেব,
প্রমথেশ দেবদেব, সেবক অশিব হর।
ফণামাল-দল-দোলা, ভূতেশ শ্মশানে চলা,
পাগল বিভোল ভোলা, চন্দ্রশেখর ;
আশুতোষ আশু তোষ, পূরাও মানস-আশ,
কিরণ-বাসনা নাশ, কৃত্তিবাস পাশ হর।

৪১

বেহাগ—একতালা

শুন দাসের মিনতি ;

এসে তব দ্বারে কেহ তো না ফিরে, সুধু কি আমারে দিবে এ দুর্গতি।
হৃদি মাঝে গাঁথা কি লুকানো ব্যথা, শুন সেই কথা পশুপতি!
ছ'টা পশু জুটে, সব নিল লুটে, বসে' ভাঙা ঘাটে ভাবি দিবা-রাতি।
যে আসে কাশীতে, বিজ্ঞান-অসিতে পারে সে নাশিতে দুরমতি ;
হয়ে জরজর-কাঁপি থর থর, ধর ধরাধর, হর হে কুমতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলোনা হলোনা তব উপাসনা, গেল না গেল না তমো-মতি ;
নাশ মোহ-পাশ ওহে কৃত্তিবাস, ক্ষম তমো-ফাঁস, তমো-অধীপতি !
জান তো আমার হৃদয় বিকার, কেন হাহাকার দিবারাতি ;
আছো ভাঙ্ খেয়ে, দেখ না কো চেয়ে, কত ভয়ে ভয়ে কাঁদি নিতিনিতি।
বড় আশা ভরে তোমার দুয়ারে এসেছি কাতরে মূঢ়মতি ;
কিরণে ভুলো না, চরণে ঠেলো না, আর কাঁদায়ো না ওহে উমাপতি!

৪২

মুলতান—একতালা

আমার, হলোনা হলোনা হলোনা জননি, কিছুই তো করা হলো না ;
কেন ভবে এ'নু, কোথা যাব চলে', কেমনে বুঝিব বলনা।
জগতের কাজে নারিনু মিলিতে, সাধিতে মধুর সাধনা ;
দুখীর লাগিয়া কাঁদিলনা হিয়া, এ কেমন ঘুম ছাড়ে না।
কামনার বশে ছুটি দশদিশে, তবু তো কামনা মিটে না ;
একে একে হায়, যত দিন যায়, তত জাগে নব বাসনা।
ক্ষণেকের তরে, জননি তোমারে, কেন ডাকিবারে পারি না ;
যদি ধ্যানে বসি, বিভীষিকা রাশি, শ্বাসে শ্বাসে পশে কল্পনা।
দানবের মত রিপুকুল যত, কেহ তো আমারে মানে না ;
তারা ছুটে' যায়, নিতি নব চায়, এ কেমন হায়, ছলনা।
কি করিতে এসে কি করিনু ভুলে', বাসনা-সাধ মিটিলনা ;
কেন হলো প্রাণ পাষাণ সমান, এক বিন্দু বারি ঝরে না।
বহাও নির্ঝর করুণার ধারা, নহিলে পাষাণ গলে না ;
বিশ্বের দুয়ারে দাও দাস্য মোরে, কিরণে কর গো করুণা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৩

রামপ্রসাদী—একতালা

বল্ তারা কি অপরাধে ;
ফে'লে, অকূল ভব-সাগরে, যাতনা দিস্ পদে-পদে।
রচিয়া ভৌতিক দেহ কেন পাঠালি জগতে ;
বল্ মা তারা, কোন্-বা দোষে দোষী আমি ঐ শ্রীপদে ;
কুলাল-চক্রের মত, মায়া-চক্র শত-শত,
ঘুরাইছ অবিরত, আর নাহি সহে হৃদে।
এ তিমিরে সকাতরে, ডাকি তোরে উচ্চ-স্বরে,
কত স'ব ওমা ভব, কাতরে কিরণ কাঁদে।

৪৪

দেশ-মিশ্র—একতালা

বলনা বলনা ওমা শবাসনা, বাসনা ঘুচিবে কবে ;
কিঙ্করে কর করুণা, করুণাময়ী এবে।
কোথা মা, কোথা মা, কোথা মা, তারিণী ॥
অহং মমানল বিষম প্রবল, জ্বলে' গেল হিয়াখানি,
ত্রিগুণ জড়িত ত্রিদোষ মিলিত ত্রিতাপ তাপিত আমি ;
কোথায় দৈন্যহারিণী, দর্প-দানব-দলনী,
কিরণ চরণ পাবে কবে ; কবে মম এ তম যাবে।
কোথা মা, কোথা মা, কোথা মা তারিণী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৫

সুরট-মল্লার—একতালা

এবা কোন্ রথী, করে' দিলি সাথী, ওমা ব্রহ্মময়ী, তাই তো সুধাই ;
শুন গো জননী, কি দিবা-রজনী, থাকে কাছে কাছে, তিল ছাড়া নাই।
তোর নাম গাব মনে ভাবি যদি, এ বিষম সাথী হয় তাহে বাদী,
কত যে বুঝাই, পায়ে ধরে' কাঁদি, তবু তো অবুঝ বুঝিবেনা ছাই।
যত রিপু আছে জীবন-যুদ্ধেতে, তার মাঝে দেখি আগে আগে যেতে,
দেখে' সর্দারী, বড় ভয়ে মরি, কেমনে লভিব ঠাঁই ;
শুনি তোর কাছে আছে জ্ঞান-অসি, সে অসি আমারে দে' না সর্ব্বনাশী,
হয়ে উগ্রচণ্ড, মারিয়া পাষণ্ড, মনের আনন্দে বগল বাজাই।
দয়াহীনা তুই, দিয়ে হেন সঙ্গ, দাঁড়ায়ে অদূরে দেখিতেছ রঙ্গ,
তোর ব্যবহারে জ্বলে' যায় অঙ্গ, এ সঙ্গ আমি না চাই ;
কিরণ বলে মা, যদি সঙ্গ দোষে, জীবনের পথে ভুলে' যাই দিশে,
দিয়ো পথ বলে' সে সময় এসে, দোহাই দোহাই ভাণ্ডোরের দোহাই।

৪৬

বাউলের সুর—একতালা

মা-মা বলে' ডাকি তাই ;
আমি অবোধ ছেলে, অভয় কোলে দাও গো ঠাঁই।
তোমার, নামের গুণে শুদ্ধ মনে পাপীগণে তরে' যায় ;
—তুমি মা দীন-দয়াময়ী—
নামে, আঁধার টুটে আলোক ফুটে, ঘুচে যায় আপদ-বালাই।
শুনি সাধু মুখে, তোমায় দেখে' সাধক সুখে রয় সদাই ;
—ওমা সাধক-সাধ-সাধিনী—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনে আশার বাণী তাই তো আমি তব দরশন চাই।
বড় সাধ মনে, তোমা-ধনে হৃদয়-আসনে বসাই ;
—আমার সকল ধনের সার তুমি মা—
চিরদিনের তরে প্রেম-সাগরে মগন হইতে চাই।
—সাঁতার ভুলে গিয়ে—
আমার, বিবেক বুদ্ধি চিত্ত শুদ্ধি নিজের যে কিছুই নাই ;
—ওমা, দীনদাস কাঙাল আমি—
তুমি নিজ গুণে এ অধমে, তরায়ে দাও পদে ঠাঁই।
তোমার পেয়ে সাড়া খেয়ে তাড়া কবে-বা জাগিব হায় ;
—আমার গোণা দিন ফুরায়ে এলো—
তোমার চরণ-রজে প্রেম-সরোজে, জুড়াব তাপিত হিয়ায়।
কবে, মায়ার বেড়ি মোহের দড়ি ছিঁড়িব মা ভাবি তাই ;
—কবে নরক-জ্বালা ঘুচে যাবে—
ছেড়ে, এ আসক্তি, শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিবে মা তব পায়।
আমার দিনে-দিনে দিন ফুরালো, কাঁপি শমন-শঙ্কায় ;
—ওমা শমন-ভয়হারিণী—
আর, তোমা বিনা দিন চলে না, বাসনা মিটেনা হায়।
—তোমায় না পাইলে—
তুমি, জান তো সব, মহিষের রব শুনিয়া পেয়েছি ভয় ;
—ওমা মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গে—
করে' 'আমি' 'আমার' দিন তো কাবার, মোহের বিকার বিষম দায়।
হৃদি-পদ্মাসনে কমল বনে তোমারে মা দেখ্‌তে চাই ;
—তুমি হৃদয়ানন্দদায়িনী—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে' সকল সমান মান-অপমান সমাধান হইয়া যাই।
—বড় সাধ মনে—
বলে কিরণচাঁদে স্নেহের ফাঁদে বেঁধে রাখ্-না মা আমায়;
—আমি তোর চরণে বিকাতে চাই—
আমি অবোধ ছেলে, নে'মা কোলে, ভুক্তি-মুক্তি নাহি চাই।
—পদে ভক্তি ছাড়া—

৪৭

সিন্ধু কাফি—মধ্যমান

এত যদি তোর মনে মা, কে আসিতে বলেছিলো;
হাসিভরা পরাণ আমার, আঁধার মাঝে ডুবে রইলো।
ছেলে বলে' নিয়ে কোলে, কেন পুন দিলি ঠেলে,
না-জানি কি কর্ম্মফলে, চেনা পথ হারায়ে গেলো।
আবার এসে হাসি মুখে, তুলে নে' মা স্নিগ্ধ বুকে,
কিরণ ছড়ায়ে দিয়ে, জ্বেলে দে' না প্রাণের আলো।

৪৮

খট্-ভৈরবী—একতালা

ওগো মা, রাখ দাসে শ্রীচরণে;
আমি, লব তব নাম, গাব অবিরাম, লভিব সে ধাম বাসনা মনে।
তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-সাগরে, ঝাঁপ দিনু আমি অকূল পাথারে,
হয়ে আতঙ্কিত, যদি ডুবি মাতঃ, কলঙ্ক রহিবে অকলঙ্ক নামে।
প্রেম-অগ্নিমন্ত্রে হয়েছি দীক্ষিত, জীবন সংগ্রামে কেন হব ভীত,
উড়ায়ে নিশান, কাঁপায়ে বিমান, গাব তব নাম অবিরাম মনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তব নামে প্রাণ দাও মাতাইয়া, তব প্রেমে মোরে দাও নাচাইয়া,
দোহাই তোমার, কাঙাল বলিয়া ভুলোনা জননি, পাগল কিরণে।

৪৯

সুরট মল্লার—ঝাঁপ

দয়া করে' ঘুচায়ে দে' এ আঁধার ;
—প্রাণে হাহাকার, ডাকি বারবার,—
শুনে তো না শুনিস্ কানে, ধারিস্ না কি কোনই ধার।
শুনি, তোর এ নামের দোহাই দিয়ে, সদানন্দে সারি গেয়ে,
বাদামে উজান বেয়ে, কত যাত্রী হলো পার ;
শুধু, আমার বেলা আটাআটি, নানা বিধি খুঁটিনাটি,
তাই দেখে দিয়েছি ভাটি, উজাতে না পারি আর।
বল্ মা, এম্‌নি করে' দিন কি যাবে, মনের আশা মনে রবে,
সারাদিন কাঁদিতে হবে, ঘুচিবে না হাহাকার ;
খেয়েছিস্ কি কানের মাথা, ডাকিলে তাই কোস্‌নে কথা,
মুছে দে' মা প্রাণের ব্যথা, খুলে দে' করুণার দ্বার।
আমি, ডাকার মত ডাক্‌তে নারি, তাই কি গো তোর মুখটি ভারি,
ছেলের উপর মায়া ছাড়ি, তোর মত কে আছে আর ;
জানি তুই পাষাণের মেয়ে, দেখিস্‌না কো একবার চেয়ে,
কাঁদি আমি শমন ভয়ে, কিরণচাঁদে কর্ মা পার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫০

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ

মা হয়ে তোর এত গরব পাষাণী ;
—জানি ভাল জানি, তুই যে পাষাণী—
নৈলে, কে কোথা সন্তানে ফে'লে লুকায়ে থাকে এমনি।
আমি, ডাক্‌বোনা আর 'মা-মা' বলে, বস্‌বো না তো চরণ তলে,
পূজবো না আর শতদলে রাঙা চরণ দুখানি ;
যার কখনো থাকেনা মা, সে ছেলে কি আর বাঁচেনা,
তবে কি ভয় দেখাবি মা, ডরাই না চোখ্‌-রাঙাণী।
আমি, জানি তোর ক্ষমতা বড়, জঠরজ্বালা দিতে পারো,
বারেবারে ঘুরায়ে মারো, দয়াহীনা রমণী ;
ডাকিলে তো কোস্‌নে কথা, কতই যেন ব্যস্ত সদা,
তোর বুকে মা নাই কি ব্যথা, কেমন ধারা জননী।
শুনি, ভক্তিতে তুই থাকিস্‌ বাঁধা, তাই শুনে যে লাগে ধাঁধা,
দূর করে দে' মনের আঁধা, সত্য কথা বল্‌ শুনি ;
কে কোথা জননী হয়ে, ছেলের ভক্তি দেখে চেয়ে,
কাঁদিলে মা, 'মা—মা' কয়ে, কাছে যায় মা অমনি।
আমি, জানিনা কো ভক্তি-প্রীতি, বল্‌ আমার কি হবে গতি,
সাধন-পথে নাই তো রতি, ডাকৃতে তোরে না-জানি ;
আশা করে' এসেছি চলে, ধূলা ঝেড়ে নে' মা কোলে,
কাঙাল কিরণ ফিরে গেলে, কলঙ্ক হবে জননি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫১

বাউলের সুর—একতালা

মন কেন চরণ ছাড়া ;
ঐ স্থাখ্ দ্বিদল-দলে রঙ্ মহলে বিহরে সারাৎসারা।
ও-মন, ছেড়ে ছলা মনের মলা ধুয়ে নিয়ে হও খাড়া ;
—দিন থাকিতে চল্‌রে ঘাটে—
ছেড়ে, আনন্দ-খেদ ভেদ কি অভেদ, স্থির কর নয়ন-তারা।
—সমাধি ধ্যানে—
ও-মন, ভবের খেলা মায়ার মেলা, বিষয়ে বিষ পোড়া ;
—কেউ তো সাথী হবে না রে—
তোর, 'আমি—আমার' মোহের বিকার, অসার এ প্রাণের দারা।
—ধন-জন মিছে—
পেয়ে, এমন জনম, ধরম-করম সকল যে হলি হারা ;
—কেন ভূতের বোঝা বয়ে মর—
মজে' অসার ধনে প্রলোভনে, গোলাম-গিরির মহড়া।
—দিচ্ছ—
ঐ দেখ, হৃদয় ছেয়ে নহর বেয়ে বইছে রে প্রেমের ধারা ;
—আগুন-রবি-চাঁদের জোরে—
কুল-কুণ্ডলিণী মহারাণী জেগে আছে পাহারা।
—খুলে পাঁচের ঘোলা—
তুই, সহস্রারে সে নহরে ডুবে' যা' কপাল-পোড়া ;
—মনের ময়লা-মাটি ধুয়ে যাবে—
বসে' যোগাসনে স্থির নয়নে নেহারো যুগল ধারা।
—ভুবন পাশরিয়া—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ দেখ, প্রাণের তারে হৃদয় বেড়ে পড়্‌লো আনন্দের সাড়া ;
—খুলে গেল বন্ধ কপাট—
বলে, পাগল কিরণ, সাধ সে ধন, হয়োনা দিশেহারা।
—সংসারের পথে—

৫২

ললিত-বিভাস—ঝাঁপ

এ অশিব নাশ শিব দেহ শিব-বিমোহিনী ;
অশিবনাশিনী মাগো, শিব-শিববিধায়িণী।
পড়েছি ভব-অশিবে ও মা শিব-দারা,
রবিসুত ভয়াবেশে ভেবে তনু সারা ;
নাশ ত্রাস ভব-পাশ মানস-শিবদায়িণী।
শিবে শিবা-সংযমনে, কুণ্ডলিনী জাগরণে,
বসাইয়া রত্নাসনে হের রে প্রাণে ;
আস্তে প্রদানহ আদ্য, স্বাধিষ্ঠান পাদ্য,
আত্মবিজ্ঞান নৈবেদ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বধ্য ;
বাজে অনাহত বাদ্য, সিদ্ধবিদ্যা শিবরাণী।
সুরাসুর সুসেবিত, মহেশ্বর প্রপূজিত,
ষড়বর্গ স্বর্গমার্গ অপবর্গ গো ;
আধারে আধার হতে, শিব-সন্ধি তা'তে,
চিন্ত সেই ব্রহ্মময়ী সদা মানসেতে ;
এ কিরণে নে' চরণে যোগমায়া নারায়ণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৩

ললিত-বিভাস—ঝাঁপ

অকলঙ্ক শশীমুখী রণমাঝে বিহরে কে ;
হেরি ঘন তনু শ্যাম, ভয়ে অতনু চমকে।
ঘোর ঘটা কান্তি-ছটা ব্রহ্মকটা ঠেকেছে,
রূপসী ষোড়শী শশী এলোকেশী নাচিছে ;
অট্টহাসে মৃদুভাষে, ঈশ ত্রাসে নিরখে।
ইন্দিবর নিন্দি কান্তি, দেখিলে উপজে ভ্রান্তি,
নোলকে ঝলকে মরি সৌদামিনী ;
ঢলিয়া ঢলিয়া চলে বিকট মহারোলে,
মগন জঘনে কাম হেরিতে প্রাণ গলে ;
মুখে ঝালা সুধা ঢালা কুলবালা আ-মরি কে।
কে নারী চিনিতে নারি, গলে মুণ্ড সারি সারি,
কটিতটে কর-শ্রেণী রুধির ক্ষরে ;
বিবসনা শবাসনা দানব-দৈত্য দলে,
কি কর কিরণ বসি, দাও রে পরাণ ঢেলে ;
যাবে তম পাবে জ্ঞান, থাকিবে নিবিড় সুখে।

৫৪

সুরট-মল্লার—একতালা

নিজ পতি বক্ষে করে' পদ রক্ষা, দিলি ভাল শিক্ষা দক্ষের ঝিয়ারী ;
দেখে' তোর কাণ্ড চমকে ব্রহ্মাণ্ড, কী তাণ্ডব নৃত্য ভীমা-চণ্ডেশ্বরী।
পতি নিন্দা শুনি ত্যেজেছিলি প্রাণ, দেখালি জগতে ভাল সে প্রমাণ,
করে ভীমা অসি, হয়ে এলোকেশী, অট্ট-অট্ট হাসি পতি-বক্ষ 'পরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গলে দোলে তোর নর-মুণ্ডমালা, নয়নে ভীষণ কী কালাগ্নি ঢালা,
পাষণ্ড-অসুর করিতেছ চুর, লোল-জিহ্বা ভয়ঙ্করী ;
উলঙ্গিনী মাগী লাজের মাথা খেয়ে, কেমনে বিবসা রহিলি দাঁড়ায়ে,
তোর ব্যবহারে, ত্যাখ্‌না মা চেয়ে, পদতলে শুয়ে হাসে ত্রিপুরারি।
শুনি তুই নাকি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী, তবে কেন মিছে এ সংহার মূর্ত্তি,
অঙ্গুলি হেলায় সৃষ্টি স্থিতি লয় যে করে কে তার অরি ;
এ কেমন খেলা কভু তো শুনিনি, মহেশের বুকে মহেশ-ঘরণী,
যেমন তর ইনি তেম্‌নি ধারা তিনি খ্যাপা-খ্যাপীর খেলা কি বুঝিতে পারি।
সন্তানের লাগি কী ধন রাখিলি, ছিল যে চরণ তাও সঁপে দিলি,
ছেলের বেদনা কিছু না বুঝিলি, এ কেমন ভেবে মরি ;
কিরণ বলে আমার নাই অনুরাগ, ভুলায়ে রেখোনা দিয়ে যোগ-যাগ,
ধুয়ে দে' বুকের এ সঞ্চিত দাগ, রাগের ঘরে আমার হয়না যেন চুরি।

৫৫

সুরট-মল্লার—একতালা

ওরে ভ্রান্ত মন, শ্যামা আরাধন কর্‌বে বলে' তোমার বড় আশা মনে ;
এ যে রে দুরাশা ওরে সর্ব্বনাশা, পঙ্গু হয়ে সাধ হিমাদ্রী লঙ্ঘনে।
ত্রিভুবন যাঁর অচিন্ত্য বিভূতি, রবি-শশী যাঁর নখরের জ্যোতি,
বিরিঞ্চি আরাধ্য, সিদ্ধেশ্বর সাধ্য, বাধ্য কর্‌তে চাও ছাগের হননে।
রাজ-রাজেশ্বরীর বিপুল ভাণ্ডার, তাঁর কণা পেয়ে সেজেছে সংসার,
এ যে দেখি মূঢ় কি ভ্রান্তি তোমার, কোন্ অলঙ্কারে সাজাবে সে ধনে।
যিনি অন্নদাত্রী কর্ত্রী ত্রিসংসারে, অকাতরে অন্ন দিছেন সবারে,
আল-চাল দিয়ে, নৈবেদ্য সাজায়ে, খাওয়াইতে চাও তাঁরেই যতনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে চরণ বুকে দিবারাতি রাখি, ধ্যান ধরি তবু পায়না পিনাকী,
কোন্ পুণ্য ফলে সেই পদতলে ঠাঁই পেতে চাও হেন অসাধনে।
কিরণের মূঢ় মন দুরাচার, এক পথ আছে কর তা' বিচার,
অজপার যাগে থাক সদা জেগে, তবে যদি দয়া হয় কোনো ক্ষণে।

৫৬

ঝিঁঝিট-মল্লার—একতালা

পতিতপাবনী লোক মুখে শুনি, তাই আশা করে' এসেছি দুয়ারে ;
দেখো ফিরায়োনা ওমা ত্রিনয়না, চরণে ঠেলোনা এ পাপী জনারে।
কেন ছেড়ে দিলে জগতের ধূলে, কি করিতে এসে কি করিনু ভুলে,
ভেবে প্রাণ কাঁপে শমনের দাপে, তাই সকাতরে ডাকি মা তোমারে।
এ সংসারে সং সাজা হলো সার, আর তো সহেনা বিষম এ ভার,
ভূতের এ বোঝা, কী ভীষণ সাজা, তোর বোঝা মা গো ফিরে নে' এবারে।
পদে-পদে আমি কত অপরাধী, জান তো সকলি কেন এত কাঁদি,
তোর শুভ বাণী শুনিনি জননী, ক্ষমো ক্ষেমঙ্করী অবোধ আমারে।
পাপে তাপে কাঁদি শোকাকুল মনে, ডেকে নে মা তোর অভয় চরণে,
কিরণে তারো মা দয়ার কিরণে, সহেনা এ আসা-যাওয়া বারেবারে।

৫৭

সুরট-মল্লার—একতালা

খেলা সাঙ্গ করে' এসেছি মা ঘরে, কোলে নে' জননি, এ শ্রান্ত সন্তানে ;
সারাদিন খেলে' ছিলেম তোরে ভুলে', ঘরের কথা আর পড়ে নাই মনে।
ছিনু তোর কোলে হয়ে আত্মভোলা, ছিলনা আপন অস্তিত্বের জ্বালা,
হলো তোর সাধ খেলিতে কি খেলা, ছেড়ে দিলি তাই সংসার-কাননে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেড়ে তোর কোল যবে সকাল বেলা, মাতিয়া আনন্দে আরম্ভিনু খেলা,
সারা গায়ে মেখে কত মাটি-ধূলা, নেচে খেলা সঙ্গী সনে ;
মধ্যাহ্নের রবি গগনে উদিল, তবু তো আমার খেলা না ফুরালো,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে' কাটাইনু খেলে', এত ডাক তোর না তুলিনু কানে।
খেলিতে খেলিতে অপরাহ্ণ এলো, ক্ষুধার জ্বালায় একবার তোরে মনে পলো,
সে ক্ষুধা সামান্য, না করিনু গণ্য, পুন মেতে খেলা বনে ;
এ কি খেলা দিয়ে ভুলাইলি মোরে, রাখিলি অজ্ঞানে মায়া-মুগ্ধ করে',
ত্রিকাল বিগত মোহ-মদ-ঘোরে, ক্ষণতরে তোরে পড়িলনা মনে।
কাল-নিশি এলো দিনমণি শেষে, তাই দেখে মা গো হারায়েছি দিশে,
চৌদিকে আঁধার, ঘোর হাহাকার, বিষম ভাবনা প্রাণে ;
সারাদিন খেলে' মোহময় খেলা, চেয়ে তো দেখিনি ফুরায়েছে বেলা,
তাই ভয়ে ভয়ে এসেছি মা ধেয়ে, টেনে লও রাঙা চরণে কিরণে।

৫৮

গৌরী—আড়খেম্‌টা

ব্রহ্মময়ীর বার লেগেছে, চল রে মন দেখিতে যাই ;
মহা-সিংহাসন তলে যার যে বাঞ্ছা মিল্‌ছে রে তাই।
যে ছিল ভব-কাণ্ডারী, সেই সেজেছে মায়ের দ্বারী,
কত দুঃখী দীন ভিকারী যাচ্ছে দিয়ে মায়ের দোহাই।
আশ্চর্য্য বিচারের বিধান, আপ্‌না হতে সব সমাধান,
জীবত্ব দিয়ে বলিদান, শিবত্ব পদ পায় সবাই।
একবার যে যায় দরবারে, আস্‌তে হয়না বারেবারে,
ভূমানন্দ পারাবারে প্রেমানন্দে ডুবে ভাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরণ চাঁদ মোর সঙ্গে যাবি, যে ফল চাইবি সে ফল পাবি,
চরণ তলে বিকাইবি, 'আমি' 'আমার' ঘুচ্‌বে বাই।

৫৯

ঝিঁঝিট মিশ্র—কাওয়ালী

কালো মেয়ে হয়ে কেন পদতলে রাঙা জবা ;
হেরিয়া রূপের মেলা লাজে মরে পূরূরবা।
ছাকিয়া ত্রিদিব-শোভা, কে সৃজিল রূপ-আভা,
সাধে কি যুগল পদ বুকে ধরে' পাগল বাবা।
জগত-মঙ্গল গাথা, কহে সদা তোরই কথা,
চরণ-কিরণে যেন ডুবে' থাকি নিশি-দিবা।

৬০

দশ অবতার

ঝিঁঝিট—একতালা

নমো নারায়ণ, সুজন পালন, দর্পী দম্ভ-দলন ;
যুগে যুগে যুগে, শ্রীমুরতি জাগে, ভুভার-হরণ কারণ।
প্রলয়-পয়োধি-পয়স সলিলে, আদি মীন তনু ধারণ ;
নমো বিচিত্র চারু চরিত্র, বেদ উদ্ধার কারণ। ১
মধুকৈটভ দানবের মেদে মদির মেদিনী গড়ন ;
হে নিরঞ্জন কূর্ম্ম-স্বরূপ, ধাত্রি-ধরণী-ধারণ। ২
শূকর-শাসিত শরীরে সহাসে, ধরণী-দশনে ভাসন ;
বিকট-দন্ত ভকত-শান্ত, হিরণ্যাক্ষ শাসন। ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃপ হিরণ্যকশিপু করালে নৃসিংহ রূপ ধারণ ;
ভৈরব-নাদ আধ-আধ-আধ, প্রহ্লাদ-সাধ-সাধন। ৪
নমো হে বামন বাল-ব্রাহ্মণ, বলী-মহীপাল ছলন ;
চরণ-নখর-নীর-বরিষণে ভুবন পাবন-কারণ। ৫
ক্ষত্রিয়-লোহ-স্রোত প্রবাহিত, বসু সিঞ্চন-কারণ ;
নমো ভৃগুপতি কুঠার হস্ত, পাতকী দুষ্ট তারণ। ৬
নমো রাম নব দূর্ব্বাদল হে, দশানন-দাপ ভঞ্জন ;
জগতের গতি, জয় সীতাপতি, সাধু-সজ্জন-রঞ্জন। ৭
জলদ-শ্যামল-সুনীলাম্বর, কটিতটে ধটী শোভন ;
সিদু-মধু-পান, মদন-মোহন, বলরাম হল-ধারণ। ৮
করুণ কোমল হৃদয় কাঁদিল, হেরি যাগে পশুঘাতন ;
অহিংসাচার বুদ্ধ-শরীর, বেদ-অপবাদ-ঘোষণ। ৯
কলি-শেষে-শেষ-শায়ী-শেষ বেশ, ম্লেচ্ছ নিধন-কারণ ;
বাহন-অশ্ব, বিকট-হাস্য, ভীষণ খড়্গ-চালন। ১০
পাগল কিরণ, মাগিছে শরণ, কোথা হে কিরণ-কিরণ ;
যুগে যুগে তুমি জাগ এ জগতে, যোগমায়া অবলম্বন।

৬১

শ্রীকৃষ্ণের নাম গান

খাম্বাজ-জংলা—লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী

জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর, জয় কৃষ্ণচন্দ্র করুণা-সাগর ;
জয় চাণুর-মর্দ্দন গিরিধারী, জয় রাধিকা-প্রাণধন মুরারী।
জয় মুকুন্দ শ্রীনন্দের নন্দন, জয় যশোদার যাদু-বাছাধন ;
উপানন্দের সুন্দর-শ্রীগোপাল, জয় রাখালের প্রাণ ব্রজলাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় সুবলের ঠাকুর-কানাই, জয় শ্রীদামের প্রাণ রাজা-ভাই ;
জয় সুদামের দারিদ্র্য-ভঞ্জন, ব্রজবাসীগণের ব্রজরঞ্জন।
জয় চিন্তামণি দেব চক্রপাণি, জয় দেবকী-নন্দন যাদুমণি ;
ননিচোরা কহে ব্রজের গোপিনী, কহে মনচোরা রাধা-বিনোদিনী।
জয় কুব্জার পাপ-পাবন-হরি, চন্দ্রাবলীর মোহন-বংশীধারী ;
জয় রসিক নাগর অনুপাম, হরি নিকুঞ্জ-বিহারী ঘনশ্যাম।
জয় গোপীমোহন কংশ-অরাতি, জয় রাধিকা-রমণ ব্রজগতি ;
কমল বরণ কমল চরণ, কমল বদন কমল নয়ন।
জয় সত্যভামার সত্যের রথী, জয় জম্বুপতি-ধন যোদ্ধাপতি ;
কণ্বমুনি রাখে নাম চক্রপাণি, বনমালি কহে কাননে হরিণী।
জয় প্রহ্লাদের নৃসিংহ-মুরারী, জয় জয় দ্বারকানাথ দৈত্যারি ;
পুরন্দর কহে দেব-শ্রীগোবিন্দ, দ্রৌপদীর দীনবন্ধু সদানন্দ।
জয় বিষ্ণু নারায়ণ দামোদর, জয় কৃষ্ণ হৃষিকেশ পীতাম্বর ;
জয় দয়াময় বিপদ-বারণ, জয় দৌপদীর লজ্জা-নিবারণ।
জয় ক্ষীরোদশায়ী কমলাপতি, জয় বিরিঞ্চি-ধন অগতির গতি ;
জয় বৈকুণ্ঠ-শোভন লোভন হে, জয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ হে।
জয় উপেন্দ্র বামন মধুরিপু, জয় বাসুদেব ত্রিবিক্রম স্বভূ ;
জয় শ্রীবৎস-লাঞ্ছন দৈত্যারি হে, জয় গদাপাণি শ্রীপতি শৌরী হে।
জয় কেশব মাধব জনার্দ্দন, জয় অচ্যুত গোবিন্দ বিশ্বক্সেন ;
গজহস্তী কহে শ্রীমধুসূদন, অজামিল কহে দেব-নারায়ণ।
জয় পশুপতি দেব-দর্পহারী, জয় সাধক-মন-মোহন-কারী ;
জয় যুধিষ্ঠির-ধন যদুবর, জয় কাঙাল-ঈশ্বর বিদুরের।
জয় সৃজন-পালন-লয়-কারী, জয় অর্জ্জুন-সারথী মুরহরি ;
জয় নারদের ভক্ত-প্রাণধন, জয় ভীষ্মের আরাধ্যনারায়ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় বিশ্বামিত্রের জগৎ-সার, জয় অহল্যার পাষাণ-উদ্ধার ;
জয় দেব-দেব জগতের হরি, জয় যোগীরাজ শাস্ত্র-সদাচারী।
জয় কাম-কল্পতরু হৃষিকেশ, পতিত-তারণ হরি পীতবেশ ;
জয় দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর, ব্রহ্ম সনাতন পরম-ঈশ্বর।
তব অন্ত না পেয়ে অনন্ত নাম, গর্গ ধ্যান-ধন কৃষ্ণধন শ্যাম ;
প্রভু অনাদি-অনন্ত-দেব তুমি, পাপ-তাপ-মোহ-বদ্ধ জীব আমি।
হরিনাম বিনে কৃষ্ণনাম বিনে, বিফলে জনম যায় দিনে-দিনে ;
গেল দিন গেল, গেল দিন গেল, রাধা-কৃষ্ণপদ ভজনা না হলো।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে ভবে এ'নু, বৃথা মায়া-পাশে আমি বদ্ধ হৈনু ;
দারা সুত পরিবার বিষময়, কেমনে পাইব সেই মধুময়।
কেমনে ভজিব কেমনে পূজিব, আমি কেমনে ভবনদী তরিব ;
যদি পেতে সাধ রাতুল চরণে, মজ নাম গানে মজ নাম গানে।
ভজ কৃষ্ণ নাম, লহ কৃষ্ণ নাম, কর কৃষ্ণ ধ্যান, মম কৃষ্ণ প্রাণ ;
দেহ রাঙা চরণ নারায়ণ হে, কিরণের তুমি তব কিরণ হে।

৬২

বন্দনা গান

মনোহরসাই—লোফা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র, জয় জয় রাধাকৃষ্ণ।
জয় জয়, বৃষভানুসুতা রাধা প্রেম-মকরন্দ।
—রাস-রসময়ী গো,—তড়িতাবরণী রাধে—
জয় জয়, শচীর দুলাল গোরা নবদ্বীপচন্দ্র।
—এবার মোরে দয়া কর গো,—অধম পতিত আমি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় জয়, গোপীনাথ মদনমোহন জয় শ্রীগোবিন্দ।
—বৃন্দাবনের ঠাকুর ঠাকুর গো,—গোপিনীমোহন শ্যাম—
জয় জয়, দ্বিভূজ মুরলিধর শ্রীসচ্চিদানন্দ।
—উপাসক-প্রাণধন গো,—প্রণব-বেষ্টিত দেব—
জয় জয়, প্রেমদাতা নিত্যানন্দ অবধূতচন্দ্র।
—দয়ালের শিরোমণি গো,—অযাচকে প্রেম যাচে—
জয় জয়, রোহিণীনন্দন বলরাম প্রেমকন্দ।
—মধু পানে মাতোয়ালা গো,—হল-মুষলধর—
জয় জয়, মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
—যে আনিল গৌরমণি গো,—গঙ্গাজল-তুলসী দিয়ে—
—কত সেধে খেদে কেঁদে গো,—জীবের দশা মলিন হেরে'—
জয় জয়, শ্রীবাস শ্রীগদাধর আদি তত্ত্ববৃন্দ।
—প্রেমিকের শিরোমণি গো,—গৌরাঙ্গ-ভকত যত—
জয় জয়, স্বরূপ শিখিমাহাতী রায় রামানন্দ।
—রসিকের শিরোমণি গো,—গৌরাঙ্গ-পার্ষদ যত—
জয় জয়, ভক্তিমতি শ্রীমাধবী রতিরস-কন্দ।
—এবার মোরে দয়া কর গো,—লীলা-অধিকারী কর—
জয় জয়, সুবল-মধুমঙ্গল আদি সখাবৃন্দ।
—এবার মোরে দয়া কর হে,—চরণে শরণ নিলাম—
জয় জয়, ললিতা-বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
—বিলাস-লালসাময়ী গো,—তোমরা লীলা-সঙ্গিনী—
জয় জয়, শ্রীরূপমঞ্জরী আদি শ্রীমঞ্জরীবৃন্দ।
—নিত্যসেবা-সম্ভোগিনী গো,—শ্রীঅষ্টমঞ্জরী-যুথ—
—আমারে চরণে রাখ গো,—অনুগতা দাসী কর—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় জয়, নবদ্বীপবাসী যত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ।
জয় জয়, বৃন্দাবনবাসী যত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ।
জয় জয়, নীলাচলবাসী যত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ।
জয় জয়, ত্রিভুবনবাসী যত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ।
—এবার মোরে দয়া কর গো,—কিরণচাঁদে কেঁদে বলে—

৬৩

মান্দ্রাজি ভজন

জয় জয় গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ;
গদাধর-আদি যত পরিকর-ভকত-পরিজন-দাস ;
গৌরহরি কৃষ্ণ-চৈতন্য, অচ্যুতানন্দ ;
বল্লভ, ভকত-প্রাণ, পণ্ডিত, প্রাণারাম, সাধক-সাধ-আনন্দ ;
ভজ গৌরাঙ্গ-চরণ মন, তিনি বিশুদ্ধ, শান্তি-নিধান,
অভয়, বিজলী-অবতার ;
জগজন-বন্দন, জগজন-রঞ্জন, পাপ-তাপ-ভঞ্জন বৈষ্ণবগণ ;
মনোময়, প্রাণময়, সুন্দর, প্রেমময়, ধ্যানময়, মধুময়,
দিগ্বিজয়, বিশ্বম্ভর, কিরণ শ্রীচরণে চির-দাস।

৬৪

ভৈঁরো—ঠুংরী

জয়, রাধে-কৃষ্ণ রাধে-কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ গাও ;
হরেকৃষ্ণ হরেরাম, নামে মন মাতাও।
নব, প্রভাত অরুণে, কিরণ তরুণে, রাধা প্রেমে ভেসে যাও ;
স্মর, মোহন মূরতি, যুগল আরতি, যদি রতি-গতি চাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিবা, মধুরিমা মাখা ত্রিভঙ্গ বাঁকা, নব-রাকা রূপ ধ্যেয়াও ;
কিবা, পীতধরা পরা, গোপী মনচোরা, চাও চাও তাঁরে চাও।
কিবা, রাধা বিনোদিনী, কণক-বরণী, সে চরণে মন দাও ;
এই, দীনহীন দাস কিরণের আশ, যুগলে আজি মিটাও।

৬৫

ভাঁয়রো—ঠুংরী

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত বল ;
প্রেমে গলে রাধা বলে' ব্রজধামে চল।
যুগল রূপে প্রেম-স্বরূপে, চিরদিন তরে গল ;
নিত্য ব্রজপুরে সেবা অধিকারে, সখী-অনুগত হয়ে চল।
চিত্ত-বিনোদন মদন-মোহন, কেন কেন তাঁরে ভুল ;
যুগলের লাগি, যোগে-যাগে জাগি, রহ রসে ঢল ঢল।
ভয় কি ভাবনা অসার কামনা, রাধা নামে দূরে গেল ;
শ্রীনন্দনন্দন কিরণ-কিরণ, জাননা কি রে পাগল।

৬৬

ভাঁয়রো—ঠুংরী

রাধিকা-রমণ গোপিনী-মোহন, শমন-দমন-কারী ;
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যশোদা-জীবন, বিজন-বিপিন-চারী।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ ধন্য, জীব অচৈতন্য হেরি ;
আঁধার নাশিল, রবি প্রকাশিল, কলুষ-তমস-হারী।
রজনী পোহালো গা তোল গা তোল, গৌরহরি বল হরি ;
ভানুর কিরণে সে প্রেম রতনে, রাখ রে যতনে ধরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় মহাদেব মহাবিষ্ণু-রূপ, নাড়া শ্রী অদ্বৈত পুরী ;
জীবের লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, যে আনিল গৌর-হরি।
জয় গুরুদেব পতিত-বান্ধব, তমো-পরাভব-কারী ;
কিরণ-কিরণ অখিল-তারণ, নাম-ব্রহ্ম-রূপ-ধারী।

৬৭

চতুর্ব্বিংশ নাম কীর্ত্তন

ভঁায়রো—ঠুংরী

জয় বাসুদেব অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণ।
জয় অধোক্ষজ পদ্মনাভ অচ্যুত জনার্দ্দন ॥
জয় বিষ্ণু ত্রিবিক্রম জয় পুরুষোত্তম বামন।
জয় হৃষীকেশ কেশব জয় মাধব মধুসূদন ॥
জয় দামোদর শ্রীধর জয় নৃসিংহ নারায়ণ।
জয় গোবিন্দ উপেন্দ্র কৃষ্ণ হরি নাম-কীর্ত্তন ॥

৬৮

ঝিঁঝিট—একতালা

অনাদি আদি হে ইন্দ্রাবরজ, ঈশান-মানস-মোহন ;
তুমি উপেন্দ্র ঊর্দ্ধদেব হে ঋতধামা ৠ-হরণ।
‘ঌ’-কার-স্বরূপ ‘ৡ’-কারিণী-পতি, একক ঐন্দ্রি-সখা ;
ওঙ্কার-বাসী ঔষধ-স্বাদু, অংশ অঃ তুমি একা।
জয় বাসুদেব বিশ্ব পাবন, সৃজন-পালন-লয় হে ;
বিশ্ব বিকাশে আস্য-হাস্যে, বিভূতি বিশ্বময় হে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নমো দেব-দেব দেবাদিদেব হে, দারিদ্র-দুখ ভঞ্জন ;
পাগল কিরণচন্দ্র তারণ, দীনদাস শ্বাস-রঞ্জন।

৬৯

ঝিঁঝিট—একতালা

কিশোরী-মোহন, কামনার ধন, কাতরে করুণাকারী ;
কালিয়-দমন, কেশী-নিসূদন, কৃষ্ণ-কালী হে কংসারি।
রসিক-রস-রাসবিহারী, রসিকা-রাধিকা-রমণ হরি ;
রসের শেখর, রসিক নাগর, রমণী-হৃদয়-চারী।
নন্দের নন্দন নিখিল-কারণ, নায়িকা-নায়ক নন্দক-ধারণ ;
নরক-ত্রাস, নারকী-ফাঁস, নাগর-নগর-নাগরী।
দীন দাসে দাস্য দাও দাও দান, পাগল পরাণে পাত প্রেম ফান ;
কিরণচন্দ্রে করুণা সিঞ্চি, কিঙ্কর কর হে হরি।

৭০

দেশ-মিশ্র—একতালা

গোপিনী-মোহন, রাধিকা-রমণ, রসময় রাসবিহারী ;
ভকত-প্রণত-ক্লেশনাশায়, পরমেশ্বর ভিখারী।
জয় রাধে শ্রীরাধে জয় রাধে গোবিন্দ ॥
পরম-পুরুষ দেবাদিদেব হে, সেবক-সেব্য-শোভন,
কলুষ-ত্রাস কৃতান্ত-ফাঁস, বাসনা-বিলাস-নাশন ;
হে বৃন্দাবন-জীবন, কাঙাল কিরণ-কিরণ,
সাধকের সাধন মুরারী ;—জয় হে যুগল মাধুরী।
জয় রাধে শ্রীরাধে জয় রাধে গোবিন্দ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭১

কীর্ত্তন-ভাঙা—একতালা

শ্রীহরি বলে', দু'বাহু তুলে', চলরে ব্রজে চলে' যাই ;
হরি বোল, হরি বোল,—এমন মধুমাখা নাম হতে নাই।
—হরি নামের মত—গৌর নামের মত—
—কৃষ্ণ নামের মত—রাধা নামের মত—
আহা মরি হরি নাম নাহিকো তুলনা ;
হরি বলে যাব চলে কি আর ভাবনা।
দোমে দোমে জপ মন পেয়েছ যে নাম ;
অজপার যাগে সাধ নেহারিয়া ঠাম।
বিষয়-বাসনা যত জলবিম্ব-প্রায় ;
এই ফোটে এই পুন মিলাইয়া যায়।
ধন-দারা-পরিজন কিছুই না রবে ;
কি জানি দু'দিন বাদে কোথা যেতে হবে।
জগাই মাধাই নাচে মধুময় নামে ;
ঘুচিবে ত্রিতাপ জ্বালা মজ নাম গানে।
ব্রজের রতন জয় ত্রিভঙ্গিম-ঠাম ;
কিরণ মজরে রূপে চল শান্তি-ধাম।

৭২

খাম্বাজ-বাহার—একতালা

ছাড়রে কামনা, বিষয় বাসনা, হরেকৃষ্ণ হরি বলনা ;
যদি, পায়িতে সাধ চিতে,—তবে, সাধ সে মধুর সাধনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসেছ এ ভবে তাঁহারে ডাকিতে, নির্ব্বেদ সমাধি সাযুজ্য লভিতে ;
কি ছলে, বিফলে,—
কেন, ভুলিয়া সে ধনে, বসিয়া বিমনে, দেখ শমনে ;
নাম-সুধা-রসে ডুবে থাক না।
—কিরণ বিথারিয়া—

৭৩

খাম্বাজ-জংলা—লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী

জীবন যৌবন, দারা পরিজন, যত ধন জন, সকলি অসার ;
স্বপনের মত, ভাই বন্ধু যত, সব হবে গত, যা' আছে তোমার।
ত্যজ মোহ মায়া, কর জীবে দয়া, শ্মশানেতে কায়া, হবে ছারখার ;
কর নাম গান, কর নাম গান, কর নাম গান, হরিনাম সার।
হরেকৃষ্ণ নাম, বল অবিরাম, হের চারু ঠাম, ধ্যানে অনিবার ;
কিরণ-কিরণ, কিরণ-তারণ, কিরণ-পাবন, রতন আমার।

৭৪

খাম্বাজ-জংলা—লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী

হরেকৃষ্ণ সাধ, মধুর সাধনা, অন্য বোল গোল, হরিবোল বিনা ;
ভুলে কুলমান, হও সমাধান, কর নাম গান, ধেয়ান-ধারণা।
কাম তিমিঙ্গিলে, যেন নাহি গিলে, কাঁদ হরি বলে, রবে না কামনা ;
কাম অভিমান, এ দুই প্রধান, কর নাম গান, তা'হলে রবেনা।
মধুর মধুর, মধুর মধুর, নাম সুমধুর, তা' কি গো জান না ;
দাও প্রাণ ঢেলে, পূত পদতলে, কিরণ পাগলে, সে নাম ভুলো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৫

মিশ্র-পঞ্চমবাহার—একতালা

কাঙালে কাঁদিছে খেদে কর হে করুণা ;
মায়া-ফাঁদে প্রাণ কাঁদে যাতনা সহেনা।
দেখিতে ও চন্দ্রানন, প্রাণ মন উচাটন,
কত দিনে হৃদি-বনে পাব তব দরশন ;
দিন গেল সন্ধ্যা হলো আশা মিটিল না।
হৃদি-বৃন্দাবনে এসো, সরোজ-আসনে বসো,
পদ্মবনে রাধা সনে নয়নে নয়নে হাসো ;
হেরি হাসি তমোরাশি রবে না রবে না।
দূরে যাবে শোক জ্বালা, ঘুচে যাবে মোহ-খেলা,
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে গুপ্ত আনন্দের মেলা ;
এই আশা চির-তৃষা বুঝি মিটিল না।
চেয়ে দেখ প্রাণেশ হে, মরি তোমার বিরহে,
হুতাশনে মনাগুনে কিরণ-জীবন দহে ;
যদি মরি জগ ভরি ও-নাম লবেনা।

৭৬

বেহাগ-মিশ্র—একতালা

ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে, মাথা মুড়াইয়ে, কবে বা সে দেশে যাব ;
হৃদয়-রতনে, প্রেমের নয়নে, হৃদয়ে দেখিতে পাব।
সার হবে কবে করোয়া-কৌপিন, কবে মুছে যাবে বিষয়ের চিন,
মধু বৃন্দাবনে, ঘুরি বনে বনে, যুগল চরণ চাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরণের আশা কবে বা মিটিবে, ব্রজ-রজ কবে হৃদয়ে মাখিবে,
দিয়ে করতালি, ফিরি গলি গলি, মাধুকরী মেগে খাব।

৭৭

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ

কবে আমি যাব শ্রীবৃন্দাবনে ;
শ্রীবৃন্দাবনে, যুগল সেবনে,—
আমি, কবে গিয়ে লুটাইব রাধারাণীর চরণে।
বল, কবে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, ত্রিতাপ-জ্বালা দূরে যাবে,
রাধার পায়ে প্রাণটি রবে, বেড়াব বনে বনে ;
কবে ব্রজে লুটাইব, দাসী হয়ে পদ সেবিব,
যুগল-সেবা চেয়ে লব, রূপমঞ্জরী-স্থানে।
ওগো, কবে বংশীবট-মূলে, বাজ্‌বে বেণু রাধা বলে',
কুল-শীল-লাজ ভুলে', ছুটিব বাঁশীর গানে ;
যমুনা উজান চলে', আস্‌বে শ্যামের পদতলে,
সোহাগে পড়িবে ঢলে', মিশি' জীবন-জীবনে।
কবে, বৃন্দাবনে ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি, মেগে লব মাধুকরী,
কাঁদ্‌বো রাধার নামটি স্মরি, বেদনা জানাব শ্যামে ;
শ্রীরূপ-মঞ্জরী সখি, দয়া কর কাঙাল দেখি,
পাগল কিরণ বড় দুখী, ভুলো না এ অধমে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৮

রামপ্রসাদী—একতালা

কৃষ্ণলীলা ঐ যে ঝলে ;
আমার, হৃদয়-ব্রজমণ্ডলে।
সাধনা জনক-নন্দ, নিষ্ঠা যশোমতী তলে ;
সেই, সিদ্ধ-যোগে উপভোগে, শুভক্ষণে জন্মে ছেলে।
ভ্রান্ত মন ভুলো না রে মায়া-পুতনার কোলে ;
তোর, মোহরূপী অঘ-বক, বধ কর মন অবহেলে।
আসক্তি-কালীয় নাগে ঠেলে দে'না কালের কোলে ;
তুমি, হয়ে মুক্ত অনাসক্ত ক্ষীর-ননী খাও হেলে-দুলে।
জ্ঞানরূপী বলাই দাদা, বৈরাগ্য-সখার দলে ;
সুখে, চরাও রে বাসনা-ধেনু, আনন্দ-কালিন্দী-কূলে।
শান্তি-ক্ষান্তি সখী যত করছে কেলি যোগ-সলিলে ;
তাদের, ভ্রান্তি-বসন কর হরণ বসে' কল্পতরুর-ডালে।
প্রেম-কুঞ্জে কর কেলি, লুটে' মহাভাব-দলে ;
যদি, যোগ-রাধা পড়ে বাঁধা, সেই ভরসায় কিরণ বলে।

৭৯

সুরট-মল্লার—একতালা

নীপ-তরু মূলে, ঈষৎ বামে হেলে, দাঁড়াইয়া বুঝি ঐ শ্যামরায় ;
অধরেতে বাঁশী, মৃদু মৃদু হাসি, বঙ্কিম নয়নে পথ পানে চায়।
—বুঝি মোর লাগি—
নবঘনশ্যাম অসীম মাধুরী, বয়ানে সুহাসি নয়নে চাতুরী,
কাহার লাগিয়া ব্যাকুল হইয়া, মুরলীর তানে ডাকে উভরায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পীতধড়া পরা গলে বনমালা, চরণে কালিন্দী আনন্দে বিভোলা,
শুনিয়া বাঁশরী সুখে শুকসারী, মুখোমুখী ডালে ভুলে চেয়ে রয়।
কেন গো নয়নে জাগে রূপরাশি, পরাণ মাঝারে বাজে যেন বাঁশী,
ওই শ্যাম-বাঁশী কহে মোরে হাসি, এস হে চরণে লহরে আশ্রয়।
যত আমি কাছে যাই প্রেমভরে, তত যেন বাঁশী বাজে আরো দূরে,
এত যদি মনে তবে কেন টানে, পাগল করিয়া নাচায়ে বেড়ায়।
কিরণের প্রাণে প্রণয়-কিরণে, উজলো হে বঁধু প্রেম-বিকীরণে,
বল কোন্ প্রাণে ছেড়ে তোমা ধনে, কি নিয়ে রহিব দুখের ধরায়।

৮০

রামপ্রসাদী—একতালা

আমি যুগল ভালবাসি ;
ওগো, তাইতো যুগল অভিলাষী।
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠাম, শ্রীকরে মোহন বাঁশী ;
কিবা, রাধা-রূপে আধা ঢাকা, এলায়ে চিকুর রাশি।
মধুর চাঁদিমা নিশি, মধুর জোছনা রাশি ;
কিবা, মধুর কিশোর-কিশোরী, বদনে মধুর হাসি।
যুগল শোভা মনলোভা, অমিয়া পড়িছে খসি ;
যেন, মেঘে স্থির সৌদামিনী, রূপে রূপে মিশামিশি।
ওরূপ স্বরূপ রূপ, কেবল ঐ যুগল শশী,
পাগল কিরণ বলে, সেবা মিলে, হলে' অনুগত দাসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮১

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা

শুন রসিকশেখর প্রাণ-গৌরহরি ;
আমায়, কর আপন, হে প্রাণধন, দেখাও স্বরূপ মাধুরী।
উজল রসের ঘন আবর্ত্তন,
সে যে, বিলাস-মাখা, আকাশ ঢাকা, মূরতিমোহন,—
যুগল শশী আছে নিমজ্জন ;
পাগল কিরণ চাঁদে বলে কেঁদে, ছাড় নাগর চাতুরী।

৮২

বিভাস—একতালা

বল বল কি অভাবে নদীয়ায় ঠাঁই ;
শুধিতে কিসের ঋণ হইলে নিমাই।
কোথা তব বৃন্দাবন, কোথা বা সে গোপীগণ,
কোথায় বাঁশরী স্বন, রসবতী রাই।
কোথা বা সে পীতধড়া, কোথা রইলো মোহন চূড়া,
কোথা সুবল-সুদাম তারা, কোথা বলাই ভাই।
মধু বৃন্দাবনে ছিলে, কেন কেন নদে' এলে,
কালো ছিলে গৌর হলে', ভাঙিল বড়াই।
কিরণ বলে জানি রঙ্গ, ধার শুধিতে এ গৌরাঙ্গ,
লোভের বশে দেহের সঙ্গ দায় ঠেকিলে ভাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮৩

ঝিঁঝিট মল্লার—একতালা

সুন্দরতর সুন্দরতম প্রেমে মগন হওরে ও-মন ;
সুন্দর নয়ন সুন্দর বদন, সুন্দর মাধুরী সুন্দর চরণ।
ঘোর কলিযুগে জীবের লাগিয়া, অযাচিত নাম এলোরে সাধিয়া,
আর কতকাল রহিবে ভুলিয়া, জাগিয়া দেখরে শিয়রে শমন।
ধন্য কলিযুগ চারিযুগ মাঝে, যে-যুগে দয়াল নাম-প্রেম যাচে,
আলিঙ্গণ দেয় যারে পায় কাছে, হেন স্বর্ণযুগ হবে কি কখন।
মোহ মলিনতা বিষয়-বাসনা, নাম গানে আর রবেনা রবেনা,
আর গতি নাই তা' কি গো জাননা, কলিকালে হরিনাম কেবলম্।
শয়নে স্বপনে জপরে শ্রীনাম, জাগরণে বসি কররে ধেয়ান,
জীবনে মরণে ভজ অবিরাম, প্রাণারাম হরি হৃদয়ের ধন।
রসনায় বল তারকব্রহ্ম নাম, হৃদয়ে নেহারো প্রেমরূপঠাম,
অজপার যাগে জপ অবিরাম, পরাণে মাখরে সে প্রেম-কিরণ।

৮৪

নদী সম্বোধনে

বাউলের সুর—একতালা

লয়ে কা'র প্রেম-লহরী ;
তুমি, কে রমণী নির্ঝরিণী, বহে যাও ধীরি ধীরি।
তুমি, অচল-বালা সোহাগ-ঢালা, কা'র করুণা বিতরি ;
যাও, মগ্ন মনে গহন বনে, কী সন্ধানে বল্ বারি।
এত, উছল বেগে অনুরাগে, সোহাগে তাড়াতাড়ি ;
ওগো, কা'র উদ্দেশে কোন্ স্বদেশে, হেসে-ভেসে যাও নারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার, লহর মালায় হেলায় খেলায়, কত যে সাধের তরী ;
সবে, স্নিগ্ধ কর তাপ নিবার' আর তো এমন না হেরি।
তুমি, কা'র মিলনে কুলু-তানে, উছল মনে গাও সারি ;
তোমার, বীচিমালা মোহন খেলা, খেল্‌ছে মধুর মাধুরী।
বলে, পাগল কিরণ, কোন্ বা সে-জন, যাঁরে চাও তুমি নারী ;
ওগো, দেখাও তাঁরে দেখার তরে মন আমার ব্যাকুল ভারি।

৮৫

বাউলের সুর—ঝুলন

ভোলা-মন, প্রেম-সাগরে অগাধ-নীরে, ধীরে ধীরে বাও রে তরী ;
সুশান্ত সমাহিত কর চিত, বিষম কিন্তু ভবের পাড়ি।
ঠিক পথে নিরিখ ধরে' রাখ্‌বি দাঁড়ে, বিষম ঝড়ে হুশার করি ;
শ্রীরূপের পাল টাঙায়ে যাও রে বেয়ে, নৈলে ভাঙবে জারিজুরি।
চুম্বক-পাথর ছ'টা বড় লেঠা, টান্‌বে পথে আগুসরি ;
ভয় কি, গুরু আছে, আঁধার সাঁঝে, থাক্‌বি মাঝে নোঙর করি।
সুগভীর সাগর-তলে সদাই খেলে, ছয়টি কমল কারিকরী ;
উপর-নীচ এক মৃণালে হেলে দোলে, কিবা অপূর্ব্ব মাধুরী।
তিন হতে তিনটি ধারা, বিষের খাড়া, বইছে জোরে তাড়াতাড়ি ;
সেখানে পথ ভুলো না মন রে সোণা, থাক্‌বি রে কর্ণিকা ধরি।
অহোরাত্র গেলে যাবি চলে, মৃণাল ধরে' আপন বাড়ী ;
দেখ্‌বি কুতুহলে প্রেমে খেলে, কিবা আনন্দ-লহরী।
পাগল কিরণের বচন, পাবি সে ধন, চল রে ভাই, তাড়াতাড়ি ;
দংশিবে ভীমরুলে, বে-কাটালে, জেনে শুনে ধর পাড়ি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮৬

বাউলের সুর—ঝুলন

যাঁর তরে পাগল হয়ে বেড়াস্ ঘুরে,—হায় বাদী মন—
সে ধন তোর আপন ঘরে ;
প্রাণের প্রাণে, প্রেম-আসনে, প্রাণায়ামে দোমের 'পরে।
—সে যে বিরাজ করে—
মূলাধারে কুলাগারে, বিহরে সে সহস্রারে ;
ও তায়, তিনটি ধারা বইছে খাড়া, আগুন-রবি-চাঁদের জোরে।
—কিবা দোমের ঘরে—
মনের মানুষ সে জন রে মন, মনের মাঝে বিরাজ করে ;
সে তো, রয় না একা, দেয় গো দেখা, যে জন ভালবাসে তাঁরে।
—মন-প্রাণ ঢেলে—
সাধ, অনুরাগে অজপ যাগে, আগে পিছে নিরিখ ধরে' ;
সাথী ছয়টা বোকা দিবে ধোকা, দেখিস্ যেন যাস্‌নে ফিরে।
—মিছে ধোকা খেয়ে—
প্রেমের তারে বাঁধ তাঁরে, তাঁরে ধরে' থাক পড়ে' ;
সে যে কল্পলতা, মৃণাল গাঁথা আছে সাড়ে তিনের ঘরে।
—উল্টা প্যাঁচে—
হবে মিলন তাঁর সাথে মন, গুরুর চরণ শরণ করে' ;
ধুয়ে, ময়লা-মাটি, পরিপাটি হয়ে খাঁটী ভাব তাঁরে।
—যোগ-সাধনে—
পাগল কিরণ, হৃদয়-রতন খেল্‌ছে দেল-দরিয়ার পারে ;
পাঁচ পীরের ফাঁকি, বিষম ফাঁকি, সে ফাঁকিতে ভুলোনা রে।
—সে যে শুধুই ফাঁকি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮৭

সুরট মল্লার—ঝাঁপ

কপটতায় রসের ভজন নাহি হয় ;
—ওসব কিছু নয়, ওসব কিছু নয়—
মিছে, জারিজুরি ছেড়ে' দিয়ে সহজ সরল হতে হয়।
মিছে রে তোর নামের মালা, মিছে এ তিলক ঝোলা,
মিছে তোমার হরি বলা, প্রাণ যদি না খুলে' যায় ;
ধুয়ে মনের ময়লা-মাটি, মনে-প্রাণে যেন খাঁটি,
কামিনী-কাঞ্চন ছুটি, আসক্তি ছাড়িতে হয়।
মাধুর্য্যের দোহাই দিয়ে, খেল্‌ছ খেলা নারী লয়ে,
নিজের পানে দেখ চেয়ে, কামেতে জ্বলে হৃদয় ;
বলেছেন কবিরাজ গোঁসাই, কামে-প্রেমে মিলন নাই,
তবে কেন ছলনা ভাই, ভাবরে আপন উপায়।
পরকীয়া কর্‌বে বলে' কত নারীর মন মজালে,
ছি ছি দেখে মরি জ্বলে প্রাণে যে আর নাহি সয় ;
পরকীয়া বলে কা'কে' জান্‌তে যদি ইচ্ছা থাকে,
পাগল কিরণ বলে দুখে, সদ্‌গুরুর লহ আশ্রয়।

৮৮

বাহার—ভর্‌তঙ্গা

প্রেমিক যে সে তো গো সুখী ;
চির-মিলনের কোলে রহে অনিমেষ আঁখি।
হৃদয়ে রাখে রতনে, যতন তো সেই জানে—দেখে যতনে,
দেখে-দেখে বুকে ঢাকে থাকে দু'জনে ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুপ্ত আনন্দ-ধাম, পরাণে প্রাণারাম,
কুল-মান ভাসায়ে দিয়ে বিভোল সে রূপ দেখি ;
পাগল কিরণ কি কর রে, রাখ হিয়ার মাঝে ঢাকি।

৮৯

মাঝ মিশ্র—পোস্ত

আয় গো যমুনাতীরে শুন্‌বো বাঁশীর গান ;
নয়ন ভরে' হের্‌বো মোরা সে ত্রিভঙ্গ কান্।
শুনে মুরলীর গান, যমুনা বহিছে উজান,
কালা মজায় কুল-মান ;
চল, ঐ চরণে হইগে' দাসী সঁপে মন-প্রাণ ;
কিরণ চরণে করে সরবস্ব দান।

৯০

ভৈরবী—কাওয়ালী

ঐ শুন বাজিছে বাঁশী, চল লো যমুনা-কূলে ;
হেরিব সে কাল শশী, নীপ-কদম্বের মূলে।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী, করে সখি মন চুরি,
ঘরে যে রহিতে নারি, বাঁশী ডাকে কী অকূলে।
কিরণের মন-প্রাণ, সকলই হরিল কান্,
কি নিয়ে রহিব ঘরে, সে মধু মাধুরী ভুলে'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯১

ঝিঁঝিট মিশ্র—কাওয়ালী

ভালবাসি দিবানিশি বয়ান-অমিয়া-রাশি ;
তাই সরসীর নীরে নিতি জল নিতে আসি।
মোহন মুরলী গানে, উধাও পরাণ টানে,
কী হইবে কুল-মানে, পরাণে ধ্বনিছে বাঁশী।
সেই যে আহ্বান গান, ফুকারয়ে রাধা নাম,
রাধা কি থাকিবে ঘরে অভিমান পরকাশি।
নেহারিব বাঁকা-কান্, শুনিব বাঁশরী গান,
বিশরিয়া মর-ধাম, হেরিব কিরণ-হাসি।

৯২

মালকোষ-বাহার—কাওয়ালী

ভালবাসি মধুমাখা হাসি ;
তাই দরশন-আশে নিতি নিতি ছুটে আসি।
তোমারে দিয়েছি মন, তুমি কর অযতন,
আমারে হেরিয়া কেন বসনে ঢাকিলে শশী।
সোনা-মুখ কেন রাঙা, কথা কেন ভাঙা ভাঙা,
পাগল কিরণ বলে, কেন উপেক্ষার হাসি।

৯৩

পাহাড়ী—কাওয়ালী

হৃদি-বৃন্দাবনে শ্যাম সনে বিহার করিব ;
ঝুলন-পূর্ণিমা নিশি প্রেমে দুলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালবাসি সে শ্যামলা, তারই সনে হেলা-ফেলা,
সকল আশা ভালবাসা চরণে পাব।
কাম-মন্ত্রে জাগাইয়া, রাখ্‌বো তারে ভুলাইয়া,
সে আর আমি, আমি আর সে, আর ভুলে যাব।
পাগল কিরণ চাঁদে, পড়িল রূপের ফাঁদে,
মন-প্রাণ সঁপে পদে, নেহার করিব।
—তারে ধরে' রাখিব—পরাণে পরাণ মিলাব—
—দুটিতে এক হয়ে যাব—

৯৪

ভৈরবী—আড়া

মিলনের জ্বালা যে জ্বালা, কে বুঝিবে ব্যথা;
বিরহ বরং যে ভাল, বিষাদ প্রাণে গাঁথা।
ভালবাসার এ কী গো দায়, লাগিলে হিয়ায়-হিয়ায়,
সহজে ভেঙে মিলায়, না মানে সে কথা।
বড় ভাল থেকে দূরে, দেখিতে নয়ন-ঠেরে,
ভাষাহীন প্রাণের ভাষা গোপন বারতা।
কাঁদে কিরণ পাগল, বাসিতে নারিনু ভাল,
আশায় জীবন গেল, সে আমার কোথা।

৯৫

ছায়ানট—কাওয়ালী

বঁধু এখনো এলোনা, নিশি বহে' গেল;
নিরাশা-কুয়াশা সহ ঊষা দেখা দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি গুণহীনা, অতিশয় দীনা,
তাই বুঝি এলোনা, কিম্বা ফিরে গেল ;
কিরণে উপেখি বঁধু বিরূপ হইল।

৯৬

মনোহরসাই—লোফা

সজনি, মনের মানুষ পেলে পরে পিরীত করি ;
হায়, বে-দরদীর সঙ্গে পিরীত করে' এখন প্রাণে মরি।
দরদী কোথায় পাব, কেমনে সেথায় যাব,
রাগের ঘরে বসাইব নেহার করি ;
তাঁর, ভুবন-ভোলা পরাণ-খোলা রূপ হেরিব জগৎ ভরি।
ধরি ধরি মনে করি, ধরিতে নাহি পারি,
এ কি হায় বিষম দায় ভেবে মরি ;
মন, ধর্‌তে নারে, রয় সে দূরে, দূরে থেকে হাসে ভারি।
মনের মানুষ যেখানে, কেমনে যাই সেখানে,
কে রাখে ঘোর তুফানে দিতে পাড়ি ;
সে বিষম কাম-নদীতে পাড়ি দিতে, পাছে সখি প্রাণে মরি।
সে মোহন-বাঁশীর ভাষে, ডাকে সে হেসে হেসে,
বিফলে এ বিদেশে রইতে নারি ;
বাসনা আমার মনে, সে রতনে, রাখিব হৃদয়ে পূরি।
কিরণচাঁদ পাগলে কয়, আসে যায় হাওয়ায়-হাওয়ায়,
ওরে মন, আপন মনে ছাখ্ বিচারি ;
কি হবে মিছা কেঁদে, দেখ্‌রে তাঁরে, আপন ঘরে আলো করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯৭

বাউলের সুর—ঝুলন

জয় জয়, শচি-সুত, প্রেম-যুত, ভাব-রসের সাগর ;
কিবা, অনুপম চারু-কম, পূর্ণতম অবতার।
কিবা, মধুর মোহন, কনক-বরণ, আঁখি-রঞ্জন মনোহর ;
আজানুবিলম্বিত, প্রসারিত, কোমল যুগল কর।
কিবা, বদন কমল, প্রেম ঢল ঢল, নয়ন দুটি মনচোর ;
কিবা, চিকুর কুন্তল, কি গণ্ডস্থল, অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, রাগ-রঞ্জিত, সোনার গৌর-গুণাকর ;
যেন মত্ত মাতঙ্গ, সে শ্রী-অঙ্গ, অনুরাগে গর-গর।
প্রেম-রস-নায়ক, সুগায়ক, আঁখি ঝরে নিরন্তর ;
সে যে, 'রা' 'রা' বলে', পড়ে ঢলে,' বিলুণ্ঠিত কলেবর।
প্রেমেতে, গলি গলি, ঢলি ঢলি, পুলকাবলি হুঙ্কার ;
স্থাখ্ না, আচণ্ডালে, নিচ্ছে কোলে, আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কিরণচাঁদে বলে, হরি বলে', ভবনদী সুখে তর ;
সে প্রেমে, গেয়ে নেচে, চল যেচে, ধর্‌বে গৌর-শশধর।

৯৮

বাউলের সুর—খেমটা

গৌর বলে' ডুবিব জলে, কারো মানা মান্‌ব না ;
প্রেম তরঙ্গে ভেসে যাব, আরতো ফিরে আস্‌ব না।
গৌরাঙ্গ অমৃত-সিন্ধু, উদিত নদীয়া-ইন্দু,
সে আত্মরূপে রেখে বিন্দু, ডুবে যাব ভাস্‌ব না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার ডুবে একবার উঠে, মদের নেশা যায় যে ছুটে,
এ ভাবে আর দিন কি কাটে, মন তো আমার মানে না।
পাগল কিরণের বাণী, আমার প্রাণের গৌর-মণি,
গৃহ ছেড়ে আয় না ধনি, গুণমণি ভুলো না।

৯৯

বাউলের সুর—ঝুলন

ভোলামন, গৌর-নিতাই, এসে দু'ভাই, নবদ্বীপে উদয় হলো ;
এমন, প্রেম অবতার হবেনা আর, জীবের ত্রিতাপ সব ঘুচিল।
যত, দয়া-ঘন ভক্তগণ, সবে নদীয়ায় মিলিল ;
পাষণ্ডীগণ তরে ঘরে ঘরে, নিতাই আমার নাম বিলাল।
সাজায়ে, প্রেমের তরী, গৌরহরি, সুরধুনীতে ভাসাল ;
অকূলে কূল পেতে, পারে যেতে, সবে তরী আরোহিল।
প্রেমের পশরা মাথে, অদ্বৈত-সাথে, অনর্পিত ধন বিলাল ;
ছাড় রে বৃথা ছলা, প্রেমের খেলা, প্রেমে মাতি সদা খেল।
কি হবে বিদ্যা-কুলে, না ভজিলে, চৈতন্য-চরণ-কমল ;
বলিছে পাগল কিরণ, গৌর-চরণ ভজ রে মন দিন গেল।

১০০

বাউলের সুর—লোফা

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, (ঐ ছাখ্) কি ধন যেন এনেছে রে ;
নাড়া শ্রীঅদ্বৈত সঙ্গে, রঙ্গরসে মেতেছে রে।
মাথায় নিয়ে প্রেম-পশরা, (তাঁরা) ভাব-রসে মাতোয়ারা, কি হারা ;—
বলে কে নিবি সুনির্ম্মল প্রেম, আয় ত্বরা ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁরা দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, (রাধা-প্রেম) অযাচকে বিলায়ে দেয় ;
কে নিবি রে আয় ত্বরা আয়, দেরী কর্‌লে পড়্‌বি ফেরে।
এ ধন, গোলোকে গোপনে ছিল, গৌর-নিতাই বিলাইল, রটাল ;—
ঐ স্থাখ্, ত্রিতাপ-জ্বালা মায়ার খেলা, ফুরাল ;
ঘুচে গেল মোহের নেশা, (আমি) এতদিনে পেলাম দিশা ;
পাগল কিরণের ঐ পদ ভরসা, আশা যেতে ভব-পারে।

১০১

বাউলের সুর—ঝুলন

মন রে আছ কোন্ সুখে বসে' ;
ভাব কি হবে দশার শেষে।
যখন দেহ অবশ হবে, দারা সুত কোথায় রবে,
কেউ না ছোঁবে ;
দিয়ে, কল্‌সী-কাচা, বাঁশের মাচা, নে'যাবে শ্মশান-দেশে।
আপন আপন কর্‌ছে যারা, দু'চার দণ্ড কাঁদ্‌বে তারা,
শেষ গোময় ছড়া ;
কর, 'আমার' 'আমার', কেউ নয় তোমার, আর হারায়োনা দিশে।
ছাড় রে মন কপাল-পোড়া, বিষয় নিয়ে তোলাপাড়া,
বিষেতে পোরা ;
দেখ, হয়ে চেতন, তোমার যে জন, ডাক্‌ছে ঐ মধুর হেসে।
পাগল কিরণ তা' জান না, কাম থাকিতে প্রেম হবে না,
ছাড় কামনা ;
তুমি অনুরাগে থাক জেগে, যাবে দিন অনায়াসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০২

কীর্ত্তন-ভাঙা—খয়রা

মন কেন রহিলে এ রিপুর বশে ;
দেখ হৃদয়-মাঝে, মোহন-সাজে, ডাক্‌ছে কে মধুর ভাবে।
শুনে পাপের মন্ত্রণা, কেন মানোনা মানা,
দারুণ, কাম-পিপাসায়, বিষয়-আশায়, হয়েছ কাণা ;
তুমি, গোলক ধাঁধায় পড়্‌লে বাঁধা, মজিয়া কুরস-রসে।
ভুলে পরের কথায়, তুমি চলেছ কোথায়,
তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভাব কি গো তায় ;
ছেড়ে, খুঁটি-নাটি ময়লা-মাটি, চল রে আপন দেশে।
প্রেমের দ্বিদল দলে, রসের সে রং-মহলে,
মনের মানুষ, পরম পুরুষ, হেলে আর দোলে ;
তোমার, সাধন-ভজন, পরশ-রতন, সে সব ভুলেছ কিসে।
পাগল কিরণের কথা, যাবে হৃদয়ের ব্যথা,
পাঁচের ঘোলা, করে' খোলা, দেখ কে কোথা ;
তুমি, মান অপমান কর সমান,—মজ পিরীতি-রসে।

———

১০৩

বাউলের সুর—ঝুলন

ওরে রে, কেন রে বল্ ও মন পাগল, না জেনে তাস খেল্‌তে এলি ;
বৃথা খেল্‌তে বাজি হলি রাজি, ওরে পাজি, কি ঠকিলি।
হাতেতে, কাগজ নিয়ে ইস্তক পেয়ে, বড় গলায় ডেকেছিলি ;
কি হ'লো অবশেষে, সর্ব্বনেশে, কাবার কর্‌তে ভুলে গেলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপক্ষে, টেক্কার পিঠে তুরুপ্ করে,' নিয়ে গেল তা' দেখিলি ;
ওরে তুই, এম্নি বেহুস দশ দিলি ঘুষ, আটা কেন হাতে রাখ্লি।
হাতেতে, রঙ্ না থাক্তে কি আশাতে, সকল ফ্রি পাশ দিলি ;
শেষেতে, ঠিক না পেয়ে, কপাল খেয়ে, বাজে কাগজ চালাইলি।
বিপক্ষে, বিস্তি ডেকে হেঁকে হেঁকে, খেল্ছে কত সুখে ঢলি ;
কিরণ কয়, করে' হেলা, বিস্তির খেলা দেখাইতে না পারিলি।

১০৪

বাউলের সুর—ঝুলন

হারে রে, সামাল সামাল, ঝড় উঠিল, মন-মাঝি তোর সামাল তরী ;
এমন ঝড়ের ত্রাসে, কোন্ সাহসে কিসের আসে ধর্লি পাড়ি।
উত্তরে, কালো কালো মেঘের দল, বাড়্ছে বড় তাড়াতাড়ি ;
তায়, দক্ষিণা-বাতাস, নাই অবকাশ তরী নিয়ে কূলে ফিরি।
হায়, যায় বুঝি প্রাণ, ডাক্ল রে বান, জীর্ণ-তরী তুফান ভারি ;
হু হু হু, ছুট্ছে রে জল, কি কর্বি বল্, এবার বুঝি প্রাণে মরি।
তরণীর, পাকে পাকে, কাটাল দেখে, ধর রে হাল হুসিয়ারী ;
শেষে, পাবি না সুমোর, বাঁধ্ রে কোমর, এই বেলা নে তাড়াতাড়ি।
পাগল কিরণে বলে, ধৈর্য্য-হালে, দিতে হবে ভব পাড়ি ;
নিষ্ঠা সুমহান্ মন্ত্রে, প্রেম-তন্ত্রে, শিক্ষা নিয়ে চল বাড়ী।

১০৫

বাউলের সুর—একতালা

রূপে প্রাণ কেড়ে নিলো ;
তোরা, বল্ সজনি, গৌর-মণি, কোথায় লুকায়ে রলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরধুনীর তীরে, জল আনিতে, কেন যেতে হইল ;
—আগে জান্‌লে কেবা যায়িত গো—
দেখ্‌লাম, কাঁচা সোনা রূপের কণা, দেখে নয়ন ভুলিলো।
—সেই অমিয় রূপ—
সখি, নয়ন-কোণে আমার পানে, কেন বা সে চাহিল ;
—নৈলে এমন দশা হতোনা গো—
আমি রইতে নারি, বল্ কি করি, এই কি কপালে ছিলো।
—অবশেষে—
শুনি, কুলবতী নদের নারী, গৌর-কলঙ্কিনী হলো ;
—আপন পতি ছেড়ে গেল সবে—
বুঝি, মন-চোরা, সোণার গোরা, তারা সব দেখেছিলো।
—নৈলে কুল ছাড়্‌বে কেন—
আমায় পাগল কর্‌ল, সকল নিল, পুঁজি-পাটা যা' ছিল ;
—বলো কি নিয়ে আর ঘরে রব—
সখি, এখন ভেবে কি হইবে, যা' হবার তা' হইলো।
—কুল-মান গেল—
আমার, ঘরে থাকা, সংসার দেখা, সকল এবার ফুরালো ;
—সখি আমি কি করিব বলো—
হলো, মান অপমান, সকল সমান, কিরণ যে পাগল হলো।
—ঐ রূপ হেরে—

১০৬

বাউলের সুর—একতালা

বলে বলুক্ কলঙ্কী ;
আমি, সংসারের সার, কৃষ্ণ-প্রেমহার, সেধে কেঁদে পরেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ-নামের মালা ভবের ভেলা তাতো আমি জেনেছি,
—আর ভয়-ভাবনা রাখি বা কার—
মন রয় না ঘরে, বাঁশীর স্বরে, উদাস করে এ হলো কি।
—কুল মান গেল—
ওগো, বংশীধারী রাসবিহারী, রূপ-মাধুরী বল্‌বো কি ;
—সে রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে—
ইচ্ছা হয়, রূপের পানে, অবশ-প্রাণে, চিরদিন চেয়ে থাকি।
—বাউলের মত—
রূপে, আপনহারা পাগল-পারা, চেয়ে রয় পশু-পাখী ;
—রূপের বালাই লয়ে মরে' যাই রে—
কত, কুলবতী ছেড়ে পতি, ঐ চরণে যায় বিকি।
—লোক ভয় ছেড়ে—
আমার, যা' সব ছিল, সকল নিল, কিছু না রাখ্‌লো বাকী ;
—বল কি নিয়ে আর ঘরে রব—
আমি, কুল ত্যজিব, দাসী হব, রূপ হেরব ভরে' আঁখি।
—জগৎ পাশরিয়া—
ও সে, মোহন-বেশে কাছে এসে, ঐ হেসে ডাকে সখি ;
—আমি ঘরে কি আর রইতে পারি—
আমি, যাব যাব, চেয়ে রব, সব ভুলিব রূপ দেখি।
—কুল-শীল যত—
ও সে, ব্রজের রতন, মদন-মোহন, দেখ্‌বি যদি আয় সখি ;
—দেখ্‌লে ঘরে কি আর রইতে পার্‌বি—
আমি, সাধ করে' কলঙ্কের ডালি, মাথায় করে' নিয়েছি।
—ঐ রূপ হেরে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঁধুর, ও চরণে, মধুর প্রেমে, আমি বিকায়ে গেছি;
—আমার সকল ধনের সার সে রতন—
বলে, পাগল কিরণ, আয় দেখি মন, ঐ প্রেমে ডুবে থাকি।
—চিরদিনের মত—

১০৭

মনোহরসাই—লোফা

হয়েছি পাগল এবার, বুঝ্‌বে কে পাগলের খেলা;
আমায়, পাগলে করেছে পাগল, পাগলে পাগলে মেলা।
এক পাগল নদের গোরা, সহজে দেয় না ধরা,
নিতাই অদ্বৈত পাগল সঙ্গে করা;
তারা, পাগল ধরে', বেড়ায় ঘুরে, পাগল যত সঙ্গের চেলা।
পাগলের কারখানা, পাগল বই কেউ জানে না,
পাগল চাঁদ রূপ সনাতন সে ছয় জনা;
তারা, দালান কোঠা ছেড়ে দিয়ে, সার করেছে গাছের তলা।
শুন রে পাগল কিরণ, কেন বিষয়ে মগন,
দালান বাড়ী জমিদারী ছাড় এখন;
চল, দীনবেশে, আপন দেশে, সঙ্গে নিয়ে কপ্‌নি ঝোলা।

১০৮

বাউলের সুর—ঝুলন

গিয়ে সুরধুনীর কিনারে, প্রাণসই দেখেছি তাঁরে;
কিবা, কনক-বরণ কমল-নয়ন, সই রে,—
ও রূপ, দেখিতে মন হরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিবা, গৌর-কান্তি মনলোভা, তরুণ লাবণ্য-আভা,
অপরূপ শোভা ;
প্রেমে, ঢল ঢল নয়ন কিবা, সই রে,—
ঐ ছাখ্, ফিরে চায় বারে-বারে।
কিবা, ভাব-রসের সাগর, অনুরাগে গর গর,
গৌর সুন্দর ;
সে যে, কুলবতীর মন-চোর, সই রে,—
ঐ ছাখ্, ইশারায় ডাকে মোরে।
মধুর, হাসি দেখে রইতে নারি, সাধ করে ঐ পায়ে পড়ি,
জাতি-মান ছাড়ি ;
আমার, ইচ্ছা নাই আর কূলে ফিরি, সই রে,—
প্রাণ, কেমন যেন শিহরে।
আমার, মন-প্রাণ সকল নিল, কুল-মান ভেসে গেল,
কিছু না রইল ;
আমার ঘর করা ফুরায়ে গেল, সই রে,—
আমি রইতে নারি সংসারে।
দীনদাস কিরণ পাগলে বলে, ছাই দিয়ে সই এ ছার কুলে,
আয় না সকলে ;
ওরে যার পরাণে লেগেছে ঢেউ, সই রে,—
তারে, কুলে কে রাখ্‌তে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০৯

জারির সুর—পোস্ত

গৌরবরণ রসের মানুষ এলো নদীয়ায় ;
সে যে রা-রা বলে' ঐ লুটায়।
—রসের মানুষ—ভাবের মানুষ—মনের মানুষ—
কেন এমন বা হলো, ওঁর রা-রা কই বলো,
কেন রা-রার লাগি, গৃহত্যাগী বৈরাগী হ'লো ;
সে যে, ছুটে বেড়ায় পাগলপারা, কি হারায়ে এমন ধারা,
কেমন বা সে নিঠুর রা-রা, দেখে কি দেখে না হায়।
রা-রা কি ফল বা কয়ে, রা-রা পুরুষ কি মেয়ে,
তাঁর জাতি বরণ ধরণ করণ কেমন ধারা হে ;
বুঝি, হবে বা সে প্রেম-রস-পুর, যাঁর লাগিয়া কাঁদে গউর,
কিন্তু সে জন বড়ই নিঠুর, এমন মানুষে কাঁদায়।
বল রা-রা কি যন্ত্র, এর বিধান কোন্ তন্ত্র,
এ যে সৃষ্টিছাড়া কেমন ধারা রা-রা-রা মন্ত্র ;
সে যে, ভেবে ভেবে হারালো কুল, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো আউল,
রা-রা বলে হলো বাউল, সাধ করে' কে এমন হয়।
রা-রা আহা মরে' যাই, রা-রা ভুবনছাড়া ভাই,
সে যে রা-রা ভেবে রা-রা হয়ে রা-রা কয় সদাই ;
ধন্য ধন্য কৌশল বলিহারি, গুপ্ত প্রেমের বাহাদুরী,
ভাব-বাঞ্ছা গোপন করি, হরি বলে' জীব ভুলায় :—
কিরণ কয়, রা-রা বা কে বল্ না সাধু ভাই ;
আমি রা-রার তত্ত্ব জান্‌তে চাই—ও সাধু ভাই—
আমি রা-রার কথা শুন্‌তে চাই—ও প্রাণের সাঁই—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১০

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ

এসেছে এক সোণার মানুষ ছাখ্ এসে ;
—সখি, ছাখ্ এসে,—সখি ছাখ্ এসে,—
ও সে, রাধা রাধা রাধা বলে', নয়ন-জলে যায় ভেসে।
কলির, জীবের দশা মলিন দেখে, রাধারূপে অঙ্গ ঢেকে,
হরি বলে মনের দুখে, দেখে মরি হুতাশে ;
কেমন সে কঠিনা নারী, সাজাইল দীন-ভিখারী,
ধৈরয ধরিতে নারি হেরিয়া কাঙাল-বেশে।
তাঁর রূপে কোটী চাঁদের উদয়, প্রেমে ত্রিজগত তন্ময়,
দেখিলে মন মোহিত হয়, শমন পলায় তরাসে ;
বৈদিক-ধর্ম্ম দূরে গেল, উজল-রসে প্রাণ ডুবিল,
রাধা-প্রেমের ঢেউ বহিল, নদীয়া গেল ভেসে।
ওগো, দূরে গেল পূর্ব্ব-বিষয়, উদয় হলো নব-আশ্রয়,
সে নয়ন মাধুরিমাময়, শ্রীরাধার প্রেম-বাতাসে ;
শ্রীগোবিন্দের প্রাণ রাধা, রাধানামে বাঁশী সাধা,
রাধা গৌরাঙ্গের আধা, রাধা-প্রেম বিলালো সে।
শান্ত, দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর, মধুর এই পঞ্চ-রস সার,
রাধার কাছে এ সকল ছার, রামানন্দ রায় ঘোষে ;
চৈতন্য বিলালো সে ধন, অনর্পিত ছিল যে ধন,
পাগল কিরণ কর যতন, গৌর-চরণ ধর কষে'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১১

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ

এতদিনে হলাম আমি পিরীতে মরা ;
পিরীতে মরা, রসে বিভোরা,—
ত্রি-যুগে চাঁদের ঘরে, ব্রজে ছিল এক চোরা।
পাঁচ-পাঁচা পঁচিশের বাঁধা, সে বড় বিষম ধাঁধা,
কেবল মাত্র জানে রাধা, কৃষ্ণ তাঁর জগৎ জোড়া ;
চেয়ে থাকে আড়-নয়নে, পলকবিহীন আরোপ-ধ্যানে,
আমি দেখে মরি প্রাণে, কিবা রূপের ফোয়ারা।
শুনে যা সই চাঁদের কথা, চারিটি লহরে গাঁথা,
চাঁদের রোহিণী কোথা, ভেবে যে হলাম সারা ;
গুহ্য এ রসের কথা, মিলে না তো যথা তথা,
রসিকে বুঝিবে ব্যথা, আর সবার কপাল পোড়া।
সপ্ত সমুদ্রের পানি, সে বড় বিষম ধনি,
বিষম আমার রাধারাণী, পেলাম না তাঁর কিনারা ;
কেন হলাম উন্মাদিনী, জীবন যে বাঁচে না শুনি,
হেরে গেল কত জ্ঞানী, আমায় কি দিবে ধরা।
আগুনে যার হাত পুড়েছে, সে জন কি আর বেঁচে আছে,
মহাজনী ফুরায়েছে, হয়েছে মূলধন-হারা ;
বল্‌লাম কথা ঠারে-ঠোরে, রসিক যে সে বুঝ্‌তে পারে,
অরসিকে ভেবে মরে, কিরণ চাঁদের ত্রিধারা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১২

বাউলের সুর—ঝুলন

যমুনা-পুলিনে, গোচারণে, বাজিছে মোহন-মুরলী ;
করুণ কলস্বনে, বনে বনে, রাধা রাধা রাধা বলি।
মধুর, বাঁশী শুনে গোপীগণে, ছুটিয়াছে গৃহ ভুলি ;
আলুথালু-বেশে, মুক্তকেশে, পীতবাসে দেখ্‌বে বলি।
শুনে, মধুর বীণা শ্রী-যমুনা, আসিল উজান চলি ;
শুনে, মোহন-বেণু, গোপ-ধেনু, ঐ ছুটে যায় উতরলি।
মুরলীর গান শুনে জগৎ-জনে, সকলেই পড়ে গলি ;
ভোলামন, তুই রে কেন, পাষাণসম, এখনও না গলিলি।
ভজ, ব্রজের রতন মদনমোহন, যাও না ব্রজধামে চলি ;
কিরণচাঁদ, কেঁদে বলে, অন্তকালে, পাই যেন শ্রী ব্রজের ধূলি।

১১৩

বাউলের সুর—ঝুলন

সখি, বলো তারে, এমন করে', আর যেন বাঁশী বাজে না ;
বাঁশী, রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি বাণ সন্ধে, ছন্দ-বন্ধ ঠিক রহে না।
গুরুজনের মাঝে গৃহ-কাজে, যখন থাকি আনমনা ;
হেন, পরমাদে সেধে সেধে, বাঁশী করে কি বঞ্চনা।
মুরলীর, আলাপনে কুলমানে, কেমনে রাখি বল না ;
কত যে, যাতনা সই, শুন লো সই, কালা তা' কিছু বুঝে না।
বাঁশী, নাম নিয়ে অসময়ে, ডাকিলে তো কুল থাকে না ;
গৃহে, ননদীর জ্বালা ঝালা-পালা, এ যাতনা আর সহে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাগল কিরণের বাণী, বিনোদিনী, এ জ্বালা কভু যাবে না ;
শ্যাম-পিরীতি-রসে মজেছে যে, কুলের তার নাহি ঠিকানা।

১১৪

বাউলের সুর—ঝুলন

তরণী, বা'ও কাণ্ডারী, ত্বরা করি, রঙ্গে ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে ;
যমুনার যত রঙ্গ, সব তরঙ্গ, নাচুক ত্রিভঙ্গিম-অঙ্গে।
তরী ভরা তরুণী, কমলিনী, চালন কর মনের রঙ্গে ;
পণ কর হে আপন, চাও না যৌবন, হাস ভাস প্রেম-তরঙ্গে।
আগে বাজাতে বেণু, রাখ্‌তে ধেনু, বেড়াতে রাখালের সঙ্গে ;
এখন হয়েছ নেয়ে, কি ধন পেয়ে, হাত দিতে যে এস অঙ্গে।
ভণে, পাগল কিরণ, কি জ্বালাতন, কাজ কি আর কথার প্রসঙ্গে ;
বৃথা, কথা ছেড়ে, চল পারে, কাজ কি নেয়ের মন ভঙ্গে।

১১৫

রাখালগণের উক্তি

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ

মোদের ফেলে কেন চলে' গেলি ভাই ;
কেন গেলি ভাই, ও জীবন-কানাই,—
একদিন দু'দিন করে' মোদের, কতদিন যে চলে' যায়।
—তোর বিরহে—
শুনি, তুমি না কি নদেয় আছ, ব্রজের সে ভাব ভুলে গেছ,
গৌরবরণ ধরিয়াছ, আমাদের আর মনে নাই ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনে যে প্রাণে বাঁচি না, ব্রজের কানাই ব্রজে আয় না,
আমাদের আর কাঁদায়ো না, আমরা যে তোমারে চাই।
শুনি, কলির জীব উদ্ধারিতে, করঙ্গ লয়েছ হাতে,
ভ্রমিতেছ পথে পথে, দীন-ভিখারীর বেশে হায়;
শুনে প্রাণে পাই যে ব্যথা, কিসে রে তোর এত ব্যথা,
আয়রে ফিরে শোন্ রে কথা, জীব-উদ্ধারের কার্য্য নাই।
ভাই রে, তুমি যখন ছিলে ব্রজে, সে কথা কি মনে আছে,
থাকৃতে সদা মোদের কাছে, যেতে না তো কোনো ঠাঁই;
আমরা যত রাখালগণে, যেতাম গোঠে তোমার সনে,
ফল দিতাম তোর চাঁদ-বদনে, সে কথা কি মনে নাই।
ভাই রে, তুই যে ছিলি মোদের রাজা, আমরা ছিলাম তোরই প্রজা,
কেমন সে স্নেহের সাজা, প্রাণের রাজা আয় রে আয়;
এঁঠো ফল দিয়াছি বলে', তাই কি তুমি গেছ চলে',
পাগল কিরণ কেঁদে বলে, তোর শ্রীচরণ যেন পাই।

১১৬

যশোদার উক্তি

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ

কাঙালের ধন আয় রে বুকে নীলমণি;
আয় রে নীলমণি, হেরি মুখখানি,—
আমি, আর কত কাঁদিব হয়ে মণিহারা ফণিনী।
একবার, আয় রে বাছা আমার কোলে, ডাক্ না মধুর মা মা বলে',
নাচ একবার হেলে' দুলে' হেরি চাঁদ-বদন-খানি;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্‌বি বলে' ফাঁকি দিয়ে, চলে' গেলি নিদয় হয়ে,
থাক্‌ব কত পথ চেয়ে, হাতে নিয়ে ক্ষীর-ননী।
তোর, ব্রজে কিসের অভাব ছিল, সবাই তোরে বাসতো ভাল,
তোর রূপেতে গোকুল আলো, বৃন্দাবনের প্রাণ তুমি ;
কাঁদাইয়া অভাগী মায়, কোন্ খেদে গেলি নদীয়ায়,
দুঃখে আমার প্রাণ ফেটে যায়, আয় রে বুকে বাছনি।
ছিলে, সকল ধনের সার তুমি ধন, কোথায় গেলে বধে জীবন,
আঁধার করে' শ্রীবৃন্দাবন, লুকালে যাদুমণি ;
কিরণ বলে মা-যশোদে, পড়্‌লে যোগমায়ার ফাঁদে,
ব্রজের নরনারীর হৃদে, আছে শ্যাম চিন্তামণি।
—সে তো ব্রজ ছেড়ে যায় নি মা—

১১৭

গোপীগণের উক্তি

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ

লুকাইয়া চলে' এলে কার তরে ;
এলে কার তরে, এলে কার তরে,—
কেন, শ্যাম-তনু লুকাইলে রাধার হেম কলেবরে।
আমরা যত ব্রজের নারী, একান্ত ছিলাম তোমারি,
থাকিতাম বুকে করি, দিবানিশি বিভোরে ;
কর্‌তাম কত রসের খেলা, কুঞ্জ-বনে হেলা-দোলা,
সে সব কি ভুলেছ কালা, এসে এ নদেপুরে।
মনে কি হে পড়ে নিঠুর, সে কথা জানে ব্রজপুর,
সকল জ্বালা হইত দূর, তোমার শ্যামল রূপ হেরে ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুল-মান ভুলে গিয়ে, লাজের মুখে আগুন দিয়ে,
পাগলপারা যেতাম ধেয়ে, তোমার বাঁশরীর স্বরে।
দান-লীলা হোরি-লীলা, খেল্‌লে কত রসের খেলা,
সে সব খেলা যায় কি ভোলা, ও চিকণ-কালা ;
ভাবিতে বুক ফেটে যে যায়, কেন যোগী সেজেছ হায়,
মোদের প্রাণে এত কি সয়, ইচ্ছা হয় যে যাই মরে'।
পাগল কিরণ বলে ধনি, তোমাদেরই চিন্তামণি,
গৌর হয়ে এল শুনি, কলির পাষণ্ডের তরে ;
অধম কাঙাল কেউ না রবে, সকলেই তরে' যাবে,
শমন-জ্বালা এড়াইবে, এক হরিনামের জোরে।

১১৮

পঞ্চমবাহার—একতালা

অজপার যাগে, প্রেম অনুরাগে, শুভযোগে দেশে চল ;
রসের করণ, কররে যজন, ভাবাবেশে ঢল ঢল।
দূরে ফেলে দিয়ে কাম অভিমান, সাধ সে সাধনা মন্ত্র প্রাণায়াম,
কুণ্ডলিনী—মহারাণী, জাগাও সে ধ্বনি, রিপুকুল জিনি ;—
অগ্নি-রবি-চাঁদের বলে, ত্রিতলে সে রূপ আপনি উছলে,
প্রেমদলে, রংমহলে, গুপ্ত মেলা, হের সে খেলা ;
জাগরে কিরণ পাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১৯

কীর্ত্তন ভাঙা—আড়খেম্‌টা

আনন্দ-সায়র মাঝে মম মন-প্রাণ ডুবেছে ;
পিরীতি-তরঙ্গ রঙ্গে কাম-কুণ্ঠা চর ভেঙেছে।
যা-ছিল অন্তরে কালো, কালো-ঢেউয়ে ধুয়ে গেছে ;
হিল্লোলে মাতাল হয়ে কল্লোলে শ্রবণ মেতেছে।
কুল ভয় লাজ মান, যত জলচর রয়েছে ;
পেয়ে তারা নামের সাড়া, দেশ-ছাড়া হয়ে গেছে।
শুনেছি এ রত্নাগারে লুকানো এক মাণিক আছে ;
তুল্‌বো বলে' ডুব দিয়েছি, পাব বলে' আশা আছে।
যত তলে যাচ্ছি ডুবে' তত আরাম পাই কেন যে ;
তলাতলে রংমহলে কিরণের রতন রয়েছে।

১২০

আসর বন্দনা

একতালা

কলুষ-নাশন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, এস এস প্রভু আসরে ;
ডাকি তোমারে, অতি কাতরে ;—এস তব সঙ্কীর্ত্তন বাসরে।
এস হে গৌর হে, এস হে আসরে ॥
প্রেম অবধূত এস নিত্যানন্দ, এস সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র,
শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর সাথ, শ্রীস্বরূপ রামানন্দ ;
শিখিমাহাতি মাধবী, রসরূপ দেব-দেবী,
ওগো, এস সবে আজি দয়া করে' ;—বাজে করতাল মৃদঙ্গ রে।
পার্ষদ সাথে হে, এস হে গৌর হে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ সনাতন রঘুনাথদ্বয়, শ্রীজীব গোপাল গোস্বামী এ ছয়,
অষ্ট কবিরাজ, দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টি মোহান্ত জয় ;
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গ-পাঙ্গ, এস প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ,
মোরা, উদ্ধারিব তব নামের জোরে ;—বল্‌ব হরেকৃষ্ণ রাম হরে।
স্মরণ-কীর্ত্তন-মনন-শ্রীনাম ॥

ঝুলন

গৌর এস হে, গৌর এস হে।
তোমার নিতাই অদ্বৈত সাথে, এস হে।
তোমার শ্রীবাস গদাধর সাথে,—
তোমার স্বরূপ দামোদর সাথে,—
তোমার রায় রামানন্দ সাথে,—
তোমার শ্রীশিখিমাহাতি সাথে,—
তোমার শ্রীদেবী মাধবী সাথে,—
তোমার ছয় গোস্বামীর সাথে,—
তোমার অষ্ট কবিরাজ সাথে,—
তোমার দ্বাদশ গোপাল সাথে,—
তোমার চৌষট্টি মোহান্ত সাথে,—
তোমার পার্ষদ ভকত সাথে,—
তোমার নিত্য সহচর সাথে,—

লোফা

তুমি এস এস হে।
সোনার গৌরাঙ্গশশী, এস এস হে।
—অধম-পতিতে ডাকে,—পাপী-তাপী-দুখী ডাকে,—
—অজ্ঞান-অরোধে ডাকে,—কাঙাল-পাগলে ডাকে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—কর্ম্মী-জ্ঞানী তোমায় ডাকে,—ভক্ত-প্রেমিক তোমায় ডাকে,—
—কলির জীব তোমায় ডাকে,—

একতালা

কেন আস্‌বে হে, কেন আস্‌বে হে।
আমি সাধন-ভজন জানি না, কেন আস্‌বে হে।
—আমি স্মরণ-মনন জানি না,—আমি ধ্যান-ধারণা জানি না,—
—আমি জপ জানি না তপ জানি না,—

জলদ লোফা

তোমায় আস্‌তে হবে হে।
পাপীর পাপ ঘুচাইতে, আস্‌তে হবে হে।
—দুখীর নয়ন মুছাইতে,—তাপীর তাপ মিটাইতে,—
—তুমি ছাড়া আর কে আছে,—

লোফা

যত মহাপাপী আমি, তত দয়াময় তুমি,
এ বড় ভরসা মম মনে। (গৌর হে)

একতালা

তুমি অধম-তারণ, পতিতপাবন,
—গৌর চাঁদ চাঁদ হে—
—আমার চাঁদ চাঁদ হে—সোনার চাঁদ চাঁদ হে—
এসে উদয় হও হে হৃদয় গগনে।

ঝুলন

এসে উদয় হও হে।
আমার হৃদয়ের চাঁদ হৃদে এসে, উদয় হও হে।
আমার ভাঙা ঘর আলো করে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি হৃদয়-আসন পেতে দিব,—
চরণ নয়ন জলে ধোয়াইব,—
আমি বদন পানে চেয়ে রব,—
আমি চরণ তলে বিকাইব,—

লোফা

প্রভু, এস এস হৃদয় মন্দিরে ;—বিরাজ অনন্তকাল তরে।

একতালা

কিরণ-পরাণে সরোজ-আসনে ॥

১২১

নগর সঙ্কীর্ত্তন

রূপক

জাগো সকলে,—
মোহনিদ্রা পরিহরি, হরি-হরি বলে'।
ভাবি পরিণাম, লহ হরিনাম, জপ অবিরাম, ভজ প্রাণারাম,
ওরে, দিতে ভবনদী পাড়ি, নাম তোর খেয়ার কড়ি,
—তাই ডাকি সবে ছুটে আয় আয়—
—ভব-ভয় আর থাকবেনা রে—
পূর্ণ হবে মনস্কাম হরিনাম জপিলে।

একতালা

জাগো জাগো সবে হরেকৃষ্ণ রবে, অসার ভাবনা ত্যজ রে ;
পুত্র পরিবার মায়ার বিকার, সারাৎসার ধনে ভজ রে।
তিনি প্রাণপতি, অগতির গতি, পাপীর সুমতি, আঁধারের জ্যোতি,
ভজিলে তাঁহারে কি ভয় কাহারে, প্রহরে-প্রহরে যজ রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভকতের প্রাণ, ভূমা ভগবান, কর নাম গান, কর নাম গান,
হরেকৃষ্ণ-রাম, জপ অবিরাম, নাম সুধারসে মজ রে।

ঝাঁপ

হরিনাম গানে আর পাপ-তাপ রবেনা ;
অসার ভাবনা যাবে, যাবে যম-যাতনা।
হরিনাম-সুধা পানে, মেতে রহ প্রাণে-প্রাণে, যাবে কালিমা ;—
—হরি-হরি বল মুখে—নাম-রসে ডুবে থাক—
পাপ-অবিশ্বাসে চিত কলুষিত হবেনা।
মজিলে নামের সরে, মিলিবে সে প্রাণেশ্বরে, কেন মজনা ;—
—হরিনাম সুধা পানে—পাপ-তাপ দূরে রেখে—
দোমে দোমে প্রাণায়ামে সাধ সেই সাধনা।
প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে, নাচ দুই বাহু তুলে, প্রেমে মাতনা ;—
—ঘৃণা লজ্জা ভয় ছেড়ে—নামের প্রেমে মাতাল হয়ে—
নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে দোমে হরেকৃষ্ণ বলনা।

ঝুলন

আত্মীয়-স্বজন দেহ গেহ ধন, নিশির স্বপন ছলনা ;
নবীন যৌবন কামিনী-কাঞ্চন, অবিরত করে বঞ্চনা।
নিতি কত লোক যায় যমলোক, উলটিয়া চোখ্ দেখনা ;
কেন ঘুম-ঘোরে রয়েছ বিভোরে, কিছুতেই নাই চেতনা।
সংসার ভীষণ গহন কানন, হিংস্র জন্তুগণ বিহরে ;
ধীরে চুপে-চুপে সাজি কত রূপে, পথহারা নরে বিদরে।
কাম-অভিমান অতি বলবান, দুই মূর্ত্তিমান বেয়াধি ;
চির শান্তিধাম মন-প্রাণারাম, হরিনাম তাহে ঔষধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-কামনা ব্যসন-বাসনা, ছাড়-না ভাবনা আন রে ;
পরনিন্দা-গ্লানি ত্যজি মিথ্যা-বাণী, কর নাম-সুধা পান রে।
মঙ্গল-নিধান ভূমা ভগবান, সঁপো মন-প্রাণ চরণে ;
হইলে পিরীতি হেরিবে মূরতি, ত্রিতাপ ঘুচিবে স্মরণে।

দশকুশী

অপার করুণা তাঁর, তিনি করুণা-নিধান ;
মনে-মুখে বল ভাই, হরেকৃষ্ণ হরেরাম।
—বল বল অবিরাম—

ঝুলন

বল হরি-হরি, বল হরি-হরি।
ঐ নাম দিবানিশি বল মুখে, ঐ নাম ভবনদীর তরী।
ঐ নাম দুখী-তাপীর শুভকরী, ঐ নাম বল বদন ভরি।
চল যাবে যদি শান্তিধামে, হরেকৃষ্ণ নাম সম্বল করি।

রূপক

মোহ-মায়া-ত্যজি শ্রীচরণ ভজি, চল চল ভাই সকলে,—
নেচে নেচে নাম গেয়ে, চল সবে যাই ধেয়ে,
—চল অসার সংসার পাশরিয়া—
—চল বিষয় বাসনা ত্যজিয়া—
চরণ-কিরণকণা মিলিবে অবহেলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২২

নগর সঙ্কীর্ত্তন

ধামাল

তোরা, আয়রে ভাই থাকিস্‌নে আর মোহেতে মগন ;
শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাগুণে এল ভবে সঙ্কীর্ত্তন।
—ওরে নগরবাসী—
শুনহে আশার বাণী ডাকিছেন সবে,
পাপতাপ-মোহঘোরে কেন পড়ে' তবে ;
ঐ ডাকে আয় আয় বলে,' শুন নগরবাসীগণ।
—শুন কাণ পেতে—

খয়রা

এস এস সবে।
—মোহ মায়া ত্যজি'—বৃথা বিষয়ে আর মজোনা রে—
শুনরে আশার বাণী, ঐ ডাকে হাত ছানি ;
কেন, বৃথা মোহপাশে, বৃথা সুখ আশে,
যেতেছ ছুটিয়া ত্যজি' এ বিভবে। (শান্তি পাবে বলে')
বিষয়-গরল পিয়ে, কেমনে রয়েছ জীয়ে ;
যদি, ত্রাণ পেতে চাও, চরণে লুটাও,
নাম-সুধারস পানে মজ তবে। (হরি হরি বলে')
কেন ঘুমে অচেতন, জাগাও হৃদয় মন ;
তুমি, হরে কৃষ্ণ বলে' নাচ বাহুতুলে,
চির-শান্তি-পদ লভিবে ভবে। (নাম গানে মজ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোফা

ভাই রে,—সংসার-আঁধার মাঝে তিনি প্রেম-জ্যোতি,
আঁধারে হারালে পথ পাবে জ্ঞান-বাতি ;
আঁধার পথে—হারানো পথ মিলে না মিলে না—
—ও সেই বাতি বিনে—সংসারেতে দিবেন জ্ঞান-বাতি।
ভাই রে,—আলোকের শিশু মোরা আঁধারেতে কেন,
আলো পাবে ভজ সেই জ্যোতি-বিনোদন ;
আলো পাবে—গভীর আঁধার মাঝে রে—
—পথ হারা হলে'—ভজ সেই জ্যোতি-বিনোদন।
ভাই রে,—তিনি অমৃতের খনি করুণা-নিধান,
ভুলি জ্বালা ধূয়ে মলা হও সমাধান ;
ভুলি জ্বালা—চিরদিনের মত রে—
—তাঁর পানে চেয়ে—ভুলি সব হও সমাধান।
—সেই প্রেমময়ে রে—ত্যজি মায়া মোহ রে—

দশকুশী

আজি, সকলে মিলি যতনে, বাঁধিব গো সে রতনে,
সঙ্গোপনে পরাণের তারে ;—অতি কঠিন করে'রে—
গাহিব সে নাম গান,—নাচিয়া নাচিয়া মোরা—
করিব অমৃত পান, উঠ্‌বে তান প্রতি ঘরে ঘরে।
শুন ভাই আশার বাণী,—মধুর মধুর-মধুর রে—
সবে কর জয়ধ্বনি, এল নাম পাপী তরাবারে।
কর সবে নাম গান,—সুমধুর হরি নাম রে—
নামে হও সমাধান, ডুবে রহ নামের সাগরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একতালা

আনন্দে বদনে বল হরেকৃষ্ণ নাম রে।
আমরা যত জগাই মাধাই সবে পাব ত্রাণ রে ;
বদন ভরিয়া কর হরিনাম গান রে।
—হরি হরি হরি রে—হরেকৃষ্ণ বল রে—
ভুলিয়া সংসার কর নাম-সুধা পান রে ;
এতদিনে এল ভবে মধুর হরিনাম রে।
—বুঝি পাপী তরাইতে রে—বুঝি গোলোকে লইতে রে—
এ কার আহ্বান-বাণী কাঁপায় পরাণ রে ;
হরিনাম সুধারসে হও সমাধান রে।
—মিছে মোহ-মায়া ত্যজ রে—মিছে পাপ-তাপ ভুল রে—
—মিছে দুখ-শোক মুছরে—মিছে খেলা-ধূলা ছাড় রে—

ধামাল

ভুলিয়া অসার সুখ হও অগ্রসর,
নাচ গাও ডুবে থাক কেন লোক ডর ;
ডুব দিলে সে অতলে, মিলিবে অমূল ধন।
—ওরে পাগল কিরণ—

১২৩

ডাক সঙ্কীর্ত্তন

একতালা

ছেড়ে মোহ-মায়া সুতা-সুত-জায়া, নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখ ;
কত কাল ভ্রমে, রহিবে এ ঘুমে, সে প্রেম-অমিয়া পরাণে মাখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝুলন

তিনি প্রাণ-পতি অগতির গতি অশেষ-দুর্গতি-নাশকারী ;
নিখিল-অঞ্জন সাধক-রঞ্জন বিপদ-ভঞ্জন গৌরহরি।

একতালা

মজ নাম গানে।
—নামে সুধা ঝরে— —নামে প্রেম ক্ষরে—
—অজপা সাধন সাধ—

ঝুলন

জপ হরিনাম, হবে পূর্ণকাম, সব পরিণাম হবে ভাল ;
ছাড় কাম-দাম, পাবে শান্তিধাম, প্রিয়-প্রাণারাম নামে গল।

একতালা

রাধে-গোবিন্দ বল।
মধুর, হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ—বল রে বল।
এ নাম, মধুর মধুর মধুর বড়—
হরি, নাম-সুধারস পান কর—
নামের, বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে—
নামে, মন-প্রাণ পাগল করে—
এ নাম, কোথায় ছিল কে আনিল—
এ নাম, জীবের ভাগ্যে উদয় হলো—
এমন, মধুর নাম তো আর হবেনা—
নামে, পাপ-তাপ আর রবেনা—
নামে, নিরাশ প্রাণে আশা হবে—
নামে, শোক-জ্বালা দূরে যাবে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ নাম, আমরা শুনি তোমরা বল—
নামে, তাপিত অঙ্গ শীতল হলো—
এ নাম, যোগী-ঋষির সাধনের ধন—
এ নাম, সাধু-ভক্তের হৃদয় রতন—
নামে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল—
নামে, মরা ভ্রমর গুঞ্জরিল—
নামে, নিরাশ পরাণ সরস হলো—
নামে, মরা মানুষ বেঁচে গেল—
ঐ নাম, গৌর আমার বিলাইল—
নামে, জগাই মাধাই তরে' গেল—
শুন, নিতাই ডাকে আয় আয় বলে'—
ওরে, নামের গুণে পাষাণ গলে—
নামে, আমরা পাপী তরে যাব—
সেই, প্রেম-দরবারে ঠাঁই পাব—
নামে, নিত্যানন্দ লাভ হবে—
নামে, সদানন্দের উদয় হবে—

মৃদু একতালা

পাবে সত্য-সুধা।
—তমো নাশ হবে— —ত্রিতাপ জ্বালা যাবে—
—জাগিয়া উঠিবে হিয়া—

একতালা

লহরে কিরণ, চরণে শরণ, সে ধনে নয়নে নয়নে রাখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২৪

ডাক সঙ্কীর্ত্তন

একতালা

কামিনী-কাঞ্চনে মজে' কেন পড়িলি ঢলে'।
ছাড় কাম-অভিমান, 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান,
—ছাখ্‌রে ও সব মায়ার খেলা—
নাচ হরেকৃষ্ণ হরি বলে'।
—দুটি বাহু তুলে'—সকল ভুলে' গিয়ে—প্রেমে কেঁদে-কেঁদে—
এসেছে নবীন গোরা, আয় সবে আয় তোরা,
—কত পাপী-তাপী তরে' গেল—
হরি-হরি বল প্রেমে গলে'।
—প্রেমে নেচে-নেচে—একবার পরাণ খুলে'—একবার মনের সাধে—

ঝাঁপ

সম্পদে বিপদে আমি মুখপানে চাহিব ;
যত দুখ দিবে দাও সব আমি সহিব।
যদি, এ আঁধারে পথ ভুলি, চেয়ো মোরে মুখ তুলি,
আমি, ডঙ্কা মেরে চলে' যাব।
—তব মুখপানে চেয়ে—তব নাম গেয়ে-গেয়ে—

ঝুলন

পারের তরী এলো ঘাটে কে কে যাবি আয় ;
ঐ ছাখ্‌, হাল ধরে' বারেবারে ডাকিছে নিতাই।
—তোরা কে কে যাবি আয় আয় রে—
ওরে, ভব-নদী পাড়ি দিতে আর ভয় নাই।
—ঐ ছাখ্‌ দয়াল নিতাই এসেছে রে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার, জনম-মরণ বিধি-বারণ মিটে গেল ভাই।
—সেই প্রেম-মুখ নেহারিয়া রে—
ছাড়ি, মোহ-মায়া ভ্রম-ছায়া, চল সবে যাই।
—চল বাহু তুলে নেচে নেচে রে—

একতালা

গৌর নিতাই দু-ভাই এলো, ত্রিতাপ-জ্বালা দূরে গেল,
—জীবের পাপ-তাপ ঘুচিল রে—
ডাক কিরণ-তারণ বলে'।
—সে যে পতিত-পাবন—সে যে কলুষ-নাশন—
—সে যে হৃদয়-রতন—সে যে হিয়ার জীবন—

১২৫

নগর-সঙ্কীর্ত্তন

(দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষে খালিয়া শ্রীশ্রীভগবৎ কীর্ত্তন সমাজ কর্ত্তৃক গীত
১০ চৈত্র, ১৩০৮)

একতালা

নদীয়া নগর আজি কেন টলমল।
সেঁচি' শচি-গর্ভ-সিন্ধু, প্রকাশিল পূর্ণ ইন্দু
—পাপী-নিন্দুকের চিতে ভয় বাড়াতে—
(জীবের) ভাবনা-বিন্দু ফুরাল।
—ইন্দু প্রকাশিল—গেলরে, গেল আঁধার নিশা—
—গেল মোহের ছলা--পূর্ণ ইন্দুর, প্রকাশ হেরে—
জীবের ভাবনা-বিন্দু ফুরাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি উদিল গৌরাঙ্গ-শশী,
——জীবের তমোরাশি নাশিবারে—
(ঐ ছাখ্) লাজে শশী মুখ লুকাল।
—শশী গ্রহণ ছলে—অকলঙ্ক, শশী হেরে—
—ঐ ছাখ্ কলঙ্কী চাঁদ—গোরাচাঁদের, উদয় হেরে—
ঐ ছাখ্ লাজে শশী মুখ লুকাল।
পাপী তাপী ছুটে চল, দুখের নিশি প্রভাত হলো,
—নেচে আয় ওরে জগৎবাসী—
(শুভ) হরিনাম ভবে এল।
—পাপী উদ্ধারিতে—প্রেম-ভক্তি দিতে—
—রস অস্বাদিতে—দিলরে, সোনার গৌর দিল—
—অযাচকে দিল—জীবের ঘরে ঘরে—
—দুখ-শোকহারী—কলিযুগে, জীবের সম্বল—
—বল নেচে নেচে—ভব পারে, যেতে শুধু—
শুভ হরিনাম ভবে এল।

রূপক

ভাইরে, চন্দন তুলসী দলে, অর্ঘ্য দিয়া পদ-তলে,
নাড়া অদ্বৈত কাঁদিয়া বলে, আসিতে যে হবে।

একতালা

কলির জীবের দুখে, সীতানাথের ডাকে, অবতীর্ণ ভবে।

ঝুলন

ওরে পাপীর দুখ গেল—গেল রে, ছাখ্ গৌর এল।
পাপীর দুখ গেল।
—চিরদিনের মত—নামের সাড়া পেয়ে—
—হরিনাম পেয়ে—সীতানাথের কৃপায়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝাঁপ

কে কোথা আছ রে পাপী, আয় ছুটে আয় রে ;
ঐ ত্যাখ্, করে' হেলা গেল বেলা, বিফল খেলায় রে।
আর থেক না রে, মোহ-ঘুম ঘোরে,
—একবার ভেঙে নেশা ত্যাখ্ রে চেয়ে—
—মনের ময়লা-মাটি ফেল্ না ধুয়ে—
ঐ ত্যাখ্, গৌর এল নদীয়ায় রে।
—জীবের ভাবনা গেল—জনম সফল হলো—
—হরিনাম বিলাতে—রাধা প্রেম বিলাতে—
ডাকে পারের নেয়ে, তোরা আয় না ধেয়ে,
—ভব পারে যেতে ভাবনা গেল—শোক-তাপ ঘুচে গেল—
চল, নেচে নেচে পারের নায় রে।
—গৌর গৌর বলে'—নিতাই নিতাই বলে'—
—সাধন ভজন ছেড়ে—নামের ডঙ্কা মেরে—

ঝুলন

শ্রীশচীনন্দন, জগত বন্দন, জয় গোরা নটবর ;
নদীয়ার ইন্দু, প্রেম-সুখ-সিন্ধু, ভাব রসের সাগর।
অরুণ লোচন, অধেক বচন, আজানুলম্বিত ভুজ ;
অনর্পিত প্রেম, নিকষিত হেম, বিলয়তি দ্বিজরাজ।
চন্দন-চর্চ্চিত, মাল্য বিভূষিত, নয়নে বহত নীর ;
জীবের লাগিয়া কাঁদয়ে যোগীয়া, হিয়া না মানয়ে থির।
পাষণ্ড-খণ্ডন, শ্রীভুজ মণ্ডন, হাস-বিকশিত-গণ্ড ;
গাওত রোঁয়ত, হাসত নাচত, কলিযুগ-ভুজগ-দণ্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একতালা

গৌরহরি বলে', নাচ বাহুতুলে,
—এস প্রেমানন্দে জগৎ ভুলে'—
—যোগ-যাগের সাধন দাওরে ফেলে—
ভাইরে, বদন ভরে' সবে হরি বল।
—প্রেমে নেচে নেচে—হরিবোল, ও তোর ভাবনা গেল—
—ঐ ছাখ্ দিন ফুরাল—বৃথা জনম গেল—
—গেলরে, সাধের জনম গেল—ঐ ছাখ্ গৌর এল—
—এলরে, সোনার গৌর এল—তিমির বিনাশিল—
—কিরণ প্রকাশিল—প্রেমের কিরণ, প্রকাশিল—
একবার, গৌরহরি বলে' নেচে চল।

১২৬

নগরসঙ্কীর্ত্তন

(পঞ্চম-দোল উপলক্ষে খালিয়া পশ্চিম পাড়া কর্ত্তৃক গীত
১৬ চৈত্র, ১৩০৮)

একতালা

নিখিল জগতে হরিনাম দিতে, এলো নদীয়াতে গোরা রায় ;
গেল রে ভাবনা, শমন যাতনা, পাপী-তাপী ছুটে আয় রে আয়।
তাপিত আয় রে আয়, তৃষিত আয় রে আয়॥
দারা-সুত-ধন নহেরে আপন, প্রিয় পরিজন পথের পরিচয় ;
হারায়োনা দিশা, ভাঙরে এ নেশা, আশা যদি মনে পাইতে আশ্রয়।
ছাড়রে বাসনা, ভুল রে কামনা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহ-ঘুম ঘোরে, পাপের বিকারে, কেন আর পড়ে' আছ ভাই,
গোরাচাঁদ এলো, ভাবনা ফুরাল, হরি হরি বল, দিন যায়।
হরি বোল দিন যায়, হরি বোল দিন যায়॥

একতালা

হরি বলে' নেচে,—ভাই ভাই মিলে চল রে ;
ওরে, আর বেলা নাই, নেচে চল ভাই, দিন ফুরায়ে গেল রে।
যদি জনমিলে মানবের কুলে তবে কেন নাম ভুল রে ;
ঐ ত্যাখ্, করে' হেলা-খেলা, ফুরাইল বেলা, নাম-সুধারসে গল রে।
দু'দিনের আশা, এই ভবে আসা, ভেঙে নেশা হরি বল রে ;
হরি, নামামৃত পানে, বিভোল পরাণে, প্রেম-বারি পদে ঢাল রে।
ভবের ভাবনা, ত্রিতাপ যাতনা, বাসনা মুছে ফেল রে ;
ভাইরে, আর কিবা ভয়, হইয়া সদয়, আপনি হরি এল রে।

একতালা

হরেকৃষ্ণ সাধ, মধুর সাধনা, এড়াবে শমনের দায়।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম ;
কৃষ্ণ অখিলের পতি, সুখ-শান্তিধাম।
অনাথের নাথ হরি পতিত-পাবন ;
তাপীর ঘুচিবে তাপ হরি বল মন।
কে কোথা আছ রে পাপী আয় ছুটে আয় ;
ধূলা-মাটি ঝেড়ে ফেল, দিন বয়ে যায়।
জাতিকুল দূরে গেল, এলরে নিতাই ;
বাহুতুলে হরি বলে' নেচে চল ভাই।
এলো রে নদীয়া-শশী ভাবনা ঘুচিল ;
হরি বলে' নেচে গেয়ে ভবপারে চল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একতালা

এল, পাতকী তারিতে, প্রেমভক্তি দিতে,
যেন যমকে ধরিল যমে ;
ভুলে', মান অপমান, হও সমাধান,
ভাইরে, চল সবে শান্তিধামে।
—গেল আপদ বালাই—

একতালা

ওরে বেলা গেল, চল ছুটে চল,
—ও তোর হেলায়-হেলায় দিন ফুরাল—
—মনের ময়লা-মাটি ধুয়ে ফেল—
ঐ ছাখ্,ও-পারের নেয়ে যায় তরী বেয়ে,পাপী-তাপী ধেয়ে আয় রে আয়।
গৌরাঙ্গ-কিরণ, মাখ রে পরাণ॥

১২৭

ডাক সঙ্কীর্ত্তন

[চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে খালিয়া শ্রীশ্রীভগবৎ কীর্ত্তন সমাজ কর্ত্তৃক গীত। ৯ বৈশাখ, ১৩০৯]

একতালা

চেয়ে ছাখ্ ওরে জগৎবাসী, জনম বৃথা যায় রে ;
সাধের, মানব জনম দুর্লভ জনম, হেলাতে ফুরায় রে।
—ওরে হরির চরণ না ভজিলি রে—কিসে ভুলে রলি—
ভাইরে, এমন জনম আর হবেনা, সুযোগ বহে' যায় রে।
—তোর গোণা দিন ফুরায়ে গেল রে—কেবল বৃথা কাজে—
ভাইরে, মায়ায় মজে' বিফল কাজে, সময় বহে' যায় রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তোর রিপুর নেশা ছুট্‌লোনা রে—এত দেখে-শুনে—
ভাইরে, 'আমি-আমার' মায়ার বিকার, কেউনা সাথে যায় রে।
—ওরে ভবলীলা ভোজের বাজী রে,—ছাড় বিষম নেশা—
ভাইরে, মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি, কেবল আঁধারময় রে।
—ওরে একবার আঁখি মুদে' দেখ রে—এসব খোকার টাঁটি—
ঐ ছাখ্, করে' হেলা গেল বেলা, ছেড়ে খেলা আয় রে।
—ভাইরে শুভদিনের উদয় হলো রে—হরি নাম এলো—
ভাইরে, গৌর এলো ভাবনা গেল, আর তো আঁধার নাই রে।
—গৌর-গৌর বলে' ধেয়ে আয় রে—পাপী-তাপী যত—
ভাইরে, গ্রহণ ছলে হরি বলে' সবাই নেচে ধায় রে।
—গৌর চাঁদের উদয় হলো রে—চাঁদ লুকাইল—

একতালা

ভাই-ভাই মিলে হরি-হরি বলে' এসোরে সকলে ধেয়ে ;
ভুলে' কাম-অভিমান হও সমাধান, মধুমাখা নাম গেয়ে।
ঘরে-ঘরে ওকে হরিনাম যাচে, এস সবে ভাই যাই নেচে-নেচে,
কলির, জীবের জীবন হরিনাম ধন, লব তাঁর কাছে চেয়ে।
শুন ভাই সবে শুভ সমাচার, নিতাই নিয়েছে পাপীদের ভার,
কেউ, রবেনা তো বাকী পতিত-পাতকী, তরে' যাবে নাম পেয়ে।
ঘুচে' যাবে তোর মোহ ঘুমঘোর, ছিঁড়ে যাবে যত বাসনার ডোর,
তুমি, নিজ মন-সাধে হরিবল কেঁদে, ধূলা-মাটি যাবে ধুয়ে।

একতালা

আমি, মোহ-ঘুমে মাটি চুমে' আছি নাথ পড়ে' ;
তুমি, দয়া করি দাও হরি, জাগাইয়া মোরে।
—একবার দয়া কর—পাপ-তাপ হর—আমি মহাপাপী—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লয়ে পাপের বোঝা, এযে বিষম সাজা,
—আগে না বুঝিয়া ডুবে' মরি—
—আমি এ বোঝা আর বইতে নারি—
তুমি, বোঝা নামাও ক্ষণেক দাঁড়াও, দেখি নয়ন ভরে'।
—আমি হের্‌ব তোমায়—দেখা দাও হে মোরে—আমি শ্রান্ত-ক্লান্ত—
এসে ভবের হাটে, বৃথা দিন যে কাটে,
—আমি কি করিতে কি করিনু—
—আমি তোমায় ভুলে' রইনু পড়ে'—
এ যে, মায়ার খেলা মোহের মেলা, দিনেক-দু'দিন তরে।
—তবু' ভুলে' আছি—সাধের দিন ফুরালো—আমার ঘুচাও নেশা—
শুনি নাম গানে, তরে পাপী-জনে,
—আমি মহাপাপী রইনু পড়ে'—
—আমায় দাও হে চরণ অধম-তারণ—
শুনে' আশার বাণী তাই তো আমি এসেছি দুয়ারে।
—দেখো ফিরায়োনা—চরণে ঠেলোনা—ওহে দীনের সখা—
তুমি দয়াল ঠাকুর, আমায় করোনা দূর,
—পাপী-তাপীর আর গতি নাই—
—আমি তোমায় ধরে' রইলাম পড়ে'—
তুমি, ধ্রুব-জ্যোতি আমার গতি আলোকে-আঁধারে।
—আমি তরে' যাব—নামের দোহাই দিয়ে—বাহুতুলে নেচে-নেচে—

ঝুলন

নমো নারায়ণ, ক্ষীরোদ-শয়ন, ধ্বজ-বজ্র সুশোভন ;
অখিল-তারণ, অনাদি-কারণ, নমো ভুবন-মোহন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনন্দ-নন্দন, সাধক-বন্দন, ধড়া-চূড়া-পরিধান ;
অনাথ-শরণ শ্যামল-বরণ ব্রজ-নর-নারী-প্রাণ।
গোপিনী-মোহন, রাধিকা-রমন, বৃন্দাবন-প্রাণধন ;
ব্রজেন্দ্র-নন্দন, যশোদা-জীবন, ধারণ শ্রীগোবর্দ্ধন।
কালীয়-দমন, কেশী-নিসূদন, কংস-দানব-ঘাতন ;
কিশোরী-মোহন, নিকুঞ্জ-শোভন, লোভন মনমোহন।
জগত-রঞ্জন, বিপদ-ভঞ্জন, সাধু-নয়ন-অঞ্জন ;
বঙ্কিম-নয়ন, মুরলী-বয়ান, নমো শ্রীমধুসূদন।

ঝাঁপ

হরিনামে দূরে গেল পাপের বাসনা ;
চিরতরে ঘুচিল রে ত্রিতাপের যাতনা।
নাচ সবে বাহু তুলে, প্রেমানন্দে হেলে-দুলে, গেল ভাবনা ;
—আসক-বাসক গেল—শান্তি-সন্তোষ এলো—
হরিনামে পরিণামে যম-জ্বালা রবেনা।

মৃদু একতালা

ঘুচ্‌লো ভবের গণ্ডগোল ;
ভাইরে, সবাই একবার বল্ হরিবোল।

একতালা

ওরে, হরি বলে' প্রেমে গলে' আয় তোরা আয় রে।
—প্রেমে নেচে নেচে আয় আয় রে—
—ঐ ত্যাখ্ ফুট্‌লো কিরণ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২৮

নগর সঙ্কীর্ত্তন

[শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-পূজা উপলক্ষ্যে খালিয়া শ্রীশ্রীভগবৎ কীর্ত্তন সমাজ কর্ত্তৃক গীত, ২ বৈশাখ, ১৩০৯]

একতালা

মনের ময়লা-মাটি ঝেড়ে, ধূলা-খেলা ছেড়ে, আয় রে মায়ের কোলে।
ভাই রে, এলো রে জননী আজি পূজ' বিল্বদলে।
ভাই রে, ধুয়ে দে' অভয় চরণ নয়ন-জলে।
ভাই রে, বসিতে আসন দেহ হৃদয়-কমলে।
ভাই রে, ভকতি-কুসুম দেহ চরণ-যুগলে।
ভাই রে, ভব-ক্ষুধা দূরে যাবে ডাক 'মা' বলে।
ভাই রে, মন-সাধে কেঁদে-কেঁদে ডাক 'মা' বলে।

ঝাঁপ

তুমি বিনে দয়াময়ী দয়া কে করিবে ;
প্রাণের আঁধার মম আর কে নাশিবে।

ঝুলন

আমার আর কে আছে।
তুমি বিনে দয়া করে, এমন আর কে আছে।
তাপিত পরাণ শীতল করে,—
দীনে দয়া বিতরিবে,—
সকল সাধ মিটাইবে,—
—তুমি নিখিল-মঙ্গলময়ী—

ঝাঁপ

কাঙালে করুণা হেন আর কে করিবে ;
স্নেহের অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝুলন

আমার আর কে আছে।
'মা' বলে' তাই ডাকি তোরে,—
তোমার মতন আপনার জন,—
এসো গো মা কাছে এসো,—
ছেলে বলে' লও মা কোলে,—
—মম অহং তম সম কর—

ঝাঁপ

যখন পাপ মাঝারে, পড়ে' থাকি অন্ধকারে,

একতালা

তখন, প্রকাশিয়া জ্যোতি, সুবিমল ভাতি,
গগন-বিভেদি রবে,—

ঝাঁপ

অলস অবশ হিয়া বল কে জাগাবে।
তুমি বিনে দয়াময়ী দয়া কে করিবে;
প্রাণের আঁধার মম আর কে নাশিবে।

ঝুলন

আমার আর কে আছে।
অনাথ বলে' কোলে নিবে, এমন আর কে আছে।
আমারে 'আমার' বলিবে,—
তোমার মতন ব্যথার ব্যথিত,—
তুমি মোহ-পাপ-তাপহরা—

ঝাঁপ

যখন হারায়ে দিশে, কাঁদি বসে' হা-হুতাশে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একতালা

তখন, এসে ধীরে ধীরে হিয়ার কুটিরে,
স্নেহ-ভরে কত কবে,—

ঝাঁপ

শুনি সে আশার বাণী মোহ দূরে যাবে।
তোমার প্রকাশে প্রাণ পুলকিত হবে ;
সকল আঁধার ধাঁধা তরাসে লুকাবে।

ঝুলন

আমার আর কে আছে।
তোমার রূপে ভুবন আলো, এমন আর কে আছে।
এই তো তুমি কাছে-কাছে—
তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব,—
কোথায় গিয়ে জুড়াইব,—
—তুমি হৃদয়-জোড়া ভুবন-ভরা—

ঝাঁপ

এত ভালবাস তুমি, তোমারে না চিনি আমি,

একতালা

আমায়, ছেড়োনা ছেড়োনা, ফেলিয়া যেয়োনা,
ঠাঁই দেহ পদ-রাজীবে,—

ঝাঁপ

মানস-বাসনা মম তবে তো মিটিবে।
হেন মধুমাখা তুমি ভাবনা কি তবে ;
তব মধু নাম-গানে সর্ব্ব-সিদ্ধি হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একতালা

পিয়ে, মায়ের নাম সুধা, মিট্‌লো ভবের ক্ষুধা, গেল ত্রিতাপ চলে'।
নাচ, 'মা' 'মা' বলে হেলে-দুলে, দুবাহু তুলে।
দাও, দেহ-গেহ-মন-প্রাণ চরণে ঢেলে।
তুমি, যোগে-যাগে-অনুরাগে ডাক 'মা' বলে।
দীন, কাঙাল বেশে চল কিরণ মায়ের কোলে।

১২৯

ইমন্ ভূপালী—একতালা

শান্তি-নিঝর সিঞ্চিয়া প্রাণে, ধন্য করিয়া কাঙাল দেশ।
ভারতে এসেছে জননী আবার, ধরি ওই দশভূজার বেশ॥
বরষে বরষে হরষ বরষি, এসে চলে' যাও জননী মোর;
তুমি যার মাতা তার কেন হেন দুঃখের নিশি হয়না ভোর।
দশ-করে দশ-প্রহরণ ধর, ঘুচিলনা তবু' ভিখারী-বেশ;
কতদিনে আর ফুরাবে দৈন্য, কতদিনে হবে ভোগের শেষ॥
অন্ন অর্থ নাহি সামর্থ্য, বীর্য্য স্বাস্থ্য কিছুই নাই;
ধূলি-ধূসরিত ক্ষীণ দেহ-মন, জগতে মোদের নাহিরে ঠাঁই।
প্রাণে-প্রাণে দেহ বিমল ঐক্য, মুছাও কালিমা ঘুচাও ক্লেশ;
তোর ছেলে মোরা, দে' মা তা' বুঝায়ে, দূর হয়ে যাক্ হিংসা-দ্বেষ॥
আবার আসিয়ো জননী মোদের, ঘরে-ঘরে পূজা লইয়ো আসি;
ভারত-তিমির হরণ করিয়া, বিতরিয়ো তব বিমল হাসি।
ভাইয়ে-ভাইয়ে মোরা হই কোলাকুলি, দুঃখ-দৈন্য রবেনা লেশ;
ভারতের যত সন্তান এস, ভারত-মাতার ঘুচাই ক্লেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩০

শ্রীরাম কীর্ত্তন

[খালিয়াপুর্ব্বপাড়া থিয়েটর কোম্পানী কর্ত্তৃক "শ্রীরাম বনবাস" অভিনয়ে গীত]

কীর্ত্তনের সুর—একতালা

চল্ রে, সবাই মিলে সকল ভুলে' শ্রীরাম দরশনে ;
ঐ ত্থাখ্, সুনীল-বরণ অধম-তারণ, ডাকৃছে রে জনে-জনে।
—ও ভাই, আয়রে তোরা আয় আয় রে—
—বল্ রে, কতকাল আর ভুলে' রবি—
সে যে, ধনুকধারী রক্ষ-অরি, রক্ষিবে জীবন-রণে !
—রিপু-রাক্ষসে আর ডরাইনা রে—
—সে যে রিপুর অরি ভয়হারী—
মোদের, ঘুচ্লো জ্বালা মোহের খেলা, রাম-নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
—আমরা ডঙ্কা মেরে চলে যাব রে—
—ভবের তুফান পাড়ি দিয়ে—
মোদের, সব ফুরালো ত্রিতাপ গেল, মধুর নামের কিরণে।
—এ নাম, ভুবন ভরে' বিলাইব রে—
—ওরে, আর তো মানা মান্‌বোনা রে—

১৩১

মঙ্গল আরতি

ভাঁয়রো—ঠুংরী

অযোধ্যা ভবনে রত্ন-সিংহাসনে, শ্রীরাম-জানকী বিরাজে।
অনন্ত অম্বুধি শ্রীলছমণজী, দণ্ডধারী বেশে সাজে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্ত ভরতজী চামর ঢুলাওয়ে, শত্রুঘ্ন চারু ছত্র ধরে।
একান্ত তন্ময় ভক্তরাজ-রাজ শ্রীমহাবীরজী যোড় করে॥
বশিষ্ঠ তাপস আরতি আচরে, চৌদিকে মঙ্গল বিভাতে।
হের রে নয়ন মঙ্গল-আরতি, তরুণ অরুণ প্রভাতে॥

১৩২

মঙ্গল আরতি

ভাঁয়রো—ঠুংরী

বৃন্দা-বিপিনে কি মঙ্গল আরতি, হের রে নয়ন আনন্দে।
মঙ্গল আরতি মঙ্গল আরতি, সুর-নর-ভুবন বন্দে॥
ধূপ-গুগ্‌গুলু চন্দন সৌরভ, বহত মধু মৃদুমন্দে।
রতন-পালঙ্কে যুগল মাধুরী, ত্রিভঙ্গ অপরূপ ছন্দে॥
প্রিয় সহচরী চামর ঢুলাওয়ে, নাচত সব সখীবৃন্দে।
কুঞ্জ-কুঞ্জ হতে ধাওল গোপ-নারী, হেরইতে রাধাগোবিন্দে॥

১৩৩

মঙ্গল আরতি

ভাঁয়রো—ঠুংরী

মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর কি, আনন্দ নদীয়া নগরে।
মঙ্গল মৃদঙ্গ ঝাঁঝর বাজত, মঙ্গল কীর্ত্তন কুহরে॥
গদাধর-প্রিয় চামর ঢুলাওয়ে, শ্রীবাস নাচত বিভোরে।
নিত্যানন্দ জয়-হুঙ্কার গাজত, সীতানাথ সুখে নেহারে॥
পাষণ্ড-পাবন শ্রীশচীনন্দন, স্থাবর-জঙ্গম ফুকারে।
ভক্তগণ ঘিরি মঙ্গল গাওয়ে, তিমির হরল সংসারে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩৪

ভোগ আরতি

ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ॥
জয় নিত্যানন্দ জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥
শান্তিপুরে কলরব প্রভুর প্রকাশ ।
সীতানাথ গৃহে আজি ভোজন বিলাস ॥
সুশীতল জলে দিল পাখালি চরণ ।
ভোজন মন্দিরে প্রভু কৈলা আগমন ॥
বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই ।
মধ্যাসনে বসিলেন গৌরাঙ্গ-গোঁসাই ॥
মধ্যে সদ্য ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ ।
চৌদিকে ব্যঞ্জন-দোনা শুক্তা মুদ্গ-সূপ ॥
বেগুন-পটোল ভাজা শাক নানামত ।
মোচাঘণ্ট চড়্‌চড়ি চাপরাদি যত ॥
লাফ্‌ড়া ব্যঞ্জন আর রসাল পায়স ।
তিক্ত-লবণাক্ত-অম্ল-মধুরাদি রস ॥
ভোগের উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী ।
জলপাত্রে সুবাসিত বারি দিল ভরি ॥
তিন প্রভু সকৌতকে করেন ভোজন ।
ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান তিনের মিলন ॥
অদ্বৈত-গৃহিণী সুখে দেন ওলাহন ।
বাজে শঙ্খ সুমঙ্গল নাচে ভক্তগণ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুবনাধিপের হেরি ভোজনের রঙ্গ।
শান্তিপুরে বহে আজি প্রেমের তরঙ্গ॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈলা আচমন।
লবঙ্গ এলাচি-বীজ করেন চর্ব্বণ॥
সুগন্ধ চন্দনে লিপ্ত হেম কলেবর।
সুরভি কুসুম-মালা হিয়ার উপর॥
কোমল শয্যায় প্রভু করিলা শয়ন।
আনন্দে ভকত করে পাদ-সম্বাহন॥
অবশেষ-কণা লাগি আকুল প্রার্থনা।
কিরণের মিটে গেল সকল বাসনা॥

১৩৫

জলকেলির গান

বাউলের সুর—একতালা

ওরে, প্রেমের গাঙে রংবেরঙের জোয়ার এসেছে।
ছিল, যত কিছু উচু-নীচু, সকল ভেসেছে॥
জলের, পরশ পেয়ে ডাঙার ভুঁয়ে ভাঙণ ঢসেছে।
পেয়ে, মাটী খাসা রসিক চাষা ফসল চষেছে॥
নদীর, কুলে-কুলে বিনামূলে দোকান বসেছে।
ওরে, গ্রামে-গ্রামে মধুর নামের ধ্বনি পশেছে॥
এবার, কেনা-বেচা কেবল নাচা, নিতাই বলেছে।
যত, পুরুষ-নারী ভরম ছাড়ি নাইতে চলেছে॥
পেয়ে, ঢেউয়ের দোলা পুটুলি-ঝোলার বাঁধন ফেসেছে।
ঐ ছাখ্, গাঙের জলে আলোর ছলে কিরণ হেসেছে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩৬

শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন নাম-মালা

[১]

ভজ গুরু-গৌরাঙ্গ রাধা-গোবিন্দ
ব্রহ্ম-নারায়ণ হরেকৃষ্ণ-রাম ॥

[২]

শ্রীশচী-নন্দন নদীয়া-ইন্দু।
পতিতপাবন করুণা-সিন্ধু ॥

[৩]

যশোদানন্দন ব্রজবিহারী।
গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ মুরারি ॥

[৪]

সীতাপতি-সুন্দর রাজা রাম।
ভক্তজনাশ্রয় রাঘব রাম ॥

[৫]

ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদ্বৈত নিত্যানন্দ।
হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধাগোবিন্দ ॥

১৩৭

অভ্যর্থনা *

আলেয়া-জৎজয়ন্তী—ঝাঁপ

এসহে এসহে দেব, দীনহীন ভবনে ;
মোরা, আশা-পথ চেয়ে আছি তৃষিত এ নয়নে।

---

* ১৩০৯ সাল ৬ জ্যৈষ্ঠ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর খালিয়ায় আগমন উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীভগবৎ-কীর্ত্তন সমাজ কর্ত্তৃক গীত সঙ্গীত-পঞ্চক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুদিনের আশা, আজি মিটিল হে,
—বলো কেমনে জানাব তোমায়—
—মোরা ভকতিহীন সাধন-বিহীন—
মোদের, সকল দুখ ঘুচে গেল, তোমার আগমনে।
জ্বেলে জ্ঞানের বাতি, কর শুদ্ধ মতি,
—হরি-পদে রতি-মতি দাও হে—
—তোমার চরণে এই ভিক্ষা মাগি—
হর, ত্রিতাপ-জ্বালা, পর মালা, বুঝাও আশীর্ব্বচনে।
তুমি হিন্দুর আশা, ভারতের ভরসা,
—তুমি দেশ-মাতার নয়ন-মণি—
—আমরা তোমার পানে চেয়ে আছি—
ঘুচাও, আঁধার রাশি—হাসি হাসি কিরণ বিকীরণে।

১৩৮

আনন্দ

বাউলের সুর—একতালা

বাজ্‌লো ঐ নামের ভেরী ;
ভাইরে, প্রেমে গলে হেলে-দুলে' বাহু তুলে' বল্ হরি।
কলির, জীবের দুখে এলো ও-কে, কৃষ্ণানন্দ-রূপ ধরি ;
—ও-কে দয়াল বেশে এলো দেশে—
তাঁর, হৃদয় মাঝে ঐ বিরাজে জননী যোগেশ্বরী।
সাধের, সুখ-শোভাময় ভারতভূমি রইলো আঁধারে পড়ি ;
—তার আমার বল্‌তে কেউ তো নাহি—
তাই, আঁধার নাশি হাসি-হাসি কে এলো আলো ধরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোরা, আশা-পথ চেয়েছিনু, হেরিতে রূপ-মাধুরী ;
—হেরে ঘুচে গেল সকল আঁধার—
কিরণ, মহানন্দে কৃষ্ণানন্দে হের রে নয়ন ভরি।

১৩৯

আহ্বান

সাহানা—ঝাঁপ

শুনিয়া আশার বাণী দুখ দূরে গেল ;
শোক-মলা ধূয়ে-পুছে চল ছুটে চল।
মনুষ্যত্ব * শিখাইতে, কে এলো এ খালিয়াতে,
সন্ন্যাসী মধুর-ভাষী, হেরি প্রাণ জুড়াল।
দণ্ড-কমণ্ডলুধারী, জগ-জন হিতকারী,
সবার পাপ-ভিক্ষা লাগি, ভিখারী সাজিল।
পোহালো তমস নিশি, অরুণ উঠিল হাসি,
কৃষ্ণানন্দ-প্রীতে সবে হরি-হরি বল।
বঙ্গের গৌরব-রবি, ভবিষ্য-আশার ছবি,
বহু পুণ্যে এ অরণ্যে কিরণ বিলাইল।

১৪০

বন্দনা

মনোহরসাঁই—একতালা

সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমে দেশে-দেশে, হরিনামে ভাসে অবনী ;
ও-কে, দীনজন বেছে নাম-ধন যাচে, হাসে রে বঙ্গ-জননী।

---

* বক্তৃতার বিষয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন, কিসের লাগিয়া বাসনা ত্যজিয়া, গৈরিক বাস-ধারী ;
ওগো, কেন কেন ধরা দণ্ড-করোয়া, ভ্রমিতেছে বাড়ী-বাড়ী।
কেন, দেশের লাগিয়া করুণা করিয়া, দাঁড়াইলে আলো ধরি ;
গেল, অনাচার-ভয় বল সবে জয়, কৃষ্ণানন্দকারী।
পরি-ব্রাজকের বেশে ভ্রমে দেশে-দেশে, মোরা তো চিনিতে নারি ;
ওগো, যে-জানে সে মানে হৃদয়ে রাখানে, রাখে সযতনে ধরি।
হেরি, ম্লেচ্ছের দাপে শোকে দুখে তাপে, মলিন ভারতভূমি ;
তাই, নাশিবারে তাপ চির-অভিশাপ, ঘুচাতে এসেছ তুমি।
তুমি, আর্য্য-গরিমা ধর্ম্ম-শুষমা, কে জানে মহিমা তব ;
মোরা, দীন হতে দীন ভজন-বিহীন, সুদিন কেমনে পাব।
তুমি, ভারতের আশা দেশের ভরসা, ধর্ম্ম-পতাকাধারী ;
আবার, উঠিল উর্দ্ধে নামের নিশানা, বাজিল বিজয় ভেরী।
গেল, দেশের আটোপ বৈরীর কোপ, হাসিল ভারত-মাতা ;
কিবা, গম্ভীর নাদে প্রেমে নেচে-কেঁদে, প্রচারিলে হিতকথা।
আবার, জাগিল হিন্দু, শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থি তুলিলে সুধা ;
চির, তৃষিত যে-জন পাইল জীবন, মিটিল ভবের ক্ষুধা।
সবে, বদন ভরিয়া বল রে নাচিয়া, কৃষ্ণানন্দ জয় ;
জয়, পীযুষের খনি দেশ-শিরোমণি নিখিল গুণ-আলয়।
মোরা, অতি সকাতরে নিবেদি' তোমারে, মোদের করুণা করো
পদে, এ চির ভিক্ষা, জ্ঞানের শিক্ষা বিতরি' অশুভ হরো।
ওগো, যেন সদাচারে শাস্ত্র বিচারে, হয় মম শুভ মতি ;
কহে, কাঙাল কিরণ, যেন মম মন, হরিপদে করে নতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪১

বিদায়

বেহাগ—আড়া

কাঁদ কাঁদ ওরে মন ;
সুখের বাসর ভেঙে গেল, ফুরালো স্বপন।
দু'দিনের তরে এসে, চলে' যায় ভালবেসে,
হেসে-হেসে মোহাবেশে, মজালো জীবন।
ক্ষণেক বিজলী প্রায়, মন কেড়ে নিয়ে যায়,
কি নিয়ে রব খালিয়ায়, গেল মহাজন।
আমরা অবোধ যত, না হইনু মনোমত,
তাই ফেলে যায় চলে, যেথা নিজ-জন।
সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেল, মুকুলে আশা শুকালো,
কেমনে রহিব বল, হারায়ে রতন।
রে কিরণ হিয়া মাঝে, তাঁর বাণী যেন গাজে,
শুদ্ধ শান্ত সে সন্ন্যাসী, মূরতি মোহন।

১৪২

বাউলের সুর—ঝুলন *

ছাখ্, করে' বিচার, এ দুনিয়ার আজব খেলা কি তামাসা ;
সবই, উল্‌টা কাণ্ড, লণ্ড-ভণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের নাই কোনো দিশা।
যত, লোচ্চা-চোরে সুখের ঠোরে, ধর্ম্মভীরুর দৈন্য দশা ;
হের, বামনগুলো মূর্খ হলো, বেদ-বেদান্ত পড়ে চাষা।

---

* পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর জেল হওয়ার সংবাদ শ্রবণে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত, সত্যবাদী, সবাই বাদী, তাদের না করে জিজ্ঞাসা ;
খলের, উপদেশে সবাই যেঁসে, তারাই দেশের ভরসা-আশা।
বল্‌তে, প্রাণ বিদরে, বসে' ঘরে বিকায় সুরা-সিদ্ধি নেশা ;
আর, গোয়াল ফিরে দ্বারে দ্বারে, কে তারে করে জিজ্ঞাসা।
যারা, সাধ্বী-সতী, নাইকো ধুতি, তাদের নয়ন জলে ভাসা ;
সহরের, কসবী যারা, পরে তারা, ঢাকাই-কোড়া খাসা খাসা।
সদা, ধর্ম্ম যজে' মা কে ভজে' কৃষ্ণানন্দের একি দশা ;
এমন, সোনার ছেলে গেল জেলে, ধন্য মায়ের ভালবাসা।
হেরি, আজব খেলা, ভোজের মেলা, রিপু-করা ভালবাসা ;
পাগল, কিরণে কয়, বুঝিনা ভাই, কেন এ ছাই যাওয়া-আসা।

১৪৩

তামাক-খোর বৃদ্ধের উক্তি

বাউলের সুর—কাহারুবা

কেবলমাত্র তামাকের জন্য ;
এত যে লাঞ্ছনা মোর এত দুঃখ-দৈন্য।
বউকে* বল্লাম তামাক দিতে, তেড়ে এলো ঝাঁটা হাতে, মারিল মাথে ;
আমি যেন বাড়ীর কুকুর নগণ্য-জঘন্য।
দেখে বধূর বাড়াবাড়ি, বাধা দিলাম হাতে ধরি, অপরাধ ভারি ;
এই দোষেতে পুত্রটী মোর হলেন অপ্রসন্ন।
ছেলে বল্লেন, ওরে বুড়ো, মেরে কর্‌বো হাড় গুঁড়ো, ঘর ছেড়ে বেরো ;
এই-না বলে' এলো ছেলে, যেন যুদ্ধের সৈন্য।

---

* বউ—পুত্রবধূ। (সত্য ঘটনা)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরণ বলে হেরে দশা, লুপ্ত হয়ে যায় রে দিশা, কী সর্ব্বনাশা ;
বাপ-মা যেন ঘরের চাকর, মাগ্‌টি গণ্য-মান্য ।

১৪৪

সুরটমল্লার—ঝাঁপ

কেমন করে' ছাড়্‌বো বল এ কাশী ।
যেতে হবে দূরে, সেই দিনাজপুরে,—
গোবিন্দের ফন্দীতে ভুলে, বুঝি নয়ন-জলে ভাসি ।
রেলে, থাক্‌তে হবে আঠাশ ঘণ্টা, শুকায়ে যাবে কুচ্‌কি-কণ্ঠা,
এতকালের পৈত্রিক প্রাণটা, এবার বুঝি যায় খশি ;
ওরে লেলো, তোঁত্‌লা-হাঁদা, ওরে চরম পরম গাধা,
লাগায়ে ফয়তাবাজী ধাঁধা, কর্‌লি মোরে উদাসী ।
এক-এ আঠাশ ঘণ্টার পাড়ি, তা'তে ঢিমা-তালের গাড়ী,
সূর্য্যিমামার বেজায় আড়ি,—ত্র্যহস্পর্শ যোগ-রাশি ;
ঝুনো নায়্‌কেল হবে মাথা, চর্ম্ম হবে ঘর্ম্মে তেঁতা,
টিশনে নাই পাণি-দাতা, ত্রিসঙ্কট সর্ব্বনাশী ।
এখন, যা করেন কান্ত-দয়ালু, আর দিনাজপুরের রাঙা আলু,
কাটারীভোগের চাউল,—গন্ধে পরাণ হয় খুশী ;
দরবেশ বলে তিনের চোটে, ত্র্যহস্পর্শ যদি কাটে,
লেলো রে তুই ধন্য বটে, বল্‌বো কি আর এর বেশী ।

১৪৫

বাউলের সুর—একতালা

ওগো সাধের আম্‌লি-দেওয়া মুগের দাল ;
বলিহারি থাকে যদি ঈষৎ ঝাল ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টিকিওলা বামুন রাঁড়ী, জটাওলা ব্রহ্মচারী,
এদের তুমি নিদান-বন্ধু, চিরকাল গো চিরকাল।
চিংড়ি মাছের মাথার সনে জানি তোমার ঐক্য,
কচি পাঁটার মাসের গন্ধে, ফাঁপায়ে উঠে তোমার সৌখ্য ;
ব্রহ্মচারী-রাঁড়ীর মানা, পায়না তো সে রসের খানা,
নিরুপায়ের উপায় গো তাই, ইঁট অভাবে খড়ের চাল।
সব খাওয়ারই শেষে যবে তোমার সনে হয় দেখা,
বুঝি তখন, কেউ পারেনা খণ্ডাইতে বিধির লেখা ;
মুগের যুশে যেমন তোমার, সোনার স্বাদের চরম বিকার,
অরসিকের হাতে তেম্‌নি তোমার হেন বিদ্‌ঘুটে হাল।

১৪৬

বাউলের সুর—কাহার্‌বা

ওহে নন্দের ব্যাটা ব্রজের ঠ্যাটা কেষ্ট কালা-কট্‌কইটা !
তোমার তিন ভাঙা ঐ দেহের মতন, মন্‌টাও খুব নট্‌খইটা।
তুমি অষ্ট সখীর মন ভুলাইছো, তল্লা-বাঁশের খাপ্‌কাইটা ;
আবার মাঝ দরিয়ায় পরাণ লৈতে, নাইয়া হইয়া বাও বইঠা।
তুমি দিনে থাক কদম গাছে, রাত্রে আস ঝাঁপ কাইটা ;
আবার যার পরাণে নাই পিরীতি, তার উপরে যাও চইটা।
তোমায় দেখ্‌লো যে জন মর্‌লো সে জন, এক লহমায় যায় পইঠা ;
শেষে ভাতার-পুতের মাথা খাইয়া, পড়ে তোমার পায় লুইটা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪৭

বাউলের সুর—পোস্ত

কর্ত্তা বাবু, একা যাও কোথায় ;

তোমার বামন-চাকর আরদালী-নফর, আজ যে কেহ সাথে নাই।
ছিল, পাল্কি-আজ্ঞাম বড় তাজ্ঞাম, বাঁট দুটো তার রূপা-বাঁধাই ;
বেহারা, ষোল মূর্ত্তি, হায় কি ফুর্ত্তি, সে ফুর্ত্তি আজ স্বপন-প্রায়।
আজ, পেলে পাল্কি, চাঁচের ভেল্কি, বাঁট কেন তার বাঁশের হায়!
যত, জাত-বেহারা দিচ্ছে সাড়া, হরিধ্বনি শুন্‌তে পাই।
ছিল, বালাখানায় খাট-বিছানা, বালিশ ছিল গোটা-ছয় ;
আবার, দেড় হাত মোটা জাজিম একটা, নেটের মশারী তায়।
আজ, কোথায় রইলো সে বিছানা, ধব্‌ধবে ঠিক দুধের প্রায় ;
বল, যাচ্ছ যেথা, শোবে কোথা, বিছানা তো সাথে নাই।
কেন, যাচ্ছ ছাড়ি দালান্-বাড়ী, হাতী বাঁধা সিং-দরজায় ;
রইলো, গাড়ী-ঘোড়া, টাকার তোড়া, সকল ছাড়া হলে'হায়!
ছিল, সখের জিনিস বজরা-পিনিশ, ছয়টা দাঁড়ের বৈঠা তায় ;
কেন, রইলো পড়ে', ক্ষণেক তরে বজরা চেপে এসো ভাই।
ছিল, জমিদারী বিশ-হাজারী, জোর-ঝাপ্‌টে কাঁপতো সবাই ;
তোমার, দাপের চোটে, মাটি ফেটে, চম্‌কিত প্রজার পিলাই।
ছিল, হুকুম-হাকুম কত যে ধুম, ঘুম যেত না কেউ পাড়ায় ;
তুমি, দেখ্‌তে ধরা যেন সরা, মান্‌তে যে রাজা-বাদ্‌সাই।
ছিল, গিন্নি-রাণী গরবিনী, নাক-সিট্‌কানি সর্ব্বদাই ;
যদি, পাড়ার নারী আস্‌তো বাড়ী, গুমানে না পেতো ঠাঁই।
আজ, হলে বাবু, আচ্ছা কাবু, নবাবী যে চলে' যায় ;
আহা, সোনার সংস্যার রইলো তোমার, সঙ্গে নিয়ে যাওনা ছাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাগল, কিরণ বলে, ভাই সকলে, দেখে লও দেহের বড়াই ;
একদিন হবে মরণ, জানে সব জন, তবু তো ভুলে মায়ায়।

১৪৮

জ্ঞান ও ভক্তির বিবাদ

বৃন্দাবন বিলাসিনী—একতালা

প্রেম-রতনে কিন্‌বো মোরা কোন্ সাধনে ;
ভক্তি পণে কিম্বা জ্ঞানে, কোন্-বা পথের আচরণে।
জ্ঞান বলে, আমি তিন ভুবনের প্রভু ;
ভক্তি বলে, ভক্তগণে চাহে না তো কভু, তুমি যাও আপনে।
জ্ঞান বলে, মম পূজা প্রতি ঘরে-ঘরে ;
ভক্তি বলে, আমি থাকি সাধুর অন্তরে, তুমি দাস যাদের।
জ্ঞান বলে, আমি করি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ;
ভক্তি বলে, ভকতের কটাক্ষে তা' হয়, মিছে কী দেখাও ভয়।
জ্ঞান বলে, জ্ঞানী সদা পুণ্যার্জ্জনে রত ;
ভক্তি বলে, ভক্তগণে পাপ-পুণ্যাতীত, তারা পুণ্য না চায়।
জ্ঞান বলে, আমি সত্ত্ব-রজ-তমাধার ;
ভক্তিবলে, আমার ধামটি ত্রিগুণের পার, মুই ত্রিগুণাতীত।
জ্ঞান বলে, আমি করি বস্তুর বিচার ;
ভক্তি বলে, বিচারের ধারি না তো ধার, আমার নাই বিকার।
জ্ঞান বলে, জ্ঞানীগণে স্বর্গে চলি যায় ;
ভক্তি বলে, ভক্তগণে স্বর্গ নাহি চায়, তারা খাসের প্রজা।
জ্ঞান বলে, জ্ঞানী যারা ব্রহ্মে হয় লীন ;
ভক্তি বলে, ভক্ত রহে দাস চিরদিন, নির্ব্বাণ কথার কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান বলে, আমার বিভু অজর-অমর ;
ভক্তি বলে, আমার ঠাকুর পরম সুন্দর, মাধুরী মনোহর।
জ্ঞান বলে, আমার বলে পরাজয় মদন ;
ভক্তি বলে, আমার বঁধু মদন-মোহন, কামের কাম ছুটে' যায়।
জ্ঞান বলে, ক্রোধ রয়না জ্ঞানের বিচারে ;
ভক্তি বলে, ভক্ত বাজে স্মরণ-মনন তারে, অনুরাগের ছড়ে।
জ্ঞান বলে, আমার বলে লোভ পরাজয় ;
ভক্তি বলে, ভক্ত লোভী পেতে পদাশ্রয়, লোভ হরিপদে।
জ্ঞান বলে, মোহ-রিপু পরাজিত জ্ঞানে ;
ভক্তি বলে, মোহে ধারা বহে দু'নয়ানে, পেতে অভয় চরণ।
জ্ঞান বলে, জ্ঞান-বলে মদ পরাজিত ;
ভক্তি বলে, ভাবের মদে মাতাল ভক্ত-চিত, তাঁরা জড়োন্মত্ত।
জ্ঞান বলে, মাৎসর্য্য সদা মোর দাস ;
ভক্তি বলে, মাৎসর্য্যে তত্ত্বের প্রকাশ, গরবে মাথা নত।
জ্ঞান বলে, জ্ঞানবলে পাপ হয় দূর ;
ভক্তি বলে, আমার প্রভু পাপীর ঠাকুর, সে যে পতিতপাবন।
জ্ঞান বলে, সত্য নহে তোমার এ ভাষ ;
ভক্তি বলে, ভক্তের তুমি চিরকালের দাস, ভক্ত তোমার প্রভু।
জ্ঞান-ভক্তির বিষম বিবাদ দেখে লাজে মরি ;
কিরণ বলে, দুই বোনেতে কেন সতীন-গিরি, মেয়ে এক মায়েরই।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচি

অকলঙ্ক শশীমুখী রণমাঝে বিহরে কে	...	...	৩৬
অজপার যাগে প্রেম অনুরাগে	...	...	৮০
অনাদি আদি হে ইন্দ্রাবরজ	...	...	৪৭
অযোধ্যা ভবনে রত্ন সিংহাসনে	...	...	১০৬
অশান্ত হৃদয়ে মম শান্তি দেহ শান্তিময়	...	...	১৬
আনন্দ-সায়র মাঝে মম মন-প্রাণ ডুবেছে	...	...	৮১
আমার উপায় কি হবে	...	...	১৩
আমার হলোনা হলোনা হলোনা জননী	...	...	২৭
আমি যুগল ভালবাসি	...	...	৫৪
আমি সন্তান তব সন্তান তব	...	...	২৪
আয় গো যমুনা-তীরে শুন্‌বো বাঁশীর গান	...	...	৬০
আয়রে আয় হরি বলে'	...	...	২২
এ অশিব নাশ শিব দেহ শিব-বিমোহিনী	...	...	৩৫
এতদিনে হলাম আমি পিরীতে মরা	...	...	৭৫
এত যদি তোর মনে মা কে আসিতে বলেছিলো	...	...	৩১
এবা কোন্ রথী করে' দিলি সাথী	...	...	২৯
এস হে এস হে দেব দীনহীন ভবনে	...	...	১১০
এসেছে এক সোনার মানুষ ছাখ্ এসে	...	...	৭৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ শুন বাজিছে বাঁশী ৬০
ওগো মা রাখ দাসে শ্রীচরণে ৩১
ওগো সাধের আমলি দেওয়া মুগের দাল ১১৬
ওরে প্রেমের গাঙে রং-বেরঙের জোয়ার এসেছে ১০৯
ওরে ভ্রান্ত মন শ্যামা আরাধন ৩৭
ওরে রে কেন রে বল্ ৬৭
ওহে ধরাধর ধর মোরে ধর ১৩
ওহে নন্দের ব্যাটা ব্রজের ঠ্যাটা ১১৭
কত পাপী নাথ আমি ১৩
কত ভালবাস ওহে জগদীশ ২৪
কপটতায় রসের ভজন নাহি হয় ৫৯
কবে আমি যাব শ্রীবৃন্দাবনে ৫২
কর দয়া কর হে দয়া-আকর ১১
কর নাম সার ২২
কর্ত্তাবাবু একা যাও কোথায় ১১৮
কলুষ-নাশন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৮১
কাঙালে কাঁদিছে খেদে কর হে করুণা ৫১
কাঙালের ধন আয় রে বুকে নীলমণি ৭৮
কাঙালের ধন কোথা রয়েছ তুমি ১৫
কামিনী-কাঞ্চনে মজে' কেন পড়িলি চলে' ৯২
কালো মেয়ে হয়ে কেন ৪০
কাঁদ কাঁদ ওরে মন ১১৪
কি করিতে আসিয়াছ ১৬
কিশোরীমোহন কায়নার ধন ৪৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেগো তুমি ডাকিছ আমায়	...	...	১৭
কেবলমাত্র তামাকের জন্য	...	...	১১৫
কেমন করে' ছাড়্‌বো বল এ কাশী	...	...	১১৬
কোথা হে দীননাথ পাতকীতারণ	...	...	১২
কৃষ্ণলীলা ঐ যে ঝলে	...	...	৫৩
খেলা সাঙ্গ করে' এসেছি মা ঘরে	...	...	৩৮
গিয়ে সুরধুনীর কিনারে	...	...	৭১
গোপিনীমোহন রাধিকারমণ	...	...	৪৮
গৌর-বরণ রসের মানুষ	...	...	৭৩
গৌর বলে' ডুবিব জলে	...	...	৬৪
চল্‌রে সবাই মিলে সকল ভুলে'	...	...	১০৬
চেয়ে ত্যাখ্‌ ওরে জগৎবাসী	...	...	৯৮
ছাড় মূঢ় মন বিষয় বিষম	...	...	১৯
ছাড় রে কামনা বিষয় বাসনা	...	...	৫৯
ছেড়ে মোহ-মায়া সুতা-সুত-জায়া	...	...	৮৯
ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে মাথা মুড়াইয়ে	...	...	৫১
জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর	...	...	৪১
জয় জয় গৌরাঙ্গ অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস	...	...	৪৬
জয় জয় শচীসুত প্রেম-যুত	...	...	৬৪
জয় বাসুদেব অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণ	...	...	৪৭
জয় রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ গাও	...	...	৪৫
জাগো সকলে	...	...	৮৪
জাগো হে সকলে এবে নিদ্রাতুর নর-নারী	...	...	৭
জীবন-যৌবন দারা-পরিজন	...	...	৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জেনেছি হে তুমি প্রাণের প্রাণ	...	...	২৪
ডাক মন প্রাণারামে	...	...	১৭
ডুবি সংসার-সাগরে	...	...	১৪
তরণী বাও কাণ্ডারী ত্বরা করি	...	...	৭৭
তুমি আনন্দময়	...	...	৯
তুমি কোথা ছিলে মোরে ফেলে দয়াময়	...	...	২২
তুমি পাপ বিনাশন পুণ্যময়	...	...	১০
তুমি ভূমা পরমেশ্বর	...	...	৯
তোরা আয় রে ভাই থাকিস্‌নে আর মোহেতে মগন		...	৮৭
দয়া করে' ঘুচায়ে দে' এ আঁধার	...	...	৩২
দিনান্তে সে অনন্তে মজনা	...	...	১৯
দুখ জানাই কেমনে	...	...	১৫
দ্যাখ্‌ করে' বিচার এ দুনিয়ার	...	...	১১৪
নদীয়া নগর আজি কেন টলমল	...	...	৯৩
নমস্তে গিরীশ ঈশ আশুতোষ মহেশ্বর	...	...	২৬
নমো নারায়ণ সুজন-পালন	...	...	৪০
নিখিল জগতে হরিনাম দিতে	...	...	৯৬
নিজ পতি বক্ষে করে' পদ রক্ষা	...	...	৩৬
নীপ তরুমূলে ঈষৎ বামে হেলে	...	...	৫৩
পতিতপাবনী লোক মুখে শুনি	...	...	৩৮
পাপ-অবিশ্বাস-বিষে তনু জর-জর	...	...	১১
প্রভো কর কিঙ্করে করুণা প্রদান	...	...	১২
প্রাণমাঝে তুমি হাসিছ খেলিছ	...	...	২৩
প্রেম-রতনে কিন্‌বো মোরা কোন্‌ সাধনে	...	...	১১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমিক যে সে তো গো সুখা ৫৯
বন্দে বিঘ্নরাজ বিঘ্নহারী বিণায়ক ২৫
বল্ তারা কি অপরাধে ২৮
বলনা বলনা ও-মা শবাসনা ২৮
বল বল কি অভাবে নদীয়ায় ঠাঁই ৫৫
বলে বলুক্ কলঙ্কী ৬৯
বাজ্‌লো ঐ নামের ভেরী ১১১
বঁধু এখনো এলো না ৬২
বৃন্দাবিপিনে কি মঙ্গল-আরতি ১০৭
ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত জ্যোতি ১০
ব্রহ্মময়ীর বার লেগেছে ৩৯
ভজ গুরু-গৌরাঙ্গ রাধা-গোবিন্দ ১১০
ভজরে যজরে মজরে ও-মন ২০
ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদ্বৈত নিত্যানন্দ ১১০
ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ১০৮
ভালবাসি দিবানিশি বয়ান-অমিয়া-রাশি ৬১
ভালবাসি মধুমাখা হাসি ৬১
ভূতভাবন বিশ্বপাবন ২৫
ভোলামন গৌর-নিতাই এসে দু'ভাই ৬৫
ভোলামন প্রেম-সাগরে অগাধ নীরে ৫৭
মঙ্গল-আরতি গৌরকিশোর কি ১০৭
মন কেন চরণ ছাড়া ৩৪
মন কেন রহিলে এ রিপুর বশে ৬৭
মন রে আছ কোন্ সুখে বসে' ৬৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনরে আয়ুষ্কাল পূর্ণ তোমার	...	...	২১
মন হও তাঁর অনুগত	...	...	২১
মনের ময়লা-মাটি ঝেড়ে	...	...	১০২
মহাদেব মহেশ্বর শিব মৃত্যুঞ্জয়	...	...	২৫
মানব জনম সফল হইবে	...	...	১৮
মা মা বলে' ডাকি তাই	...	...	২৯
মা হয়ে তোর এত গরব পাষাণী	...	...	৩৩
মিলনের জ্বালা যে জ্বালা	...	...	৬২
মোদের ফেলে কেন চলে' গেলি ভাই	...	...	৭৭
যমুনা-পুলিনে গোচারণে	...	...	৭৬
যশোদা-নন্দন ব্রজবিহারী	...	...	১১০
যাঁর তরে পাগল হয়ে বেড়াস্ ঘুরে'	...	...	৫৮
রজনী পোহালো বিহঙ্গ গাহিল	...	...	৮
রবি কর তাপে পিপাসিত পথিক চিত	..	...	১২
রাধিকারমণ গোপিনীমোহন	...	...	৪৬
রূপে প্রাণ কেড়ে নিলো	...	...	৬৮
লয়ে কার প্রেম লহরী	...	...	৫৬
লুকাইয়া চলে' এলে কা'র তরে	...	...	৭৯
শান্তি-নিঝর সিঞ্চিয়া প্রাণে	...	...	১০৫
শাশ্বত অভয় অশোক অদেহ	...	...	১০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র	...	...	৪৩
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ঐ ছাখ্	...	...	৬৫
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বল	...	...	৪৬
শ্রীশচীনন্দন নদীয়া-ইন্দু	...	...	১১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীহরি বলে' দু'বাহু তুলে'	...	...	৪৯
শুন দাসের মিনতি	...	...	২৬
শুন রসিকশেখর প্রাণ গৌরহরি	...	...	৫৫
শুনিয়া আশার বাণী দুখ দূরে গেল	...	...	১১২
সখি বলো তারে এমন করে'	...	...	৭৬
সজনি মনের মানুষ পেলে পরে	...	...	৬৩
সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমে দেশে-দেশে	...	...	১১২
সীতাপতি সুন্দর রাজা রাম	...	...	১১০
সুন্দরতর সুন্দরতম	...	...	৫৬
সে প্রেমরতনে রাখ রে যতনে	...	...	৮
হয়েছি পাগল এবার	..	...	৭১
হরেকৃষ্ণ সাধ মধুর সাধনা	...	...	৫০
হারে-রে সামাল সামাল ঝড় উঠিল	...	...	৬৮
হৃদি-বৃন্দাবনে শ্যাম সনে	...	...	৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরবেশ গ্রন্থাবলী

বিজলী সঙ্গীত (৫ম সংস্করণ)	...	...	।৵০
শ্রীবৃন্দাবন শতক (শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত মূল সংস্কৃত ও পদ্যানুবাদ, ২য় সংস্করণ)	...		॥০
কাবেরী (কবিতাবলী)	...	...	॥০
জপজী (গুরুনানক কৃত মূল গুরুমুখী ও পদ্যানুবাদ, ২য় সংস্করণ)	...	...	॥০
সঙ্গীত-সুধা (ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী বিরচিত)			৵০
মন্দির (গীতিকাব্য, ৩য় সংস্করণ)		...	২৲
সাম-সন্ধ্যাগাথা (মূল ও প্রক্রিয়াসহ পদ্যানুবাদ)		...	।০
কুল-সঙ্গীত (সাধক ৺কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত)			৵০
সুসোমা (কাব্য)	...	...	১৲
রেবা (কাব্য)	...	...	১৲
সুরেণু (কাব্য)	...	...	১৲
নীবার-কণা (ক্ষুদ্র কবিতাবলী)	...	...	৵০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১৫২নং হারাবাগ, বেনারসসিটী, গ্রন্থকারের নিকট

এবং

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০।১ রায়বাগান ষ্ট্রীট্।

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi